প্রহ্লাদ

(সচিত্র পৌরাণিক আখ্যায়িকা)

ভূতপূর্ব্ব "সারস্বত পত্রের" সম্পাদক ও "বান্ধবের" সহকারী
সম্পাদক "শকুন্তলা" "বাঙ্গালা রচনা শিক্ষা" "সীতা-
নির্ব্বাসন নাটক" প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা

শ্রীউমেশচন্দ্র বসু প্রণীত

১ম সংস্করণ

প্রকাশক

শ্রীশরচ্চন্দ্র দত্ত এণ্ড সন্স

প্রোপ্রাইটারস্, কটন লাইব্রেরী

বাঙ্গালাবাজার, ঢাকা

১৩২১

মূল্য ৷৷০ আট আনা ; সিল্কে বাঁধাই ৸০ আনা

উৎসর্গ

সহোদর প্রতিম স্নেহাস্পদ

স্বর্গগত অন্নদাপ্রসাদ রায় চৌধুরী—

ভাই, আমি আশৈশব পিতৃহীন ; তোমার পিতৃগৃহে—আমার মাতুলালয়ে মাতুলের অন্নেই প্রতিপালিত। এখনও সেই স্বর্গগত মাতুলদেবের স্নেহাশীর্ব্বাদই আমার জীবনসম্বল। সহোদর ও সহোদরা কি পদার্থ জানিতাম না। কালক্রমে আমার মাতুল-নিলয় আশা ও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, তুমি ভূমিষ্ঠ হইলে ; বালকোচিত সারল্যে আমিও, এই আমার স্নেহের ধন কনিষ্ঠ ভাই বুঝিয়া, তোমাকে সোনার পুতুলটির মত কোলে তুলিয়া লইলাম। তুমি শৈশবদোলায় দুলিতে, আমি তোমার কাছে বসিয়া তোমার হাসিমাখা কচি মুখ খানি দেখিতে দেখিতে, কি যেন স্নেহের আবেশে গলিয়া যাইতাম। ক্রমে বয়স বাড়িল, তুমি বুঝিলে,—আমিই দাদা ; আমিও বুঝিলাম,—তুমিই ভাই। আমি বালসুলভ খেলার ছলে কবিতা লিখিতাম, তুমি তাহা কণ্ঠস্থ করিয়া নাচিয়া নাচিয়া পাঠ করিতে ; আমি নাটক লিখিতাম, তোমার যত্ন ও পরিশ্রমে তাহা রঙ্গগৃহে অভিনীত ও সার্থক হইত ; আমি গীত রচনা করিতাম, তুমি সুরসংযোগে উহার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া দিতে। কিন্তু হায়, নিয়তির নিদারুণ বিধানে অচিরেই আমার সুখনিকেতন সে মাতুলনিবাস বিষাদ-অন্ধকারে নিমগ্ন হইল, স্ফুরন্তযৌবন অতীত হইতে না হইতেই, তুমি আনন্দের হাট ভাঙ্গিয়া অকালে অনন্তধামে অদৃশ্য হইলে ! তুমি এক্ষণ স্বর্গের দেবতা, আর তোমার সেই আদরের দাদা হতভাগ্য আমি এখনও দুঃখময় মর্ত্ত্যধামে অতীতের সাক্ষী শ্মশানের

দগ্ধকাষ্ঠের ন্যায় রহিয়া স্মৃতির বিষদংশনে জর্জ্জরিত ! আজি একুশ বৎসর কাল অতীত হইল, তোমার সেই চির-আনন্দময় প্রিয়দর্শন মুখখানি ক্ষণেকের তরেও ভুলিতে পারি নাই। আমি যাহা কিছু লিখিতাম, তাহাই তোমার কাছে ভাল লাগিত ; এই সাহসেই আমার এই শিশু প্রহ্লাদকে তোমার স্মৃতির সম্মানার্থ তোমার স্বর্গীয় করকমলে প্রাণের আবেগে উৎসর্গ করিলাম। তুমি যদি, ভাই, দিব্য ধাম হইতে একবার এই প্রহ্লাদের পানে স্নেহের চোখে তাকাও, এবং এই অবোধ শিশুর মুখে তানলয়বিহীন হরিনাম গান শুনিয়া বিন্দুমাত্রও প্রীতি অনুভব কর, আমি আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিব। ইতি

তোমার সেই দাদা
উমেশ

নিবেদন

প্রহ্লাদের পরমপবিত্র পুণ্যময় চরিত-কথা পৌরাণিক আখ্যায়িকায় নানাবর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। আমি আজি সেই পুরাণোক্ত উপাখ্যান ভাগের কয়েকটি কথা লইয়া ভয়ে ভয়ে বঙ্গীয় পাঠকসমাজের সম্মুখীন হইতেছি। মহামুনি ব্যাসের অমর লেখনী হইতে উদ্ভূত মন্দাকিনী-প্রবাহ বা পীযূষধারার ন্যায় যাহা পুরাণে পুরাণে বিলসিত রহিয়াছে, বাঙ্গালার গুণবান্ কৃতী গ্রন্থকারগণ যে মধু আহরণ পূর্ব্বক কাব্য, নাটক ও উপন্যাস ইত্যাদি নানা মূর্ত্তিতে বাঙ্গালায় মধুচক্র রচনা করিয়া রসগ্রাহী ভাবুক পাঠকদিগের চিত্ত বিনোদন করিয়াছেন, পুনরপি সেই চরিতবর্ণনে কৃতিত্ব ফলাইয়া আমার ন্যায় অকৃতী অকিঞ্চনের যশস্বী হওয়া অসম্ভব কথা,—সে চেষ্টাও আমার পক্ষে ধৃষ্টতামাত্র। বস্তুতঃ আমি সুধীজনের চিত্তর্পণরূপ দুরাশার বশবর্ত্তী হইয়া এই কর্ম্মে হস্তক্ষেপ করি নাই। প্রহ্লাদের জীবনবৃত্তান্ত কখন শুনিতে পায় নাই, বঙ্গে এরূপ লোক একটিও আছেন কি না, সন্দেহ; কিন্তু এ কাহিনী পুরাতন হইলেও ইহার সারসর্ব্বস্ব মূলতত্ত্ব হরিনাম ও হরিকথা। হরিনাম ও হরিকথা শতকণ্ঠে শতবার উচ্চারিত এবং নিত্যশ্রুত হইলেও কখনও শ্রুতিকটু, পুরাতন বা নীরস হইবার বস্তু নহে। এই কারণেই বলি, এই গ্রন্থের কোন অংশ যদি কোন বিজ্ঞ বা বয়স্থ পাঠকের সাময়িক প্রীতি সম্পাদনে সমর্থ হয়, উহা আমার যত্নকৃত অনুষ্ঠান বা কৃতিত্বের ফল নহে, মধুময় হরিনামেরই স্বাভাবিক মাহাত্ম্য। কিন্তু আমার আকাঙ্ক্ষা অন্যরূপ;—মনীষী ঋষির মানসসরোবরের স্বর্ণকমল,—শিশু প্রহ্লাদকে খেলার সাথী বা অধ্যয়ন-সঙ্গীরূপে বঙ্গীয় বালকসমাজের নিকট উপস্থাপিত করাই আমার উদ্দেশ্য।

এই হেতু পুরাণের পুরাতন বেদী হইতে ভগবদ্ভক্তের অনুষ্ঠিত হরিপূজার এই নির্ম্মাল্যটি যত্নে কুড়াইয়া আনিয়া, আমি আন্তরিক আগ্রহে বৃদ্ধের আশীর্ব্বাদ স্বরূপ বঙ্গীয় বালকদিগের করে তুলিয়া দিতেছি। দেশের এই দুর্দ্দিনে,—বিশ্বাস ভক্তির এই ভয়াবহ ভাটার যুগে যদি ইহা দ্বারা বঙ্গীয় বালকগণের কিঞ্চিৎমাত্রও উপকার হয়, যদি এই গ্রন্থপাঠে একটি বালকের প্রাণেও, তাহারই সমবয়স্ক ও তাহারই মত মুগ্ধস্বভাব প্রহ্লাদের বজ্রকঠোর অমোঘ বিশ্বাস এবং ঐরাবতপ্লাবী ভক্তিপ্রবাহের একবিন্দুও সঞ্চারিত হয়, তাহা হইলেই আমার আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতৃপ্তি ও সকল শ্রম সার্থক হইবে।

ঢাকা, লক্ষ্মী বাজার,
৬ই ভাদ্র, ১৩২১। } গ্রন্থকার

উপহার পৃষ্ঠা

— প্রহ্লাদ —

নৃসিংহদেব হিরণ্যকশিপুকে জানুর উপর রাখিয়া নিহত করিলেন।

১৫ পৃষ্ঠা।
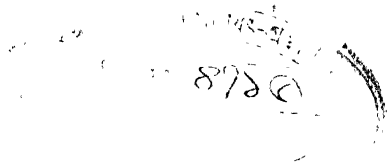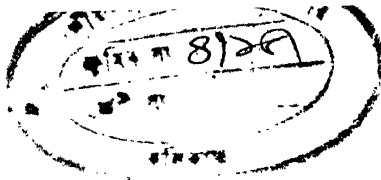
প্রহ্লাদ

উপক্রম
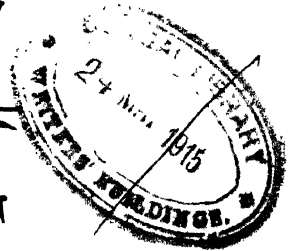
তোমরা বৈকুণ্ঠের নাম শুনিয়াছ; কিন্তু সে বৈকুণ্ঠ কোথায় এবং কেমন, জান না। মানুষের চর্ম্ম-চক্ষু মানুষের দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণপ্রভৃতি যন্ত্র তাহা দেখিতে সমর্থ নহে; ভক্তযোগী ধ্যানস্থ হইয়া মনের চক্ষে তাহা দর্শন করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন,—বৈকুণ্ঠের শোভা মুখের কথায় বলিয়া বুঝান যায় না। তোমরা দিনের বেলায় একটিমাত্র সূর্য্য দেখিতে পাও, রাত্রিকালে অন্ধকারে ডুবিয়া থাক; সেই অন্ধকারে কখন একটিমাত্র চাঁদের রেখা, ক্ষণকাল দেখা দিয়া, নিবিয়া যায়; কখন পূর্ণচন্দ্র সমস্ত রাত্রি ঘুমন্ত পৃথিবীর গায় জ্যোৎস্না ঢালিয়া প্রভাতে অদৃশ্য হয়, কখন বা একবারেই সেই চাঁদের দেখা পাওয়া যায় না। কিন্তু বৈকুণ্ঠধামে আমাদিগের এই পৃথিবীর মত দিবারাত্রি ভেদ নাই, উহা সর্ব্বদাই আলোকময়। কোটি কোটি সূর্য্য সর্ব্বক্ষণ ঐ পুরী প্রদক্ষিণ করিতেছে; সেই সকল সূর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে আবার কোটি কোটি চন্দ্রও উহার চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সেই সকল চাঁদের জ্যোৎস্না আমাদিগের চাঁদের মত ধবল বর্ণের নহে, কোনটি শ্বেত,

কোনটি রক্ত, কোনটি নীল, কোনটি সবুজ এবং কোন কোনটি সোণার বর্ণ। সূর্য্যগুলির আলোকও এত উজ্জ্বল যে, চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখিবার সাধ্য নাই; কিন্তু আমাদিগের সূর্য্যের তাপে গা পুড়িয়া উঠে, ঐ সকল সূর্য্যের রশ্মি যে ভাগ্যবানের গায় লাগে, তাহারই শরীর জুড়ায় এবং প্রাণ শীতল হয়। বৈকুণ্ঠপুরী নানা-বর্ণের জ্যোৎস্নায় দশদিক্ আলোকিত করিয়া সমস্ত দেবলোকের মন-প্রাণ কাড়িয়া লইতেছে।

বৈকুণ্ঠধামে,—রত্নসিংহাসনে, লক্ষ্মী ও সরস্বতী সহ নারায়ণ বিরাজমান। দ্বারদেশে জয় ও বিজয় প্রহরী। কোন মানুষ রক্ত মাংসের জড় শরীর লইয়া সেখানে যাইতে পারে না। পৃথিবীর কোন ধনী লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া কখন বৈকুণ্ঠগমনের পথ পায় না; রাজা-সম্রাটেরাও লোক-বলে ও অস্ত্র-বলে সে পথের সন্ধান করিয়া লইতে সমর্থ হ'ন না। কিন্তু সংসারের সকল ছাড়িয়া একমাত্র ভক্তি ও দয়ার শরণ লইলে, পথের দীন ভিখারীও অনায়াসে ভক্তবৎসল দয়াময়ের সেই পুণ্যলোকে স্থান পাইয়া অক্ষয় ও অপার আনন্দের অধিকারী হইতে পারে। তোমরা শিশু, কোমলমতি সরলপ্রাণ; এই তোমাদের মত সরল ও নিষ্পাপমনে যাহারা ভক্তি ও বিশ্বাসের পথ লয়, তাহারা ধনী বা নির্ধন, রাজা বা প্রজা যাহাই হউক না কেন, বৈকুণ্ঠের দ্বার তাহাদিগের জন্যই চিরদিন খোলা থাকে।

একদিন বৈকুণ্ঠের দ্বারে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত

হইলেন। ব্রাহ্মণের মাথায় জটাভার, পরিধানে বাকল, মুখে হরিনাম ও চোখে জলধারা। ব্রাহ্মণ কহিলেন,—"বাছা জয় বিজয়, দ্বার ছাড়িয়া দাও, আমি একবার শ্রীহরির শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিয়া আমার মানবজন্ম সার্থক করি।" জয় বিজয় বলিল—"তুমি কে হে? তুমি কোথা হইতে কেমন করিয়া এখানে আসিলে? তুমিত তুমি,—বাকলপরা ভিক্ষুক, স্বয়ং দেবরাজও প্রভুর অনুমতি ভিন্ন এ পুরে প্রবেশ করিতে পারেন না। ব্রাহ্মণ এ দুরাশা ত্যাগ করিয়া, যে পথে আসিয়াছ, সেই পথে চলিয়া যাও।" ব্রাহ্মণ কহিলেন,—"আমি সনক, প্রভুর আজন্মদাস! তোদের মত আমার পক্ষেও এ পুরপ্রবেশে নিষেধ নাই, দ্বার ছাড়িয়া দাও বাপ।" ঋষি এইরূপে অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন; কিন্তু জয় বিজয় কিছুতেই দ্বার ছাড়িয়া দিল না, তাঁহার কাঙ্গাল বেশ দেখিয়াই যেন ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া বসিয়া রহিল।

ঋষি নিরাশ হইলেন। সহসা ভাবান্তর উপস্থিত হইল—দেখিতে দেখিতে তাঁহার নয়নের প্রেমধারা শুকাইয়া গেল এবং নয়নযুগল হইতে আগুনের হল্‌কা ছুটিয়া পড়িতে লাগিল; মাথার জটাগুলি খাড়া হইয়া উঠিল,—বৈকুণ্ঠ কম্পিত হইল! ঋষি কহিলেন,—"কি দুর্ব্বৃত্ত, হরিভক্তের গতিপথে বাধা প্রদান করিলি! ভক্তাধীন ভগবানের দ্বারে তোদের মত পাষণ্ডের স্থান হইতে পারে না; তোরা এখনই হরিহারা হইয়া বিকট মূর্ত্তিতে পৃথিবীতে পতিত হ এবং জন্মমৃত্যুর দুঃসহ যাতনা ভোগ কর্।" বলিতে

বলিতেই ঋষির চোখ দুইটি আবার জলভারে পূর্ণ হইয়া আসিল, দয়াল ঋষির প্রাণ করুণায় গলিয়া গেল।—"অহো কি করিলাম, কি কহিলাম,—বৈকুণ্ঠের দ্বারে আসিয়া চণ্ডালের ন্যায় নিকৃষ্ট ক্রোধের বশীভূত হইলাম!" এই বলিয়া ঋষি মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন এবং করযোড়ে ও কাতরস্বরে কহিলেন,—"কোথায় হরি, দীনবন্ধো, এ সঙ্কটে তোমার এ অধম কিঙ্করকে রক্ষা কর।"

অমনি সেই দ্বারদেশ বিচিত্র আলোকে জ্যোৎস্নাময় হইয়া উঠিল, পারিজাত-সৌরভে চারিদিক আমোদিত হইল। লক্ষ্মীসহ স্বয়ং নারায়ণ সেই স্থানে আবির্ভূত হইলেন এবং মহর্ষিকে হাতে ধরিয়া তুলিয়া স্নেহমাখা মধুর স্বরে কহিলেন,—"ভক্তবর, এইত আমি,—তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক। কিন্তু আমার জয় বিজয়ের গতি কি হইবে? যাহাতে ঋষিবাক্য মিথ্যা না হয়, এবং জয়বিজয়েরও উদ্ধারের পথ হইতে পারে, দয়াল ঋষি, এখন তাহারই ব্যবস্থা কর।"

ঋষি ভাবাবেশে কাঁপিতে কাঁপিতে লক্ষ্মী-নারায়ণের শ্রীপাদ-পদ্মে লোটাইয়া পড়িলেন এবং করপুটে গদ্‌গদকণ্ঠে কহিলেন,—"আমি ঘোর অপরাধে অপরাধী,—আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর প্রভো; আমি ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া চণ্ডালেরও অধম হইয়া পড়িয়াছি; জয়বিজয়ের উপর আমার আর কিছুমাত্র ক্রোধ নাই; তুমি ত্রিজগতের উদ্ধারকর্ত্তা, তুমিই তোমার জয়বিজয়ের এবং

সেই সঙ্গে এই অধমেরও উদ্ধারের পথ কর ঠাকুর। যাহা হউক, আমি চিরদিনই তোমার আজ্ঞাধীন দাস, অবশ্যই তোমার আজ্ঞা পালন করিব।”

এই বলিয়া ঋষি জয়বিজয়ের পানে তাকাইয়া কহিলেন,—“শুন, জয়বিজয় প্রভুর আদেশ,—আমার বাক্য মিথ্যা হইবে না। তোমাদিগকে পৃথিবীতে জন্মধারণ করিতেই হইবে। তোমরা যদি প্রভুর ভক্তরূপে জন্ম লইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে সাত জন্মের পরে পুনঃ এস্থানে আগমন করিতে পারিবে; আর ঈশ্বরদ্রোহী হইয়া প্রভুর শত্রুরূপে জন্মিলে, তিন জন্মের পরই ত্রাণ পাইবে, কোন্‌টি চাও বল”। জয়বিজয় আকুলপ্রাণে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল,—“আমরা প্রভুর শত্রুরূপেই জন্ম লইব। কিন্তু ঋষিবর, এই কর, প্রভুর শত্রুরূপে জন্মিয়া প্রভুর হস্তেই যেন নিহত হই, ইহাই আমাদিগের শেষ ভিক্ষা।” ঋষি যেই “তথাস্তু” বলিলেন, অমনি জয়বিজয়ের সেই মনোমোহন দিব্য তনু বৈকুণ্ঠের দিব্য জ্যোতিতে মিলিয়া গেল; তাহারা বাষ্পময় বিকট আকার ধারণ করিয়া চক্ষুর পলকে পৃথিবীর পথে অদৃশ্য হইল!

নারায়ণ কহিলেন,—“ঋষিবর, মনের ক্ষোভ দূর কর; জয়-বিজয়ের শিক্ষা ও জগতে ভক্তিধর্ম্মের প্রচার উদ্দেশ্যে আমিই তোমাকে ঐরূপে ক্রোধের বশীভূত করিয়াছিলাম। তোমার কোন অপরাধ নাই।” এই বলিয়া হরি অন্তর্দ্ধান করিলেন; ঋষিও হরিগুণ গান করিতে করিতে স্বস্থানে চলিয়া গেলেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ

পৃথিবীর উত্তর দিক্ পর্ব্বতময়; পর্ব্বতের পর পর্ব্বতের সারি থরে থরে উপরের দিকে উঠিয়াছে। দূর হইতে দেখিলে মনে লয়, কেহ যেন কাল অপরাজিতার মালা গাঁথিয়া লহরে লহরে আকাশের গলায় পরাইয়া রাখিয়াছে। পর্ব্বতগুলির পিছন দিকে অন্য সকল পর্ব্বত অপেক্ষা উচু একটি পর্ব্বত দেখা যায়। উহার নাম সুমেরু। এই সুমেরু পর্ব্বতই দেবলোক বা স্বর্গ।

সুমেরুর পাশে মেঘের বর্ণ আর একটি পর্ব্বত আছে। এই পর্ব্বতের চূড়ায় রাজপুরী। রাজপুরী মণিরত্নে ঝল-মল। কাল পর্ব্বতের মাথায় সোণার মুকুটের মত রাজপুরী খানি যেন মেঘের শিরে অচল-বিজলীর শোভা ফলাইতেছে। পুরীর একদিকে অপ্সরাদিগের বিলাস-উদ্যান, অন্য দিকে ঋষিদিগের পুণ্যাশ্রম। একদিকে বেণুবীণার মধুরধ্বনি, নূপুরের রুণু-ঝুনুরব এবং পারিজাতের সৌরভমাখা মৃদুবায়ুর মৃদুপ্রবাহ, অন্যদিকে যজ্ঞীয় ধূমের ঘূর্ণগতি।

সন্ধ্যা যায় যায় করিয়াও যায় নাই। সূর্য্য অস্ত গিয়াছে; কিন্তু উহার শেষ আলোটুকু এখনও পশ্চিম গগনে উকিঝুকি দিয়া ঝিকমিক করিতেছে এবং উহার লাল আভা সন্ধ্যার অন্ধকারের সঙ্গে মিশিয়া রাজপুরীর অঙ্গে এক বিচিত্র বর্ণ ঢালিয়া দিতেছে। আকাশে একটি একটি করিয়া তারা ফুটিতেছে, রাজপুরীর মধ্যেও

কক্ষে কক্ষে একটি একটি করিয়া সুগন্ধি স্বর্ণ প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিতেছে। এই সময় রাজপুরীর এক নির্জ্জন কুঠরীতে বসিয়া দুইটি স্ত্রীলোক চুপে চুপে কি কথা বলিতেছেন। স্ত্রীলোক দুইটি সুন্দরী; দুই জনই দেবযুবতীর মত জ্যোৎস্নাময়ী। তথাপি দুই জনের রূপ এক প্রকারের নহে। জ্যেষ্ঠার মুখ খানি স্নেহ, প্রীতি ও দয়ায় ঢল ঢল;—মনের লুকান প্রভা যেন সর্ব্বদাই মুখে ফুটিয়া পড়িতেছে, সুতরাং চাঁদের জ্যোৎস্নায় জোনাকীর আলোর মত তাঁহার শরীরের বাহ্য রূপরাশি জড়সরভাবে ঢাকা পড়িয়া রহিতেছে। কিন্তু কনিষ্ঠার ভাব অন্যরূপ; তাঁহার মুখচ্ছবিতে সুখের লালসা, নয়নে আসক্তির আকর্ষণ; তাঁহার দেহকান্তি যেন অঙ্গে অঙ্গে উছলিয়া পড়িবার নিমিত্তই সতত অধীর ও আকুল।

কনিষ্ঠা প্রতিদিন সন্ধ্যার সময়, নানাবিধ বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া পতিসেবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকেন; কিন্তু প্রায় কোন দিনই পতির সাক্ষাৎকার লাভ তাঁহার ভাগ্যে ঘটে না। আজি তাহা হইয়াছে, পতি আজ তাঁহাকে দেখা দিয়া তাঁহার সহিত প্রিয় মুখে কথা কহিয়াছেন এবং প্রসন্নমনে তাঁহাকে অভিলষিত বর প্রদান করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তথাপি তিনি বড় বিষণ্ন তাঁহার সুসজ্জিত সুন্দর মুখ খানি মলিন হইয়াছে, চটুল চক্ষে জল দেখা দিয়াছে! ইহা কেন?

জ্যেষ্ঠার অঙ্গে কোনরূপ বেশভূষা নাই; তিনি গৈরিকের

আবরণে রূপরাশি ঢাকিয়া লইয়া কনিষ্ঠার পাশে বসিয়া আছেন। কিছুক্ষণ কি কথার পরে জ্যেষ্ঠা গৈরিকের আঁচলে কনিষ্ঠার চোখের জল পুছাইয়া দিয়া, যেন কতই স্নেহে গলিয়া কহিলেন,—"বোন, আমি তোমাকে কত দিন বলিয়াছি, সায়ংকালে অমন সাজিয়া গুজিয়া বাহিরে বেড়াইতে নাই। তুমি এ সময় ইষ্ট-আরাধনে মন না দিয়া একাকিনী নির্জ্জন পথে ঘুরিয়া বেড়াও, তাই কি একটা বিভীষিকা দেখিয়াছ। তুমি আর ঐ মিছা ভয়ের কথা মনে টানিয়া আনিয়া এমন আকুল হইও না বোন। ছি এমন শুভ দিনেও কি চোখের জল ফেলিতে আছে? তুমি আজ পুত্রবর পাইয়াছ, ইহা ভাবিয়াই মনে প্রফুল্ল থাক, নিশ্চিতই তুমি মনোমত পুত্র লাভ করিবে।"

কনিষ্ঠা ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন,—"জানি দিদি জানি, তাঁর কথা মিথ্যা হইবে না। কিন্তু ভাগ্যবতী পুণ্যবতী তুমি; তোমার পুত্র স্বর্গের রাজা, দেবলোকের অলঙ্কার; আমার কপালে অমন পুত্রলাভ ঘটিবে কি? মেঘের পক্ষপাত নাই, মেঘ সকল স্থানেই সমানরূপে বারি বর্ষণ করে; কিন্তু ভাল মাটিতে সোণা ফলে, অসার ক্ষেতে আগাছা বই আর কিছু জন্মে কি দিদি?"

জ্যেষ্ঠা কহিলেন,—"তুমি অকারণ আপনাকে এমন অসার মনে করিতেছ কেন? তুমিও ত স্ত্রীজাতির অবশ্যকর্ত্তব্য পতিসেবায় কখন অবহেলা কর নাই; তুমিও ত কায়মনঃপ্রাণে সতী। বিধাতা তোমার প্রতি অবশ্যই প্রসন্ন হইবেন।"

কনিষ্ঠা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন,—“না দিদি, আমার পক্ষে এ নিতান্তই দুরাশা। পতিসেবার কথা বলিতেছ? কৈ? আমি তাঁর সেবার মত সেবা করিয়াছি কৈ? তুমি বিবাহের পরই, রাজরাজেশ্বর পিতা, রাজপুরীর ধনসম্পদ্ ও অপার ঐশ্বর্য্য এবং আপনার রূপ-যৌবন সমস্ত, এমন কি, নিজকেও যেন ভুলিয়া গিয়া বনবাসী পতির চরণে একবারে মনঃপ্রাণ সমস্ত উৎসর্গ করিয়া দিয়াছ! পিতার দান,—হীরা ও মণিমুক্তাখচিত বসনভূষণ তৃণের ন্যায় দূরে ফেলিয়া দিয়া, গৈরিকবসনে যোগিনী সাজিয়াছ, এবং মনের সুখে, ছায়ার মত, সেই দেবজনপূজ্য যোগিবরের অনুসরণ করিয়াছ। আমি একদিনের তরেও ত তাহা করি নাই। আমি রাজকন্যা, রাজপুরীতে আমার বাস, আমার এই ছাই রূপ যৌবন, এই মণিরত্ন আভরণ এই মুল্যবান্ পরিচ্ছদ, ইহার কোনটিইত আমি ক্ষণেকের তরেও ভুলিতে পারি নাই; আমি পতিকে সম্মুখে রাখিয়া মনে মনে এই সকলেরই উপাসনা করিয়াছি। তাঁহার সেই দয়া, সেই প্রেম ও সেই মহত্ত্ব ইহার কোনটিই আমার মনে ঠাঁই পায় নাই; যে মধুতে জগৎ মুগ্ধ, আমি সেই প্রেমের মধু উপেক্ষা করিয়া নির্লিপ্ত যোগী পুরুষকে আমার অকিঞ্চিৎকর রূপের মোহে ভুলাইয়া বাগুরাবদ্ধ করিতে বৃথা প্রয়াস পাইয়াছি। ইহা কি সতী-ধর্ম্ম দিদি? এই কি পতিসেবা? আগে বুঝি নাই, আজ আমার চক্ষু ফুটিয়াছে, আজ সমস্ত বুঝিতেছি।”

জ্যেষ্ঠা কহিলেন,—“যদি ভগবানের কৃপায় তোমার চোখ্

ফুটিয়া থাকে, তুমি যদি এত দিনে সারতত্ত্ব বুঝিয়া থাক, তাহা হইলে আর ভয় কি ? নিশ্চিন্ত থাক, তোমার পরিণাম অবশ্যই শুভ হইবে।”

কনিষ্ঠা কহিলেন,—“দিদি, তুমি যতই বল, তুমি আমাকে যতই সান্ত্বনা দাও না কেন, যা দেখিয়াছি, তা মনে করিলেই আমার বুক কাঁপিয়া উঠে, আমি আর আমার থাকি না দিদি ; উঃ কি ভয়ানক মূর্ত্তি গো ! মহর্ষি আমাকে বরদান করিয়া যেই হোমগৃহে চলিয়া গেলেন, অমনি দুইটা ধূমার বর্ণ ভীষণ পুরুষ আমার সম্মুখে দাঁড়াইল ! মাটীতে উহাদিগের পা, মাথা উচু আকাশে ! উহারা মেঘের মত গর্জ্জন শব্দে ‘মা মা’ বলিতে বলিতে আমার নিকটে আসিল এবং চক্ষুর পলকে অতি সূক্ষ্ম শরীর ধরিয়া আমার বুকে যেন মিশিয়া গেল ! আমি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া রহিলাম, তুমি আসিয়া শেষে আমার মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিয়াছ। দেখ দিদি, কথাটা মনে করাতেই আমার শরীরের রোমগুলি কেমন খাড়া হইয়া উঠিয়াছে !”

জ্যেষ্ঠা বলিলেন,—“তুমি আর ওকথা মনেই আনিও না বোন ; আমি যদি সতী হই, আমি যদি কায়মনঃপ্রাণে পতিসেবা করিয়া থাকি, আমার কথা কখনও মিথ্যা হইবে না। আমি আশীর্ব্বাদ করি, তুমি ত্রিলোকজয়ী পুত্রের জননী হও। আমার পুত্রেরাও যেন তোমার পুত্রের কাছে খাট হইয়া থাকে।”

এই সময় কে ঘরের বাহির হইতে গভীরকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন —"তথাস্তু, সতীবাক্য অমোঘ ও অব্যর্থ!"

কনিষ্ঠা কণ্ঠস্বর শুনিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দাসীর মনস্কামনা পূর্ণ হইবে কি নাথ ?"

উত্তর হইল,—"অবশ্যই হইবে।" এই বলিতে বলিতে জটাজূটমণ্ডিত এক দীর্ঘকায় তেজস্বী পুরুষ সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ; এবং কনিষ্ঠার পানে সকরুণনেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন,—"প্রিয়তমে, অবশ্যই তোমার বাসনা পূর্ণ হইবে। যথাসময়ে তুমি যুগলপুত্র প্রসব করিবে। তোমার সেই পুত্রদ্বয় কালে ইন্দ্রকেও পরাস্ত করিয়া স্বর্গরাজ্য কাড়িয়া লইবে। কিন্তু তোমার এই সম্পদ্ ও বৈভব চিরস্থায়ী হইবে না। অবশেষে স্বয়ং ভগবান্, তোমার দুর্দ্দান্ত পুত্রদ্বয়ের বিনাশ সাধন করিয়া পৃথিবীর ভার লঘু করিবেন। তোমার পুত্রদ্বয়ও মুক্তিলাভে কৃতার্থ হইবে।" এই বলিয়া পুরুষ নীরব হইলেন।

কনিষ্ঠা কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার চরণতলে লোটাইয়া পড়িয়া গদ্‌গদস্বরে কহিলেন,—"প্রভো, স্বামিন্ তোমার চিরপদাশ্রিতা দাসীর প্রতি সদয় হও, এই পুত্র লাভরূপ নিদারুণ অভিশাপ হইতে আমাকে রক্ষা কর।" জ্যেষ্ঠাও তাঁহার পায়ে পড়িয়া প্রার্থনা করিলেন,—"দেব, অবোধ অবলার প্রতি প্রসন্ন হও,— এই কর, প্রভো, উহার পুত্রদ্বয় দুর্জ্জন না হইয়া সুজন হউক।" পুরুষ অধিকতর গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন—"আমি তোমাদিগের

কাহারও প্রতি কখনও অপ্রসন্ন নই। তোমরা যে প্রণয়পণে আমায় চিরতরে কিনিয়া রাখিয়াছ, ইহা ভুলিয়া যাইতেছ কেন? কিন্তু কি করি, নিজকৃত কর্ম্মফল অবশ্যই ফলিবে, কর্ম্মফলের অন্যথা করা বিধাতারও সাধ্য নহে।"

এই বলিয়া তিনি দুইজনকেই অতি আদরের সহিত হাতে ধরিয়া ভূমি হইতে উঠাইলেন এবং জ্যেষ্ঠার দিকে তাকাইয়া ধীরে ধীরে কহিলেন,—"তুমি যে আজি তোমার সপত্নী পুত্রকে তোমার আপন পুত্র হইতেও বড় হউক বলিয়া সরলচিত্তে আশীর্ব্বাদ করিলে, তোমার এই মহত্ত্বের ফল,—অক্ষয় সুখ, অপার আনন্দ। যাঁহারা পরের জন্য এরূপ ত্যাগ স্বীকার করিতে প্রস্তুত, যাহাদিগের প্রাণ পরের ভালর জন্য আপনাকে বঞ্চনা করিতে কুণ্ঠিত হয় না, স্বর্গের দেবতারাও তাহাদিগকে ভক্তি না করিয়া পারেন না। প্রিয়তমে, তুমি চিরদিনই নিঃস্বার্থ দয়া ও নিষ্কাম প্রেমের আদর্শস্থানীয়া; তুমি অনন্তকাল, দেবধামে দেবজননীরূপেই সম্মানিতা থাকিবে।"

জ্যেষ্ঠাকে এইরূপ বলিয়া তিনি কনিষ্ঠার দিকে মুখ ফিরাইলেন এবং তেমনি প্রিয়মুখে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন,—"প্রিয়তমে, তুমিও এই ভয় ও বিষাদের ভাব ত্যাগ করিয়া মনে শান্তি লাভ কর; প্রাণে প্রফুল্ল হও। যাহার যেমন সাধনা, তাহার তেমন সিদ্ধি। তুমি আজীবন ধনসম্পদ্ ও পদপ্রতিপত্তির উপাসনা করিয়াছ, তুমি তাহা পূর্ণমাত্রায় প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু এ সকল পৃথিবীর গণনায় মূল্যবৎ বস্তু হইলেও নিতান্ত নশ্বর ও ক্ষণস্থায়ী; উহা আজ আছে ত

কাল থাকিবে না ; কালে সমস্তই ভাঙ্গিয়া চূরিয়া অচিহ্ন হইয়া যাইবে। তথাপি তাহাতে শোক বা দুঃখ ভাবিও না। বিধাতার বিধান মঙ্গলময়, এই সত্যতত্ত্বে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া উহা মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিও,—বিধিপ্রদত্ত গরলকেও অমৃত বলিয়া জানিও, পরিণামে শুভ হইবে। আজি তোমার মনে অতীত জীবনের কৃতকর্ম্মের জন্য যে অনুশোচনার আগুন জ্বলিয়াছে, এ আগুন আর কখনও নিবিয়া যাইতে দিও না, উহা চির জ্বলন্ত রাখিয়া উহাতে একটি একটি করিয়া তোমার সমস্ত সুখ-লালসা ও ভোগ-বাসনাকে আহুতি দিতে থাক। অবশেষে তুমিও ভগবদ্ভক্ত পৌত্রের পুণ্যফলে ঊর্দ্ধতম পুণ্যলোকে শান্তিময় স্থান লাভ করিবে।"

এই বলিয়া সেই মহাপুরুষ যে পথে ঐ কক্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন, ধীরে ধীরে সেই পথে অদৃশ্য হইলেন। জ্যেষ্ঠা যুবতীও অস্তগমনোন্মুখ ভাস্করের পশ্চাদ্বর্ত্তী আলোক-রেখার মত সেই মহাপুরুষের অনুসরণ করিলেন। কনিষ্ঠা আর কোন কথা বলিতে পারিলেন না। আধ মোহাচ্ছন্ন অবস্থায় সেই সুসজ্জিত কক্ষে সোণার খাটে ঢলিয়া পড়িলেন।

তোমরা এই মহাপুরুষকে চিনিতে পারিলে কি ? ইনিই পুরাণ-বর্ণিত, ত্রিলোকপূজ্য সেই মহর্ষি কশ্যপ। জ্যেষ্ঠা যুবতী অদিতি, কনিষ্ঠা দিতি। অদিতি ও দিতি উভয়েই প্রজাপতি দক্ষরাজার কন্যা এবং মহর্ষি কশ্যপের ধর্ম্মপত্নী। অদিতির সন্তান ইন্দ্রাদি দেবসমাজ আর দিতির সন্তান দৈত্যদল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এই ঘটনার পরে অনেক বৎসর অতীত হইয়াছে। দিতি যমজ সন্তান প্রসব করিয়াছেন। পুত্রদ্বয়ের নাম হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু। তাঁহারা বলবীর্য্যে জগতে অদ্বিতীয় হইয়া উঠিয়াছেন। স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল তাঁহাদিগের অধীন। হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপুর নামে স্বর্গে ইন্দ্রের সিংহাসন কম্পিত হয়, পাতালে বাসুকির যোগভঙ্গ ঘটে ; তাঁহাদিগের বীরগর্ব্বে পৃথিবী টলটলায়মান। কনিষ্ঠ হিরণ্যকশিপু গৃহে থাকিয়া রাজ্য শাসন করেন, জ্যেষ্ঠ হিরণ্যাক্ষ একমাত্র ভুজবল ও গদার সাহায্যে দিগ্‌বিজয় করিয়া বেড়ান। বৈশ্বানর দানবের কন্যা উপদানবী হিরণ্যাক্ষের পত্নী। উপদানবী যেমন তেজস্বিনী, তেমনই দাম্ভিকা। তিনি সন্তাপন, বৃক ও কালনাভ প্রভৃতি সাতটি দুরন্ত বালকের জননী। কশিপু-পত্নী কয়াধু যেমন রূপে ভুবনমোহিনী, তেমনই স্নেহ, প্রীতি, দয়া ও ভক্তি ইত্যাদি কমনীয় গুণে আদর্শরূপিণী ; তাঁহার চরিত্র-মহিমায়, তাঁহার হৃদয়নিঃসৃত মধুর জোৎস্নায় দৈত্যকুল সমুজ্জ্বল। কয়াধু হ্রাদ, সংহ্রাদ ও অনুহ্রাদ এই তিন পুত্রের মা হইয়াছেন। দিতি এখন রাজমাতা, রাজরাজেশ্বরীর মত পূজাস্পদা। তিনি পুত্র, পুত্রবধূ ও পৌত্রাদি লইয়া পরমসুখে কাল যাপন করিতেছেন। কিন্তু এই সুখসম্পদের মধ্যেও সময় সময় পতির সেই ভবিষ্যদ্‌বাণী স্মরণ ও জগজ্জয়ী দুর্দ্দান্ত পুত্রদ্বয়ের দুর্ব্বৃত্তি দর্শনে

সন্তানবৎসলা দিতির প্রাণ মাঝে মাঝেই দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠে। তিনি অনেক সময়, পুত্রদ্বয়কে নির্জ্জনে ডাকিয়া আনিয়া শান্ত ও শিষ্ট জীবন যাপনের নিমিত্ত, মায়ের প্রাণে বহু উপদেশ দিয়া থাকেন ; কিন্তু সে উপদেশে তাঁহারা কর্ণপাতও করেন না। ভক্তি ও দয়াকে তাঁহারা স্ত্রীলোকের সম্পদ্ বলিয়া জানেন ; বীর-পুরুষের বীরপ্রাণে ঐরূপ দুর্ব্বলতার ঠাঁই নাই, ইহাই তাঁহাদিগের স্থির বিশ্বাস। জগৎকর্ত্তা জগদীশ্বর আবার কে ? তাঁহারা আপনাদিগকেই জগৎকর্ত্তা বলিয়া বুঝিয়া লইয়াছেন। পরকাল, পরলোক, পাপপুণ্য এ সকল অজ্ঞ ও ভীরুকে ভয় দেখাইবার একটা উৎকৃষ্ট কৌশল ভিন্ন আর কিছুই নহে ; চতুর লোকেরা এই সকলের নাম করিয়া সমাজে আপনাদিগের প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া থাকে ; দিতিনন্দন হিরণ্যাক্ষ ও হিরণ্যকশিপু অমন অদেখা অলীক অবস্তুর নামে ভয় পাইবেন কেন? জননীর সমস্ত উপদেশ ও কাতরোক্তি তাঁহারা হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন এবং বলিতেন,— "মা, তুমি কোন চিন্তা করিও না ; সাধনাবলে এবং পুরুষকার-মহিমায় এবং আপন মনের তেজে এমন কিছু নাই যাহা সিদ্ধ হইতে না পারে। আমরা কঠোর সাধনার ফলে অক্ষয় ও অমর হইয়া থাকিব। মা তুমি অন্তঃপুরে নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া আমাদিগের হস্তগত ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্য ভোগ কর।"

এইরূপ গর্ব্বিতবাক্যে জননীকে প্রবোধ দিয়া ভ্রাতৃদ্বয় চারিদিকে ভয়ের রাজ্য বিস্তার করিতে লাগিলেন। হিরণ্যাক্ষের

পত্নী ভোগ সুখ ও বিলাসামোদে উন্মাদিনী, একমাত্র বধূ কয়াধুই দিতির মনোগত নিভৃত দুঃখের অংশভাগিনী। কয়াধু সর্ব্বদা শাশুড়ীর কাছে কাছে থাকিয়া তাঁহার সেবাশুশ্রূষা করেন এবং সময় সময়, তাঁহারই ন্যায়, ভবিষ্যৎ ভাবিয়া চক্ষে অন্ধকার দেখেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দিতির মনে যে ভয় ও আশঙ্কা ছিল, একে একে তাহাই ফলিতে আরম্ভ করিল। বড় পুত্র হিরণ্যাক্ষ দিগ্‌বিজয়ে গিয়াছিলেন, আর ফিরিয়া আসিলেন না। নারায়ণ বরাহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া হিরণ্যাক্ষকে বধ করিয়াছেন, অকস্মাৎ বজ্রপাতের ন্যায়, এই মর্ম্মান্তিক দুঃসংবাদ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিয়া মর্ম্মভেদ করিল। তিনি এক পুত্রহারা হইয়া শোকে শয্যা লইলেন। উপদানবী বিধবা, সন্তাপন ও বৃক প্রভৃতি পিতৃহীন হইল। হিরণ্যকশিপু ভ্রাতৃশোকে অধীর হইয়া, বরাহরূপী নারায়ণের রক্তে ভ্রাতৃবধূর নয়ন জল ধুইয়া ফেলিবেন, প্রতিজ্ঞা করিলেন। তাঁহার মত জগজ্জয়ী বীরের পক্ষেও যে এ প্রতিজ্ঞা পালন সহজসাধ্য নহে, তিনি ইহা জানিতেন; অতএব তাঁহাকে রাজধানী ও রাজ্য ছাড়িয়া ঐ কঠিন কর্ম্মের উপযোগী শক্তিলাভ ও উপায় অবধারণার্থ নির্জ্জন বনের আশ্রয় লইতে হইল। রাজ্যরক্ষার ভার অন্য দৈত্য

দিগের হস্তে ন্যস্ত রহিল। দিনের পর দিন চলিয়া যাইতে লাগিল, হিরণ্যকশিপু কোথায় আছেন, কেহই তাহা জানিতে পারিল না।

দেবরাজ ইন্দ্র এই সুযোগে দেবসৈন্য সংগ্রহ করিয়া দৈত্য রাজধানী আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধে দৈত্যদল পরাস্ত হইল। ইন্দ্র দৈত্যপুরী লুণ্ঠন করিয়া মনের আক্রোশ মিটাইলেন। দৈত্যরাজ্য ছিন্নভিন্ন ও ছারখার হইয়া গেল।

দেবরাজ জয়লাভে আনন্দিত। সুরলোকে ঘরে ঘরে আনন্দ-উৎসব চলিতেছে। মহর্ষি নারদ এই সময় ইন্দ্রপুরীতে উপস্থিত হইলেন। দেবরাজ তাঁহাকে সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করিয়া আসন প্রদান করিলেন। ঋষি আসনে উপবিষ্ট হইয়া দেবরাজকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক কহিলেন,—"দেবরাজ, আজ আপনি দানবজয়ে উল্লসিত; কিন্তু এই বিজয়ের পরিণাম একবার চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন কি? হিরণ্যকশিপু এখনও জীবিত আছে, সে মহাসাধনায় ব্যাপৃত। একদিন সিদ্ধিলাভ করিয়া সে নিশ্চিতই তাহার রাজধানীতে ফিরিয়া আসিবে, তখন সেই দৈত্যের গ্রাস হইতে স্বর্গরক্ষার কোন উপায় চিন্তা করা হইয়াছে কি? দৈত্যবধূ কয়াধু বন্দিনী; এই অপমানের প্রতিশোধ লইবার নিমিত্ত কশিপু যখন ক্রোধভরে গর্জ্জিয়া আসিবে, তখন বজ্রবিদ্যুৎও তাঁহাকে বিমুখ করিতে সমর্থ হইবে কি না সন্দেহ।"

ইন্দ্র একটু অপ্রতিভ হইয়া উত্তর করিলেন—"মহর্ষে, কয়াধু বন্দিনী বটে, কিন্তু তাঁহার প্রতি কোনরূপ অন্যায় আচরণ করা হয়

নাই। তিনি দেবলোকে দেবরমণীর মতই সসম্মানে আছেন। কয়াধু গর্ভবতী। তাহার গর্ভস্থ সন্তান যদি পুত্র হয়, তাহা হইলে সেই পুত্রই শত্রুপুত্র বলিয়া আমাদিগের শত্রু। সেই শত্রুর অঙ্কুরে বিনাশ-সাধন উদ্দেশ্যেই কয়াধুকে আবদ্ধ রাখা হইয়াছে। প্রসবের পরই তাঁহাকে দৈত্যরাজধানীতে পাঠাইয়া দেওয়া যাইবে। কয়াধুর মত সাধ্বী সতী, শত্রুরমণী হইলেও সর্ব্বথা দেবলোকের রক্ষণীয়া।”

নারদ বলিলেন,—“দেবরাজের এই উক্তিতে আমি প্রীতিলাভ করিতে পারিলাম না। গর্ভস্থ শিশুর প্রতি এমন ভাবপোষণ, দেবরাজের যোগ্য নহে। যা হউক, এতেও দেবরাজের গুরুতর ভ্রম ঘটিয়াছে। আমি যোগবলে জানিতে পারিয়াছি, কয়াধুর গর্ভে মহাভক্তের অধিষ্ঠান হইয়াছে, এ হরিভক্তকে বধ করা কাহারও সাধ্য নহে। কিন্তু আপনার দেবশক্তি এবং বজ্রেরও যাহা অসাধ্য, এই ক্ষুদ্রকায় শিশু হইতে একদিন তাহা সিদ্ধ হইবে; দেবলোকের দৈত্যভয় সমূলে উৎপাটিত হইয়া যাইবে, দৈত্যকুলও ধন্য হইবে। অতএব আপনি, এই শিশুহত্যার অভিপ্রায় ত্যাগ করিয়া কয়াধুকে এখনই কারামুক্ত করুন।” দেবরাজ নিতান্ত লজ্জিত হইলেন এবং আর কোন বাক্য ব্যয় না করিয়া কয়াধুকে নারদের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

নারদ বলিলেন,—“মা, আমার সঙ্গে এস, যাবৎ দৈত্যরাজ সিদ্ধি লাভ করিয়া গৃহে ফিরিয়া না আসেন, তাবৎ তুমি আমার

মার মত আমার আশ্রমে থাকিবে। তুমি তোমার জীবন ও গর্ভ যত্নে রক্ষা কর; তোমার এই গর্ভস্থ শিশুই একদিন তোমার ইহকাল ও পরকালের সমস্ত দুঃখ দূর করিয়া দিবে। বর্ত্তমান দুরবস্থা হেতু তুমি গর্ভস্থ সন্তানের প্রতি কখনও উদাসীন হইও না মা।" এই বলিয়া ঋষি আশ্রম অভিমুখে চলিলেন, কয়াধুও কারামোচনে চিত্তে একটু আশ্বস্ত হইয়া ঋষির অনুসরণ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

নিবিড় বন; গভীর রাত্রি, ঘোর অন্ধকার; কোন দিকে মানুষের সাড়া শব্দ নাই; সমস্ত নীরব ও নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে পেঁচার বিকট শব্দ শুনা যাইতেছে; কখন কখন বাঘ, ভালুক বা সিংহের গর্জ্জনে বনভূমি আলোড়িত হইতেছে। এহেন সময়ে, এই ঘোর অন্ধকারে, বনমধ্যস্থ এক নির্জ্জন কুটীরে যোগাসনে বিরাট্ পুরুষ ধ্যানস্থ হইয়া আছেন; দেখিলে মনে লয় যেন, একটি নীল পর্ব্বত ধীরে ধীরে ভূমিভেদ পূর্ব্বক ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতেছে। ধ্যানস্থ ব্যক্তি সহসা বিকৃতমুখে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া আপনা আপনি বলিয়া উঠিলেন,—"এত কঠোর করিয়াও বাসনাপূর্ণ হইল না,—অমর হইবার সন্ধান জানিতে পারিলাম না। কি কৌশলে শরীরকে চিরদিন অভগ্ন ও অক্ষয় করিয়া রাখা যায়, শতগবেষণা এবং সাধনায়ও সে জ্ঞানলাভ হইল না। তবে আর

এ ছার জীবনে প্রয়োজন কি ? এই অবস্থায় অনাহারেই প্রাণত্যাগ করিব।” এই সময় অন্য আর একটি কণ্ঠে এই প্রবোধবাক্য উচ্চারিত হইল,—“বৎস, বৃথা পরিতাপ করিতেছ কেন ? তুমি অমর নয়ত কি ? তোমার বিনাশ বা বিলয়—অসম্ভব কথা !”

প্রথম বক্তা মানুষের কণ্ঠস্বর শুনিয়াই চমকিয়া উঠিলেন, এবং পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিলেন,—শুক্রাচার্য্য দণ্ডায়মান। তিনি অমনি ঋষির পদধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া কহিলেন,—“গুরুদেব, আপনি এখানে !” ঋষি বলিলেন,—“তোমারই সন্ধানে আসিয়াছি এবং যোগবলে সমস্ত তত্ত্ব অবগত হইয়াছি। বুঝিয়াছি, তুমি অমর। মনুষ্য, দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, এমন কি সৃষ্টিতে এমন কোন জীব নাই, যাহার হাতে তোমার বিনাশ হইতে পারে ; কোন রোগ তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না ; কিবা দিবা কিবা নিশায়, কিবা জলে কি ভূতলে, কিবা শাস্ত্রে কি অনলে, তোমার বিলয় বা বিকৃতি ঘটিতে পারে না ; তুমি অজড়, অক্ষয় ও অমর ; তবে আর কেন ? বৎস কশিপু, তোমার ইষ্ট সিদ্ধ হইবে, তুমি গৃহে গমন কর।”

কশিপু কহিলেন, “আমার ইষ্টসিদ্ধি হইবে কিরূপে বুঝিব ? এই নির্জ্জন বনে দীর্ঘকাল অনন্যকর্ম্মা হইয়া বিজ্ঞানের গূঢ়তত্ত্ব লইয়া ব্যাপৃত আছি। জ্ঞানগুরু বহু ঋষি ও মহর্ষির শিষ্যরূপে বহু গবেষণা ও তত্ত্বানুসন্ধান করিয়াছি। বুঝিয়াছি, জগতে কোন বস্তুর নাশ নাই, কিন্তু অবস্থাপরিবর্ত্তন নিত্য হইতেছে ও হইবে। কিরূপে এই শরীর চিরদিন এমনই অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারা যায়

কোন সাধনায়, তাহার কোনই পথ পাইলাম না। তবে আর আশা কোথায় ?” শুক্রাচার্য্য কহিলেন,—“বৎস, তুমি গুরুবাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া প্রাণে আশ্বস্ত হও ; আমি দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছি, ভবিষ্যলিপির কোন ছত্রে তোমার বিনাশ আছে, এমন কথা লিখিত হয় নাই। কশিপু বলিলেন,—“আমি বৈরনির্য্যাতনে সমর্থ হইব কি দেব ?” শুক্রচার্য্য কহিলেন,—“একদিন তুমি সমস্ত বৈরনির্য্যাতন পূর্ব্বক বহু উর্দ্ধে আরোহণ করিবে। আমার কথা রাখ, আর এ কঠোর তপস্যা বা গবেষণার প্রয়োজন নাই। তোমা বিহনে দৈত্যরাজ্য ছিন্ন ভিন্ন ও ছারখার হইয়া যাইতেছে। তোমার জননী শয্যায় পড়িয়া হাহাকার করিতেছেন। দৈত্যকুলের রাজলক্ষ্মী রাণী কয়াধু শিশু রাজকুমারদিগকে লইয়া বিপন্ন। তাই বলি আর বিলম্ব করিও না ; বন-বাস-ব্রত শেষ করিয়া সত্বর গৃহে গমন কর।”

কশিপু ক্ষণকাল নীরব হইয়া রহিলেন, তৎপর ধীর ও স্থিরভাবে কহিলেন,—“আপনিও যখন আমাকে অমর জ্ঞান করিতেছেন ; তখন অবশ্যই আমার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, আপনি আগে গৃহাভিমুখে গমন করুন, আমি আপনার পশ্চাৎ অনুসরণ করিতেছি।” শুক্রাচার্য্য কহিলেন,—“আমি এক্ষণ গৃহে গমন করিব না ; তোমার ও দৈত্যরাজ্যের মঙ্গলকামনায়, তোমারই এই আশ্রমে থাকিয়া কঠোর তপস্যা করিব, স্থির করিয়াছি ;” মনে মনে ভাবিলেন,—“ঈশ্বরদ্বেষা জড়বাদী মূর্খপুত্র ষণ্ডামার্কের

সহিত একত্র গৃহবাস আমার পক্ষে কিছুতেই আর সম্ভবপর নহে, অবশিষ্ট জীবন এই অরণ্যের অন্ধকারেই অতিবাহিত হইবে।”

কশিপু গুরুবাক্যে আশ্বস্ত হইয়া পুনরপি গুরুর পদধূলি গ্রহণ করিলেন। গুরু বলিলেন,—“বৎস একটি কথা স্মরণ রাখিও, তুমি ভগবানে ভক্তিহীন হইয়া দৈত্যকুলের অধঃপাত ঘটাইও না। নারায়ণের প্রতি দ্বেষ ভাব ত্যাগ করিয়া চিত্তে শান্তি লাভ কর।”

কশিপু প্রকাশ্যে কোন উত্তর করিলেন না, মনে মনে কহিলেন, —“দাদা হিরণ্যাক্ষের মৃত্যুতে প্রাণে যে আঘাত পাইয়াছি, হৃদয়ে যে আগুন জ্বলিয়াছে, বিষ্ণুর শোণিত ভিন্ন আর কিছুতে যে সে আগুন নিবিবে না, ব্রাহ্মণ, তুমি তাহা বুঝিতে অক্ষম। দৈত্যের তেজোবীর্য্য কি পদার্থ, ফলমূলভোজী ব্রাহ্মণের পক্ষে তাহা হৃদয়ঙ্গম করা কিছুতেই সম্ভবপর নহে।”

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এই ঘটনার পরে যথাসময়ে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, প্রকৃতই দৈত্যরাজ্য ছিন্ন ভিন্ন, রাজকুমারগণ অযত্নরক্ষিত ও অসহায়; জননী দিতি শয্যাশায়িনী এবং রাণী কয়াধু দীনা, ক্ষীণা ও মলিনা। দেবতার দৌরাত্ম্যে এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে বুঝিয়া, কশিপু একবার আরক্তনয়নে দেবলোকের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

কিন্তু রাণী কয়াধুর ক্রোড়ে প্রহ্লাদকে দেখিয়া শোক, ক্রোধ ও ক্লেশ ক্ষণকালের জন্য এসকলের কিছুই যেন আর তাঁহার মনে স্থান পাইল না, তিনি মুগ্ধনেত্রে শিশুর মুখপানে তাকাইয়া রহিলেন।

হিরণ্যকশিপুর তপস্যায় গমনসময়ে, রাণী কয়াধু অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন; প্রহ্লাদ সেই গর্ভের সন্তান, দৈত্যরাজ দৃষ্টিমাত্রেই ইহা বুঝিতে পাইয়া প্রহ্লাদকে স্নেহভরে কোলে তুলিয়া লইয়া বারংবার উহার মুখচুম্বন করিলেন! হ্রাদ জ্যেষ্ঠ, সংহ্রাদ দ্বিতীয়, অনুহ্রাদ তৃতীয় এবং প্রহ্লাদ সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্র। প্রহ্লাদ এক্ষণ পাঁচ বৎসরের বালক। প্রহ্লাদের কমনীয় মূর্ত্তি, মৃদুমধুর প্রকৃতি ও মধুমাখা কথা সকলেরই প্রাণ কাড়িয়া লয়, পিতা মাতা সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি? দৈত্যরাজ, প্রহ্লাদকে পাইয়া প্রশান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিলেন, তাঁহার হৃদয় মন আপনি যেন সুধারসে অভিষিক্ত হইয়া উঠিল। কয়েকদিন এই ভাবে অতিবাহিত হইয়া গেল। কিন্তু শিশু প্রহ্লাদের এই মধুরবাৎসল্যভাব দানবরাজের হৃদয়ের উপর স্থায়িরূপে কার্য্য করিতে পারিল না, দুই দিন পরেই প্রতিহিংসার প্রবৃত্তি আবার প্রবল হইয়া উঠিল, তিনি দেবলোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। দেবগণ দানবের ভীমবিক্রম সহ্য করিতে পারিলেন না। ইন্দ্রের বজ্র, যমের যমদণ্ড, বরুণের পাশ প্রভৃতি দেব অস্ত্র সমস্ত ব্যর্থ হইয়া গেল। দেবগণ দানবদৌরাত্ম্যে স্বর্গ ছাড়িয়া প্রথম মর্ত্ত্যলোকে, পরে মর্ত্ত্য ছাড়িয়া রসাতলে লুক্কায়িত হইলেন।

এইরূপে কশিপু স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতালের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইয়া বরাহমূর্ত্তি নারায়ণ ও তাহার বৈকুণ্ঠ কোথায়, তাহারই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু কোন স্থানেই এ দুইয়ের কোন সন্ধান বা সূত্রই খুঁজিয়া পাইলেন না; অবশেষে সিদ্ধান্ত করিলেন,—"বরাহটা ভয় পাইয়া হয় ত কোন্ স্থানের কোন্ গহনবনে লুকাইয়া রহিয়াছে, অথবা এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে কোথায় কোন্ শিকারীর হাতে পড়িয়া মারা গিয়াছে। কৃষ্ণ, বিষ্ণু, হরি ও নারায়ণ এসকল ভূয়া নাম মাত্র, বৈকুণ্ঠ সম্বন্ধেও ঐ কথা; বৈকুণ্ঠ নামে কোন স্থান ও নারায়ণ নামে কোন ব্যক্তি যদি প্রকৃতপ্রস্তাবে থাকিত, তাহা হইলে, এই তিন লোকের কোন না কোন স্থানে ঐ সকলের কোন না কোন সন্ধান অবশ্যই পাওয়া যাইত। বস্তুতঃ, নারায়ণ বা হরির কোনই অস্তিত্ব নাই। দাদা অসতর্কভাবে থাকাকালে সম্ভবতঃ কোন বন্য শূকর কর্ত্তৃক হঠাৎ আক্রান্ত হইয়া মারা পড়িয়াছেন। শুনিয়াছি, হিরণ্যাক্ষের নিহন্তা সর্ব্বাবয়বে শূকর নহে,—আকৃতি মানুষের মুখ শূকরের। এমনও হওয়া বিচিত্র নহে যে, হরি নামে কোন দুর্ব্বৃত্ত দেবাধম, ইন্দ্রের অনুচর বা সহচররূপে শূকরের মুখস পরিধান করিয়া এই দুষ্কার্য্য করিয়াছে। স্বয়ং জগদীশ্বর নারায়ণ বরাহমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, তাঁহাকে নিহত করিয়াছেন, এ নিতান্তই একটা অলীক উপন্যাস, অসম্ভব কথা অথবা পাগলের প্রলাপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। ধিক্ আমাকে!

আমি এই গল্পে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করিতেছি, বৃথা পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছি।”

হিরণ্যকশিপু এই সিদ্ধান্ত করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু গৃহে আসিয়াও শান্তি লাভ করিতে পারিলেন না। ইন্দ্রের অনুচর দেবাধম মায়াবী হরি বৈকুণ্ঠের কর্ত্তা জগদীশ্বর নামে আপনাকে ঘোষণা পূর্ব্বক একটা বজুরগু বা ভেল্‌কী দেখাইয়া লোকসমাজের মনে অদ্বিতীয় আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে; এই ভেল্‌কী ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। এইহেতু নারায়ণ, বিষ্ণু ও হরিনামের প্রতি তাঁহার নিদারুণ বিদ্বেষ, ভক্তি ও ভক্ত তাঁহার চুচক্ষের বিষ, ভক্তির কথা তাঁহার শ্রবণপথে হলাহল স্বরূপ হইল, তিনি ভক্ত ও ভক্তিধর্ম্মের মূল উৎপাটনে সঙ্কল্পবদ্ধ হইলেন। সর্ব্বত্র ঘোষণা করা হইল;—“দৈত্যরাজ কশিপু স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল জয় করিয়া আসিয়াছেন। কশিপু ভিন্ন জগতের আর অন্য কর্ত্তা বা ঈশ্বর নাই। বিষ্ণু, হরি বা নারায়ণ ইত্যাদি মিথ্যা বস্তুকে, কল্পনাবলে জগদীশ্বর মনে করিয়া লইয়া আর কেহ উহার অর্চ্চনা করিতে পারিবে না। প্রত্যক্ষ ঈশ্বর হিরণ্যকশিপুকে ছাড়িয়া যে ব্যক্তি অন্য অদৃশ্য ঈশ্বরের আরাধনা করিবে, সে রাজদ্রোহিরূপে গণ্য ও দণ্ডপ্রাপ্ত হইবে। হরি, নারায়ণ বা বিষ্ণু প্রভৃতির পূজা করা দূরে থাকুক, কেহ ঐ সকল নাম মুখে আনিলেও তাহার জিহ্বা কাটিয়া ফেলান যাইবে।”

এই ঘোষণা প্রচারিত হইলেই, উহা কার্য্যে পরিণত করিবার

নিমিত্ত দৈত্যগণ দলে দলে সাক্ষাৎ যমকিঙ্করের ন্যায় ভীষণ মূর্ত্তিতে বহির্গত হইল। কশিপুর প্রিয়তম মন্ত্রী নিষ্ঠুরস্বভাব ও ক্রূরবুদ্ধি দুর্ম্মদের মন্ত্রণা, সেনাপতি দেবদলনের কর্ম্মকৌশল এবং শুক্রাচার্য্যের পুত্রদ্বয় অর্থলুব্ধ ষণ্ডামার্কের ব্যবস্থা অনুসারে সর্ব্বত্র এই নূতন ধর্ম্ম প্রচারিত হইতে লাগিল। কত বিষ্ণুমন্দির ভগ্ন, কত হরিমূর্ত্তি চূর্ণীকৃত হইল ; অসংখ্য ভক্তের রসনা ও শিরশ্ছেদ হইয়া গেল ; অনেকের কারাবাস ও নির্ব্বাসন-দণ্ড হইল ; চতুর্দ্দিকে ঘোর হাহাকার ধ্বনি উঠিল। পৃথিবী দানবদৌরাত্ম্যে ক্রমেই যেন একটা ভক্তিহীন নীরস মরুভূমিতে পরিণত হইতে চলিল !

কশিপু এইরূপে ভক্তিধর্ম্মের বিলোপসাধনে ব্রতী হইয়া দ্বিগুণ গর্ব্বিত এবং জীবলোকের একান্ত ভয়াবহ ও দেবলোকের অধিকতর দুঃসহ হইয়া উঠিলেন। জননী দিতি ত্রিলোকজয়ী পুত্রের অপার ঐশ্বর্য্যে বিলসিত রহিয়া পতির ভবিষ্যদ্‌বাণী, একপ্রকার বিস্মৃত হইলেন। কিন্তু কোমলস্বভাবা পত্নী কয়াধু পতির এই ভাব দর্শন করিয়া মনের লুকান ভয় ও ভাবনায় দিন দিন জীর্ণশীর্ণ হইতে লাগিলেন। হ্রাদ, অনুহ্রাদ প্রভৃতি অন্য তিন পুত্রের জন্য তাঁহার মনে কোন আশঙ্কা হয় নাই ; কারণ, তাহারা আপনা হইতেই পিতৃপথের অনুসরণ করিতেছিল ; তাঁহার ভাবনার বিষয়—কনিষ্ঠ পুত্র প্রহ্লাদ। প্রহ্লাদ সমান বয়সের সকল বালককেই ভালবাসে, তাহারাও প্রহ্লাদকে পাইলে আহ্লাদে অধীর হইয়া উঠে ; কিন্তু তথাপি সে যেন একাকী

থাকিতে পারিলেই একটু বেসী আরাম বোধ করে। প্রহ্লাদ শিশুদিগের সহিত মনের আনন্দে খেলা করিতে করিতে হঠাৎ তাহাদিগকে ছাড়িয়া কোন নির্জ্জন স্থানে চলিয়া যায়, কখন পথের ধূলি তুলিয়া গায় মাখে, কখন কখন বা স্থিরভাবে মাটিতে বসিয়া কি চিন্তা করে, কোন সময় শূন্যের দিকে চাহিয়া কাহার সহিত যেন কি কথা কহে এবং কথা কহিতে কহিতে তাহার ঢল ঢল চোখ দুইটি ছল ছল হইয়া উঠে ও দর দর ধারায় জল পড়িতে থাকে। এসময় কেহ নিকটে আসিলেই শিশু কেমন একটু জড়সর হইয়া উঠিয়া দাঁড়ায় এবং মনের কথা লুকাইয়া রাখিয়া খেলা ও খেলার সাথীদিগের কথা বলিতে আরম্ভ করে। প্রহ্লাদ পিতাকে ভালবাসে এবং অন্য সকল ভাই অপেক্ষা তাঁহাকে অধিকতর ভক্তি করে সত্য, কিন্তু তাঁহার কাছে বড় একটা ঘেঁষিতে চাহে না। মাতা কয়াধুও তাহাকে তাহার পিতার নিকট হইতে একটু দূবে দূরে সরাইয়া রাখিতে পারিলেই যেন চিত্তে একটু শান্তি অনুভব করেন এবং অধিকতর নিশ্চিন্ত থাকেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বেলা প্রায় দেড় প্রহর হইয়াছে। গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রে গাছপালা মাটি, এমন কি,বাতাসটুকু পর্য্যন্ত তপ্ত হইয়া উঠিতেছে। এইসময় একটি;রমণী ঘর্ম্মাক্তকলেবরে বৎসহারা গাভীর ন্যায়,

দৈত্যরাজের অন্তঃপুর-উদ্যানের মধ্যে ছুটিয়া আসিলেন এবং ধূলি বালিমাখা গাছের ছায়ায় মাটিতে উপবিষ্ট একটি বালককে দেখিয়া কহিলেন,—"কি বাছা, তুই এইখানে চুপ করিয়া বসিয়া আছিস্, আর আমি প্রহ্লাদ প্রহ্লাদ বলিয়া ডাকিয়া ডাকিয়া সমস্ত পুরী তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতেছি! তোর কি ক্ষুধা তৃষ্ণাও নাই? এত বেলা হইল,জলটুকুও মুখে দাও নাই, আহা মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছে; এখানে একাকী বসিয়া কি করিতেছ বাপ?"

কণ্ঠস্বর শুনিয়াই বালক তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল এবং তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল,—"না মা, একাকী নহে, একাকী কেন থাকিব? যিনি সকল সময় আমার সাথে সাথে থাকেন, তোমা অপেক্ষাও মা তোমার প্রহ্লাদকে যিনি বেসী ভালবাসেন,আমার সেই সাথের সাথীইত এতক্ষণ আমার কাছে ছিলেন। তাঁর দেখা পাইলে, আমার আর কারও কথা মনে থাকে না মা, ক্ষুধাতৃষ্ণাও ভুলিয়া যাই।"

রাণী প্রহ্লাদের গায়ের ধূলি মাটি পুছিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া একটা গাছের ছায়ায় যাইয়া বসিলেন এবং কহিলেন "কৈ বাছা,আমি এখানে আসিয়াত আর কাহাকেও নিকটে দেখিতে পাইলাম না, কেবল তোকেই দেখিলাম, তোর সেই সাথের সাথী তবে কোথায়?"

"তুমি যেই আসিলে, তিনি অমনি কোন্ পথে চলিয়া গেলেন। অন্য কেহ আমার কাছে আসিলে আর তিনি থাকেন না। একা

থাকিলে তাঁহার দেখা পাই বলিয়াইত মা আমি একা থাকিতে এত ভালবাসি।" এই বলিয়া প্রহ্লাদ মায়ের মুখপানে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। মা বলিলেন,—"একি, এমন করিয়া চাহিয়া কি দেখিতেছ বাছা ?" প্রহ্লাদ বলিল,—"দেখিতেছি তোমাকে, কিন্তু মা তোমা অপেক্ষাও তিনি অনেক বেসী সুন্দর।" মা বলিলেন,—"তুমি সর্ব্বদা যার এইরূপ দেখা পাও, আমি তাকে কখনও দেখিতে পাইব কি ?" প্রহ্লাদ বলিল,—"আমি একদিন বলিয়াছিলাম, ঠাকুর, তোমাকে আর আমার মাকে একঠাঁই এক সময়ে দেখিতে আমার বড়ই ইচ্ছা হইতেছে। তিনি হাসিয়া বলিলেন,—"একদিন তোমার এ সাধ পূরাইব, কিন্তু এখন নয়।" মা বলিলেন,—"তোমার এই ঠাকুরের দেখা পাইলে আমার কথাও কি ভুলিয়া যাও বাপ ?" প্রহ্লাদ বলিল,—"না মা, আর সকলকে ভুলি, তোমাকে ভুলিতে পারি না। তাঁহার স্নেহ ও ভালবাসা কতকটা তোমারই স্নেহ ও ভালবাসার মত, কিন্তু তোমার ভালবাসা অপেক্ষাও পরিমাণে অনেক বেসী। তাই আমি যখন তাঁর দেখা পাই, তখন তোমার কথাই আমার আগে মনে পড়ে, আবার যখন তোমার কাছে থাকি, তখন আবার সেই হরিই আমার প্রাণে জাগিয়া উঠেন। আমি যখন মা মা বলিয়া তোকে ডাকি, তখন হরিই যেন আমার কানে কানে বলেন,—"এই ত আমি, আমিই তোর মা।" এই মিঠা কথাটি মাত্র তখন কানে শুনি, কিন্তু তখন চোখে তাঁহাকে দেখিতে পাই না।"

রাণী প্রহ্লাদের মুখে হরিনাম শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন এবং ত্রস্তব্যস্তভাবে তাহার মুখ চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন,—"সাবধান, সাবধান এ নাম মুখে আনিস্ না বাছা। তোর পিতার কথা কি ভুলিয়া গেলি বাপ? আমিত তোকে কতবার নিষেধ করিয়াছি। আবারও বলি ওনাম মুখে আনিও না।"

প্রহ্লাদ বলিল,—"বাবার কাছে আমি কখনও হরিনাম করি নাই। তোমার কাছে করিতে দোষ কি মা? মনে মনেও কি হরিনাম করিব না?" রাণী উত্তর করিলেন,—"তোমার অমন গুরুজন, সাক্ষাৎ দেবতাস্বরূপ পিতার যখন ওনামে অত বিদ্বেষ, তখন তোমার পক্ষে উহা ভুলিয়া যাওয়াই ভাল।"

প্রহ্লাদ একটু উত্তেজিতকণ্ঠে বলিল,—"না মা, না মা, তা পারিব না। মা তোমার এ আজ্ঞা পালন করিতে তোমার প্রহ্লাদ নিতান্তই অক্ষম। আমার শরীর, আমার এ মুখ ও জিহ্বা তোমার ও পিতার, কিন্তু আমার মন ও প্রাণত মা তোমাদিগের কাছে পাই নাই। আমার প্রাণ ও মনের কর্ত্তা সেই হরি। তোমার আদেশ ও পিতার কথা মনে করিয়া, যদি পারি মুখে হরিনাম করিব না। কিন্তু আমার বুকের ভিতর হইতে মন যে, কাহারও কথা না শুনিয়া দিবানিশি 'হরিবোল হরিবোল' বলিয়া নাচিয়া বেড়ায়। আমি আমার সেই হরিবলা মনকে কিরূপে বারণ করিব? ওনাম ভুলিলে, আমি যেন আর আমিই থাকি না মা।"

রাণী কয়াধু প্রহ্লাদের এই সকল কথা শুনিয়া, শিশুর এমন

জ্ঞান কোথা হইতে আসিল ভাবিয়া অবাক হইলেন, এবং প্রহ্লাদের মুখপানে একদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন; তাঁহার নয়নযুগল হইতে দুইটি জলধারা গণ্ডে গড়াইয়া পড়িল। তিনি অতঃপর গলে অঞ্চল দিয়া ঊর্দ্ধনয়নে করপুটে প্রণাম করিলেন এবং গদ্‌গদস্বরে কহিলেন, "তোমার নামে পাগল এ অবোধ শিশুকে তুমিই রক্ষা করো হরি।" প্রহ্লাদ আহ্লাদে ডগমগ হইয়া কহিল,—"মা, আর একবার, আর একবার অমান করিয়া হরি বল মা। আহা তোমার মুখে ও নামটি কতই মিষ্ট শুনায়, মধুমাখা নামটি যেন আরও কত মধুর হইয়া উঠে; আবার একবার হরি বল মা প্রাণ ভরিয়া শুনি।" কয়াধু ইহার পরে পুত্র প্রহ্লাদের সহিত মৃদু-মৃদু-স্বরে হরিনাম করিতে করিতে কেমন একপ্রকার আত্মহারার ন্যায় হইয়া পড়িলেন, গ্রীষ্মের জ্বালা, সেই অত্যধিক বেলা বা প্রহ্লাদের ক্ষুধা তৃষ্ণা ইহার কিছুই আর তখন তাঁহার মনে স্থান পাইল না।

মাতা পুত্র এইরূপে ব্যাপৃত আছেন, এই সময় সেই স্থানে স্বয়ং দৈত্যরাজ কশিপু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি রাণী কয়াধু ও পুত্র প্রহ্লাদকে সেই অবস্থায় তরুতলে উপবিষ্ট দেখিয়া ঈষৎ বিরক্ত হইলেন এবং একটু ব্যঙ্গভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ সময় এ নির্জ্জন স্থানে কেন? এখানে মাতাপুত্রে মিলিয়া কি করা হইতেছে? তুমিও প্রহ্লাদের সঙ্গে ধূলি খেলা অভ্যাস করিতেছ কি রাণি?" রাণী উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং একটু অপ্রতিভভাবে উত্তর করিলেন,—"কিছুই করিতেছি না, প্রহ্লাদ এই উদ্যানে

আসিয়া খেলা করিতে ভাল বাসে। এত বেলা হইল, বাছা খেলা ছাড়িয়া ঘরে যায় নাই, তাই ওকে লইয়া যাইতে আসিয়াছি।"

কশিপু কহিলেন,—"আমিও প্রহ্লাদের এই খেলা,—এই শৈশব-উৎসব ভাঙ্গিয়া দিবার কল্পনায়ই তোমার অন্বেষণে উদ্যানে আসিয়া পড়িয়াছি। প্রহ্লাদ তোমার প্রাণাধিক, আমিও উহাকে তেমনি ভালবাসি, উহার বুদ্ধি ও নম্র স্বভাবে আমিও মুগ্ধ হইয়াছি। আমার কনিষ্ঠ পুত্র প্রহ্লাদ দৈত্যকুলের উজ্জ্বলতম মণি। কিন্তু রাণি, তোমার আবদারে ও আমার অবহেলায় এ শিশুর পরকাল নষ্ট হইতেছে। আমাদিগের কুলোচিত শিক্ষাদীক্ষা ইহার কিছুই হইতেছে না। আর খেলা করিয়া সময় কাটাইলে চলিবে না। শিশুকালই জ্ঞানার্জ্জনের সময়, সেই শৈশব অতীতপ্রায়। অতএব অদ্যই আমি প্রহ্লাদকে উপযুক্ত শিক্ষালাভার্থ গুরুগৃহে পাঠাইবার সঙ্কল্প করিয়াছি। আচার্য্য ষণ্ডামার্ক অন্তঃপুরে উপস্থিত হইয়াছেন। তুমি সত্বরে উহার গুরুগৃহে গমনের উপযোগি আয়োজন উদ্যোগ করিয়া দাও। চল অন্তঃপুরে যাই, আয় বাছা প্রহ্লাদ।" এই বলিয়া প্রহ্লাদকে স্নেহভরে নিকটে টানিয়া আনিলেন। "খেলায় মত্ত, এত বেলায়ও কিছু খাও নাই ; ছি, দৈত্যরাজকুমারের পক্ষে ইহা নিতান্তই অসঙ্গত ;" বলিতে বলিতে তিনি পত্নী ও পুত্রসহ অন্তঃপুরের পথে প্রস্থান করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শুক্রাচার্য্য আশ্রম ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। তোমরা ইহা পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছ। তাঁহার দুই পুত্র, ষণ্ড ও অমর্ক এক্ষণ আশ্রমের কর্ত্তা। ষণ্ডামার্ক নূতন ধরণের মুনি হইয়াছেন। রেসমী কাপড় গাছের বাকলের স্থান অধিকার করিয়াছে; পাতার কুটীর এখন ইষ্টকালয়ে পরিণত; নীবার-ধান্য ও বনফলের আদর নাই, অধুনা মিষ্টান্নে ও পলান্নে আশ্রমের ক্ষুন্নিবৃত্তি হইতেছে। আশ্রমে কেহ আর কুশাসনে বা ধূলিশয্যায় শয়ন করে না, এখন শয়নের উপকরণ,—খাট, খাটলি ও তক্তপোষ। মুনি যেমন নূতন ধরণের, সাধনাও তেমন নূতন প্রণালীর,—সে যজ্ঞবেদির অনল নিবিয়া গিয়াছে, অষ্টপ্রহর জঠরানলে ভোগের আহুতি পড়িতেছে। বেদের সে ওঙ্কারধ্বনি নীরব হইয়াছে, এখন গর্ব্বের হুঙ্কারে সর্ব্বদা আশ্রম মুখরিত; সে সংযম, সে ব্রহ্মচর্য্যের নামগন্ধও নাই। এইরূপে ষণ্ডামার্ক নূতন রকমের আচার্য্য সাজিয়া এবং নূতন প্রণালীর আশ্রম গঠন করিয়া শিক্ষাদান-কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন।

ষণ্ডামার্কের আশ্রম প্রধানতঃ দৈত্য বালকদিগেরই শিক্ষাস্থান। উহা ছোট খাট পাঠশালা বা টোল নহে, অসংখ্য দৈত্যবালক ছাত্র। ষণ্ড ও অমর্ক উহার সর্ব্বপ্রধান অধ্যাপক। ছাত্রদিগের বেশভূষা, সাজসজ্জা, আহারব্যবহার আপন আপন বংশ ও সাংসারিক অবস্থার অনুরূপ। শিক্ষা ও পাঠের উচ্চতা অনুসারে,

এই বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগের উচ্চ ও নিম্ন আসনের ব্যবস্থা হয় না। যার যার পিতার পদমর্য্যাদার হিসাবেই পুত্রের বসিবার আসন-অবধারণ ও শিক্ষকনির্ব্বাচন হইয়া থাকে। পড়াশুনায় যেমনই হউক না কেন, এস্থানে সন্তাপন, বৃক ও কালনাভ প্রভৃতি হিরণ্যাক্ষের সাতপুত্র এবং সংহ্রাদ, অনুহ্রাদ ও হ্রাদ প্রভৃতি হিরণ্যকশিপুর পুত্রগণই সর্ব্বোচ্চ আসনের অধিকারী। স্বয়ং ষণ্ড ও অমর্ক তাহাদিগের শিক্ষক। কিছু দিন হইল, এই পাঠাগারে প্রহ্লাদের আগমন হইয়াছে। মহারাজ কশিপুর আদেশক্রমে প্রহ্লাদের শিক্ষাসম্বন্ধে উভয় গুরুই সবিশেষ মনোযোগ বিধান করিতেছেন।

কনিষ্ঠ রাজপুত্র প্রহ্লাদের আগমনে আশ্রমের চলিত নিয়মের একটু ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। প্রহ্লাদ আপন স্বভাবেই ব্রহ্মচারী, রাজার পুত্র হইয়াও বনবাসী মুনিকুমারের মত স্বভাবতঃই বাল-তপস্বী। সে বিদ্যালয়ে উচ্চ আসনের কোন ধার ধারে না, মাটিই তাহার প্রিয় আসন, ধূলিশয্যাই তাহার সুখের শয়ন। কোনরূপ বেশভূষার প্রতি তাহার দৃষ্টি নাই; দীন দরিদ্রের উপযুক্ত সামান্য আহারেই তাহার পূর্ণতৃপ্তি। প্রহ্লাদ অন্য অন্য বালকের ন্যায় খেলা করিয়া সময় কাটাইতে ভালবাসে না। গুরু যখন যে পাঠ দেন, সে কোন একস্থানে নীরবে বসিয়া মনোযোগের সহিত তাহা অভ্যাস করে, নষ্টামি দুষ্টামি কাহাকে বলে জানে না, কথনও বেসী কথা বলে না; তাহার চরিত্রে বিন্দুমাত্রও চঞ্চলতা নাই।

এ হেন শিষ্টশান্ত ও মধুরপ্রকৃতি শিশু প্রহ্লাদ শিষ্য; যণ্ড ও অমর্ক গুরু। তাঁহারা প্রকৃতিতে যেমন নিষ্ঠুর, আকৃতিতেও তেমন ভয়াবহ। শরীর দীর্ঘ, মাংসপেশীগুলি লোহার মত শক্ত, চর্ম্ম কর্কশ, বর্ণ কাকের মত কাল, চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট ও জবাফুলের মত রক্তবর্ণ, মাথায় পিঙ্গলবর্ণ জটা, মুখে কখন হাসি ফোটে না, ভ্রূকুটিই যেন সে মুখের স্বাভাবিক অলঙ্কার। আচার্য্যদ্বয় যখন পট্টবস্ত্র পরিয়া, ললাটে লাল চন্দনের ফোঁটা কাটিয়া এবং গোক্ষুর সর্পের ফণার ন্যায় জটাজাল ঊর্দ্ধদিকে জড়াইয়া বেত্রহস্তে পাঠাগারে প্রবেশ করেন, তখন আর কোন ছাত্রের কোনরূপ স্ফূর্ত্তি থাকে না; সকলেই ভীত ও স্তম্ভিত হইয়া পড়ে। ভীরু ছাত্রেরা অভ্যস্ত পাঠ ভুলিয়া যায়; এমন কি, নষ্ট দুষ্ট বালকেরাও নিতান্ত শিষ্ট-শান্তের ন্যায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকে; কিন্তু প্রহ্লাদের কোনই পরিবর্ত্তন নাই; সে গুরুদিগের অনুপস্থিতিতেও যেমন শান্ত, স্থির ও ধীর, উপস্থিতিতেও তেমনই শান্ত, স্থির ও ধীর। প্রহ্লাদকে একবার যাহা বলিয়া দেওয়া হয়, সে কখনও তাহা ভুলিয়া যায় না। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সে শিক্ষাবিষয়ে অনেকদূর অগ্রসর হইল। প্রহ্লাদ গুরুদ্বয়ের আজ্ঞা প্রাণপণে পালন করিত; সুতরাং তাঁহারা স্বভাবতঃ কঠোরপ্রকৃতি হইলেও প্রহ্লাদকে প্রীতি ও স্নেহের চোখে দেখিতে বাধ্য হইলেন। প্রহ্লাদের কমনীয় মুখখানির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে নীরস পাষাণও বুঝি বা স্নেহরসে আর্দ্র না হইয়া পারিত না।

প্রহ্লাদ শিক্ষাবিষয়ে যত উপরে উঠিতে লাগিল, ততই এক-দিকে বিষয় একটা আশঙ্কার কারণ উপস্থিত হইল। আচার্য্যদিগের ভক্তির সম্পর্কশূন্য নীরস নৈতিক উপদেশ, তাহার মনে স্থান পাইল না। গুরুদ্বয়ের মুখে নাস্তিকতার কথা শুনিলেই সে কানে হাত দিয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইত এবং নীরবে অশ্রুপাত করিত। গুরুদ্বয় তাহার এই ভাব দেখিয়া চিত্তে একটু ভীত ও শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন।

এইরূপে শিক্ষাকার্য্য চলিতেছে, ইহার মধ্যে একদিন দৈত্যরাজ কশিপু স্বয়ং আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজকুমারগণের কিরূপ শিক্ষা হইতেছে, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখাই তাঁহার এই আগমনের উদ্দেশ্য। তিনি পরীক্ষা করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন ; কিন্তু প্রহ্লাদের একটা উক্তিতে তাঁহার মনঃপ্রাণ শিহরিয়া উঠিল। তিনি রাজকুমারগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বলত বাপসকল এ জগতের কর্ত্তা কে ?" সকলেই বলিল,—"এজগতের কোন একজন কর্ত্তা নাই। যে যখন বাহুবল ও মনের তেজে অন্য সকলের বড় হয়, সেই তখন জগতের কর্ত্তারূপে গণ্য হইয়া থাকে। আগে ইন্দ্র ত্রিলোকের রাজা, সুতরাং জগতের কর্ত্তা ছিলেন ; এখন তাত, আপনি জগতের কর্ত্তা।" প্রহ্লাদ কিছুই বলিল না, মাথা হেঁট করিয়া একটুকু দূরে দাঁড়াইয়া রহিল। দৈত্যরাজ প্রহ্লাদকে ঐরূপ জড়সড় দেখিয়া বড়ই আদর সহকারে কাছে টানিয়া আনিলেন, এবং স্নেহসিক্তকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস প্রহ্লাদ,

বাছা তুমিত কিছুই বলিলে না, এবিষয়ে তুমি যাহা শিখিয়াছ, নির্ভয়ে মন খুলিয়া বল দেখি শুনি।" প্রহ্লাদ অতি বিনীতভাবে উত্তর করিল,—"বাবা আমি জানি জগতের একজন কর্ত্তা আছেন; মানুষ যতই বড় হউক না কেন, সে কখনও জগতের কর্ত্তা হইতে পারে না। জগতের কর্ত্তা জগদীশ্বর হরি।" উত্তর শুনিয়া দৈত্যরাজ চমকিয়া উঠিলেন এবং প্রহ্লাদকে দুই হাতে ঠেলিয়া ফেলিয়া গুরুদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন; তাঁহার নেত্রদ্বয় হইতে যেন অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। গুরুদ্বয় থর-থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। দৈত্যরাজ বৈশাখের মেঘের মত গর্জ্জিয়া কহিলেন,—"এই কি শিক্ষা? তোমরা শিশুকে এই উপদেশ দাও? আচ্ছা রও দেখি।" ইহার পরে কি ভাবিয়া তিনি অপেক্ষাকৃত একটুকু শান্তভাব ধারণ করিলেন এবং বলিলেন,—"যা হউক আজি আমি ক্ষমা করিলাম। আজ হইতে ছয়মাস অন্তে আমি আবার পরীক্ষা গ্রহণ করিব, তখন যদি দেখিতে পাই যে, প্রহ্লাদের এই বিষম কুসংস্কার দূর হইয়াছে, বালক ঐ পাপ নাম সর্ব্বতোভাবে ভুলিয়া গিয়া আমাদিগের কুলোচিত সৎশিক্ষায় অলঙ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইলে পুরস্কারস্বরূপ তোমাদিগের জটাজাল সোণার জালে জড়িয়া দিব; আর যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ ও গুরুবংশের সন্তান বলিয়া মানিব না, তোমাদিগকে নিশ্চিত উচ্চ শূলে আরোহণ করিতে হইবে! আবারও বলি,—সাবধান সাবধান সাবধান!" দৈত্যরাজ এই বলিয়া সমস্ত আশ্রম কম্পিত করিয়া চলিয়া গেলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, প্রহ্লাদের মতি ফিরিল না। ষণ্ডামার্ক এখন অষ্টপ্রহর প্রহ্লাদকে লইয়াই থাকেন। কিন্তু তাহার পূজ্যপাদ পিতা হিরণ্যকশিপু ভিন্ন জগতের আর অন্য কর্ত্তা নাই; সৃষ্টির সমস্ত বস্তুই আপনি জন্মে, আপনি বাড়ে, এবং ক্রমে ক্রমে আপনি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, প্রহ্লাদ সকল বুঝিল, এ তত্ত্ব কিছুতেই বুঝিতে পারিল না। লোকে আপনা আপনি আলস্যে ঔদাস্যে, সুখ-লালসা ও বিষয়তৃষ্ণায় যে নাম অনায়াসে ভুলিয়া থাকে, শিশু গুরুদিগের মিষ্ট মধুর উপদেশ, শতপ্রকার প্রলোভন, ভয়প্রদর্শন ও কঠোরশাসনেও তাহা ভুলিল না,—প্রহ্লাদ হরিনাম ছাড়িল না।

প্রহ্লাদের দেখা দেখি অন্যান্য বালকদিগের মনও যেন একটু বিচলিত হইয়া উঠিল। কখন কখন কোন ছাত্র জিজ্ঞাসা করিয়া বসিত,—"গুরুদেব, আমরা আকাশে সূর্য্য দেখি, চন্দ্র ও তারা দেখিতে পাই, কে এগুলিকে গড়াইয়া, অমনভাবে শূন্যে রাখিয়া চালনা করিতেছে? এসকলও কি আমাদিগের মহারাজা হিরণ্যকশিপু সৃষ্টি করিয়াছেন? তিনিই কি এসকলকে এইরূপে চালনা করিতেছেন?" আবার কোন বালক কখন মসীপাত্র, লেখনী ও তালপত্র একত্র করিয়া রাখিয়া প্রশ্ন করিত,—"গুরুদেব, লেখার কার্য্যে মসীপাত্র, লেখনী ও তালপত্র ভিন্ন আর কিছুই লাগে না;

এসকল একত্র করিয়া রাখিলাম, কৈ আপনা আপনিত লেখা হইতেছে না; এসকলের উপর একজন কর্ত্তা বা লেখক না থাকিলে লেখা হয় না; তবে আমরা যে সকল বস্তু দেখিতে পাই, কোন কর্ত্তা যত্নের সহিত না গড়াইলে, কেবল পঞ্চভূতের মিলনে আপনা আপনি ঐ সকল জন্মে কিরূপে?” মাঝে মাঝেই এইরূপ প্রশ্নে আচার্য্যদ্বয় ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিতে লাগিলেন এবং কখন কখন চোখ রাঙ্গাইয়া, কখনও বেত ঘুরাইয়া, কখন কখন বা তীব্র তিরস্কার করিয়া, এইরূপ প্রশ্নকারী বাচাল বালক-দিগের মুখবন্ধ করিয়া দিতে বাধ্য হইলেন।

এইরূপে আশ্রমের সহজ শিক্ষাপদ্ধতি প্রহ্লাদের সংস্পর্শে জটিল হইতে জটিলতর হইয়া উঠিতে লাগিল। সময় কাহারও অনুরোধে থামিয়া থাকে না; ষণ্ডামার্কের অনুনয়-বিনয়েও থামিল না; হিরণ্যকশিপুর নির্দ্ধারিত ছয় মাস কাল প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল। প্রহ্লাদের ভাব দেখিয়া আচার্য্যদ্বয় নিরাশ হইলেন। তাঁহারা অবশেষে হিরণ্যকশিপুর উক্তি স্মরণ করিয়া আপন আপন মান, সম্ভ্রম ও প্রাণ সম্পর্কে শঙ্কিত হইলেন এবং শূলের বিভীষিকায় যার পর নাই আকুল ও অধীর হইয়া পড়িলেন।

আজ ছয় মাসের শেষ দিন। ষণ্ডামার্ক অদ্য একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবেন সঙ্কল্প করিলেন। প্রহ্লাদকে আশ্রমের এক নির্জ্জন স্থানে ডাকিয়া আনা হইল। সে স্থানে ষণ্ড ও অমর্ক ভিন্ন অন্য কাহাকেও প্রবেশ করিতে দেওয়া হইল না। সরলমতি

প্রহ্লাদ ভক্তিভরে গুরুদ্বয়ের চরণ বন্দনা করিলেন এবং বিনীতভাবে একটু দূরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। গুরুদ্বয় অতীব যত্নের সহিত তাহাকে কাছে আনিয়া বসাইলেন। ক্ষণেক পরে ষণ্ড সস্নেহে প্রহ্লাদের পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন ;—"বাবা, আমাদিগের কথা রাখ, যাহাতে তোমার পিতার, তোমার নিজের এবং তোমার গুরু আমাদের আদর, গৌরব ও সম্মান-বৃদ্ধি হয়, তুমি সেই প্রয়োজনীয় তত্ত্বে মন দাও ; মিছামিছি অসার কৃষ্ণ বা হরি নামে জিহ্বার কলঙ্ক করিয়া সকলের সর্ব্বনাশ করিও না বৎস। অবশ্যই তুমি জান, তোমার পিতা জগজ্জয়ী বীর ; তিনি স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালে অধিকার বিস্তার করিয়াছেন ; বল দেখি তোমার বাবা ভিন্ন জগতে সকলের বড় আর কে হইতে পারে ?" প্রহ্লাদ বলিল,—"গুরুদেব, যিনি আমার বাবাকে সকলের বড় করিয়াছেন, তিনিও কি আমার বাবা অপেক্ষা বড় নহেন ? তিনিই ব্রহ্ম-সনাতন কৃষ্ণ, তিনিই হরি।" অমর্ক একটু বিরক্তির সহিত বলিলেন,—"ছি, ছি অমন কথা মুখে আনিও না বাছা ; তোমার বাবাকে কেহ বড় করে নাই ; তিনি আপন বলে, আপনার তেজে আপনি বড় হইয়াছেন। কৃষ্ণ তোমার পিতার পরম শত্রু এবং তাঁহার ভয়ে সর্ব্বদা জড়সর। অমন পিতৃশত্রুর নাম কি মুখে আনিতে হয় বাছা ?" প্রহ্লাদ বলিল,—"গুরুদেব, এমন কথা বলিবেন না। সে কৃপাসিন্ধু দীনবন্ধু দয়াল হরি, কাহারও শত্রু হইতে পারেন না। তিনি যে প্রেমময় ; আমরা সকলেই তাঁর প্রেমসূত্রে

গাঁথা।" ষণ্ড আর সহ্য করিতে পারিলেন না ;—ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে নিতান্ত কর্কশস্বরে কহিলেন,—"বারণ করিলে বারণ শুনিস্ না কেন ? আবার যদি কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি হরি বলিস্, তাহা হইলে দেখেছিস্ এই বেত, একবারে পিঠের চামড়া তুলিয়া ফেলিব।"

প্রহ্লাদ কাতরকণ্ঠে কহিল,—"তুচ্ছ বেতের ভয় দেখাইতেছেন কেন গুরুদেব ? হরি আশ্রিতের আশ্রয়, ভয়ার্ত্তের ভয়হারী, ভক্তের জীবন ; আপনিও কি গুরুদেব, এই সারতত্ত্ব ভুলিয়া গেলেন ?"

ষণ্ড ক্রোধভরে হাহারবে হাস্য করিয়া কহিলেন,—"দুধের ছেলে, আমাকে সার তত্ত্ব স্মরণ করাইয়া দিতেছে ! কি আশ্চর্য্য !!" অমর্ক দাঁত কড়মড় করিয়া ও চক্ষু রাঙ্গাইয়া কহিলেন, "দেখ্ প্রহ্লাদ, আর তোর এই আহ্লাদ সাজিবে না। হরি নাম কৃষ্ণ নাম তোকে ভুলিতেই হইবে, ভাল চাইস্ ত এখন হইতেই ভুলিতে চেষ্টা কর্ ; তোর বাবার কাছে যাইয়া কৃষ্ণ নাম করিলে আর তোর প্রাণে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে না ; তাই বলি ওনাম ভুলিয়া যা।"

প্রহ্লাদ ছল ছল চোখে গুরুর মুখ পানে তাকাইয়া বলিল,—"গুরুদেব, কিরূপে আপনার আজ্ঞা পালন করি ? কেমনে ওনাম ভুলিয়া যাই দেব ? হরিই যে আমার স্মৃতি, বুদ্ধি, চিন্তা, জ্ঞান ও ধ্যান সমস্ত। এই মন ও স্মৃতি থাকিতে কেমন করিয়া তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিব ঠাকুর ?"

ষণ্ডের পক্ষে এই উক্তি একবারে অসহ্য হইয়া উঠিল,

বলিলেন,—"কি ভুলিতে পারিবি না? আচ্ছা দেখি।" এই বলিয়া সেই সাক্ষাৎ যমকিঙ্করের ন্যায় ভীষণ মূর্ত্তি ষণ্ড কোমলকায় শিশু প্রহ্লাদকে বন্য মহিষের ন্যায় আক্রমণ করিলেন এবং পদ-প্রহারে মাটিতে ফেলিয়া দিয়া তীব্র বেত্রাঘাতে বালকের পৃষ্ঠদেশ ক্ষত-বিক্ষত করিয়া ফেলিলেন! শিশু কোন কাতর উক্তি করিল না; নয়নজলে ভাসিতে ভাসিতে হরিবোল হরিবোল বলিয়া সকল যাতনা সহিয়া লইল; কিন্তু প্রহ্লাদ তথাপি পথে আসিল না। আচার্য্যদ্বয় সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হইলেন।

ইহার পরে তাঁহারা আপন প্রাণরক্ষার জন্য অন্য উপায় অবলম্বন করিলেন। তাঁহারা স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে, প্রহ্লাদ কিছুতেই হরিনাম ছাড়িবে না, ক্রুদ্ধ ও অপমানিত দৈত্যরাজও শিক্ষাদাতাদিগের প্রাণদণ্ড দ্বারা পুত্রের এই কুশিক্ষার প্রতিশোধ না লইয়া নিরস্ত হইবেন না। রক্ষার একমাত্র উপায় প্রহ্লাদ। প্রহ্লাদ যদি স্বীকার করে যে, তাঁহারা তাহাকে হরিনাম শিক্ষা দেন নাই, বরং উহার বিরোধী ছিলেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের প্রাণরক্ষা হইলেও হইতে পারে; সুতরাং তাঁহাদিগের প্রাণ ঐ বালকের হাতে। অতএব প্রহ্লাদকে অমন করিয়া প্রহার করাটা ভাল হয় নাই। এই সিদ্ধান্ত করিয়া, তাঁহারা অত্যন্ত নরম হইয়া পড়িলেন এবং যে প্রকারে পারেন, প্রহ্লাদের মনঃক্ষোভ ঘুচাইবার নিমিত্ত কায়মনঃপ্রাণে যত্নবান্ হইলেন। তাঁহারা অতঃপর প্রহ্লাদকে নানারূপ মিষ্টবাক্যে সান্ত্বনা দিতে আরম্ভ

করিলেন ; বলিলেন,—"তুমি ছাত্র আমরা গুরু ; তুমি আমাদিগের কথা শুনিলে না, তাই হঠাৎ ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া তোমার কোমল অঙ্গে বেত্রাঘাত করিয়াছি বাবা, কিছু মনে করিও না। গুরু শিষ্যের উপর কত অত্যাচার করিয়া থাকেন, গুরু যাহা করেন, ভাল ভাবিয়া ভালর জন্যই করেন।"

প্রহ্লাদ বলিল,—"গুরুদেব, আপনাদিগের আশীর্ব্বাদে আমি গুরুকে কিরূপ ভক্তি করিতে হয় শিখিয়াছি, গুরুর পদাঘাত ও বেত্রাঘাত আমার অঙ্গের অলঙ্কার।" ষণ্ড ও অমর্ক উভয়ে এক-বাক্যে বলিয়া উঠিলেন,—"ধন্য প্রহ্লাদ, এ তোর মত উচ্চকুলজাত বালকের উপযুক্ত কথাই বটে, কিন্তু দেখিও বাবা তোমার জন্য যেন এদুটা ব্রাহ্মণের প্রাণদণ্ড না হয় ; তুমি গুরুহত্যার মহাপাপে ঠেকিও না বৎস, ইহাই আমাদিগের অনুরোধ।" প্রহ্লাদ অম্লান-বদনে বলিল,—"প্রাণপণে গুরুর আজ্ঞা পালন করিব।"

ষণ্ডামার্কের আশ্রমের এক নির্জ্জন স্থানে এই অভিনয় হইতেছিল ; এই সময়, হিরণ্যকশিপুর দূত আসিয়া উপস্থিত হইল ; দূতের দর্শনমাত্রই ষণ্ডামার্কের বুক দুর দুর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

দূত নতমস্তকে প্রণাম করিয়া কহিল,—"গুরুঠাকুর, মহারাজ কল্য প্রাতে আপনাদিগের দুই জনকেই রাজ-সভায় উপস্থিত হইতে আদেশ করিয়াছেন। কল্য প্রহ্লাদের পরীক্ষা হইবে। আমি অদ্যই কনিষ্ঠ রাজকুমারকে মহারাজের সমীপে লইয়া যাইব। কি আজ্ঞা হয় ?"

গুরুদ্বয় পরস্পর ইঙ্গিত করিয়া পরস্পরকে বুঝাইলেন,—মৃত্যু নিকটবর্ত্তী ; প্রকাশ্যে বলিলেন,—"প্রহ্লাদকে আজিকার রাত্রিটা এখানে রাখিয়া গেলে হয় না ?"

দূত অসম্মত হইলে, তাঁহারা নিতান্ত অনিচ্ছায় প্রহ্লাদকে বিদায় দিলেন। প্রহ্লাদ ভক্তিপূর্ব্বক গুরুদ্বয়ের চরণ ধূলি গ্রহণ করিয়া প্রস্থান-উন্মুখ হইলে, তাঁহারা প্রহ্লাদের কানে কানে বলিয়া দিলেন,—"বৎস সাবধান, গুরুহত্যার পাপভাগী হইও না বাপ।" প্রহ্লাদ 'যে আজ্ঞা' বলিয়া দূতের সঙ্গে প্রস্থান করিল। তাঁহারাও মৃত্যু নিশ্চয় স্থির করিয়া, পরদিন রাজসভায় গমনার্থ প্রস্তুত হইয়া রহিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

অদ্য প্রহ্লাদের পরীক্ষা। প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া মহারাজ হিরণ্যকশিপু সিংহাসনে আসীন হইয়াছেন। তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে মন্ত্রী দুর্ম্মদ, বামপার্শ্বে সেনাপতি দেবদলন আসন গ্রহণ করিয়াছেন। সভাসদ, পারিষদবর্গ ও দর্শকগণে সভাগৃহ পরিপূর্ণ। সমস্ত প্রবেশদ্বারে দৈত্যরক্ষিগণ উলঙ্গ-তরবারি-করে দাঁড়াইয়া আছে। জনপূর্ণ সভায় সূচীপাতের শব্দ হইতেছে না ; সভাস্থ সমস্ত লোক পটে-আঁকা মূর্ত্তির মত নীরব ও নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া রাজকুমারগণের আগমনপ্রত্যাক্ষা করিতেছেন।

রাজকুমারদিগের মধ্যে কে কতদূর শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, সকলেই ইহা দেখিবার নিমিত্ত ব্যগ্র।

যথাসময়ে ষণ্ড ও অমর্ক রাজসভায় প্রবেশ ও মহারাজের প্রদত্ত আসনে ভীত-ভীত-মনে উপবেশন করিলেন। তাঁহারা একবার মাত্র দুই হাত তুলিয়া 'মহারাজের জয় হউক' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, আর কোন কথা বলিলেন না। অতঃপর রাজকুমারগণ একে একে সিংহাসনপার্শ্বে সমানীত হইয়া এবং দৈত্যরাজের প্রশ্নে তাঁহার মনোমত সদুত্তর দিয়া প্রশংসা লাভ করিলেন। রাজার প্রফুল্লমুখ দেখিয়া শিক্ষাদাতা আচার্য্যদ্বয়ও শঙ্কিতপ্রাণে একটু যেন আশ্বাস প্রাপ্ত হইলেন। অবশেষে ধাত্রী সর্ব্বকনিষ্ঠ কুমার প্রহ্লাদকে সভাস্থলে লইয়া আসিল। প্রহ্লাদের আগমনে ষণ্ডামার্কের বুক আবার ধুক ধুক করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

প্রহ্লাদ দানবরাজের সর্ব্বকনিষ্ঠ সন্তান, সকলেরই স্নেহের পাত্র ও ভালবাসার বস্তু। জননীর নয়ন-মণি,—প্রাণাধিক আদরের ধন। মাতা প্রহ্লাদকে যত্ন করিয়া মনের মত সাজাইয়া দিয়াছেন; তাহার স্বভাবসুন্দর মধুর মূর্ত্তিখানি মাতার সস্নেহযত্নে অধিকতর মধুমাখা ও সুন্দর হইয়াছে। তিনি সুগন্ধি তৈল মাখাইয়া মাথায় ঝুট বাঁধিয়া দিয়াছেন, নিটোল ললাটে সুন্দর টিপ কাটিয়াছেন। প্রহ্লাদ অনেক দিন পরে মায়ের কোলে স্থান পাইয়া গতরাত্রি পরমসুখে ছিল। পিতামহীও প্রহ্লাদকে অত্যন্ত ভালবাসেন; প্রহ্লাদ পিতামহী ও মাতার নিকট আশ্রমের নানাপ্রকার কথা

কহিয়া রাত্রি কাটাইয়াছে। প্রহ্লাদের বিনীত ও নম্রভাব, স্নেহে ঢল ঢল অকপট মুখচ্ছবি, শাদা প্রাণের সরল দৃষ্টি, দর্শনমাত্রই সকলের চিত্ত আকর্ষণ করিল। পিতার সম্পর্কে আর কথা কি? হিরণ্যকশিপু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; তিনি 'এস বাপ প্রহ্লাদ এস', এই বলিয়া তাহাকে কোলে টানিয়া লইয়া স্নেহভরে মুখচুম্বন করিলেন। ধাত্রী প্রহ্লাদের প্রতি রাজার এই প্রগাঢ় স্নেহের পরিচয় পাইয়া প্রসন্নমুখে মহারাজকে অভিবাদন করিয়া অন্তঃপুরে চলিয়া গেল।

হিরণ্যকশিপু কহিলেন,—"বাবা প্রহ্লাদ, তুমি বয়সে সকলের ছোট হইলেও বুদ্ধি ও চরিত্রগুণে সকলের বড়। তুমি আমার ভবিষ্যতের আশা, দৈত্যকুলের অলঙ্কার, তোমাদ্বারা এক দিন আমার মুখ উজ্জ্বল হইবে। বলত বৎস, তুমি গুরুগৃহে এতদিন কি শিক্ষা করিয়াছ?"

প্রহ্লাদ পিতার চরণ ধূলি মাথায় লইয়া মৃদু মৃদুস্বরে কহিল,—"পিতঃ, আমার আর বুদ্ধি কতটুকু, আমি কি বুঝিব, কি শিখিব? যতদূর পারিয়াছি, গুরুদিগের উপদেশ গ্রহণ ও আদেশ পালন করিয়াচি। হিরণ্যকশিপু বলিলেন,—"তুমি যাহা শিখিয়াছ, তার মধ্যে যেটি তোমার কাছে অন্য সকল অপেক্ষা বেসী ভাল লাগিয়াছে, মন খুলিয়া তাহাই আমাকে বল, শুনিয়া নিঃসন্দেহ ও আশ্বস্ত হই।"

প্রহ্লাদ একটু চিন্তা করিয়া কহিল,—"পিতঃ, আমার কাছে,

হরিনাম ও হরিকথা যত ভাল লাগে, আর কিছুই তত ভাল লাগে না।”

প্রহ্লাদের উক্তি শুনিয়া সমস্ত সভা শিহরিয়া উঠিল ; সহস্র বৃশ্চিক এক সঙ্গে দংশন করিলে যেমন হয়, দৈত্যরাজ তেমনি ভাবে চমকিয়া উঠিলেন। আচার্য্যদ্বয় কম্পিত হইলেন। হিরণ্যকশিপু ক্রোধভরে প্রহ্লাদকে কোল হইতে ঠেলিয়া ফেলিয়া কর্কশকণ্ঠে কহিলেন,—“কি দুরাত্মন্, আবার হরিনাম, আবার সেই হরিকথা! হিরণ্যকশিপুর পুত্রের মুখে ঘৃণিত হরিনাম! কুলাঙ্গার, তুই আমার পুত্রের অযোগ্য। হিরণ্যকশিপু হরিদ্বেষী, হরি হিরণ্যকশিপুর পরম শত্রু। তুই পুত্র হইয়া সেই হরিনামে মজিলি! পিতৃশত্রুর নাম তোর কাছে সর্ব্বাপেক্ষা বেসী ভাল লাগে! হা ধিক্ তোকে,—শত ধিক্ আমাকে, আমি তোর মত সর্পশিশুকে পুত্রস্নেহে পালন করিতেছি!” এই বলিয়া তিনি নীরবে কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিলেন। সমস্ত সভা স্তম্ভিত ও নিস্পন্দ। ক্ষণকাল পরে দৈত্যরাজ একটু স্থির ভাব ধারণ করিয়া একটু প্রশান্তভাবে কহিলেন—“শিশু তুই, ভাল মন্দ বিচার করিবার শক্তি জন্মে নাই, তাই হয়ত ভ্রমে পড়িয়াছিস্। যা হউক, সাবধান করিয়া দিতেছি, আর ওনাম মুখে আনিস্ না।”

পিতার কাছে হরিনাম করিবে না প্রহ্লাদ মায়ের নিকট ইহা স্বীকার করিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু সে কখন মিথ্যা কথা বলে নাই ; মিছা কথা, কিরূপে বলিতে হয়, সে তাহা জানে না।

সাক্ষাৎ দেবতাস্বরূপ পিতার কাছে মিথ্যা কথা বলা কিছুতেই তাহার পক্ষে সম্ভবপর নহে। পিতা যখন জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তোমার মনে সর্ব্বাপেক্ষা বেসী ভাল লাগে কি, বল,' তখন আর সে আত্মগোপন করিতে পারে নাই,—মনের কথা খুলিয়া বলিয়াছে। পিতা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়াছেন এবং তাহাকে হরিনাম করিতে নিষেধ করিতেছেন। প্রহ্লাদ পিতার নিকট কপট উত্তর দানে অক্ষম ; তাই সে কোন উত্তর না দিয়া নীরবে মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার প্রফুল্ল মুখখানি মলিন হইল। চোখ দুইটি হইতে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু ঝরিতে লাগিল।

প্রহ্লাদকে নিরুত্তর দেখিয়া কশিপু পুনরায় তাহাকে আপনার নিকটে টানিয়া আনিলেন এবং মিষ্টমুখে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন,—"বৎস, ভয় নাই, তুমি, আমার কথা রাখ, যা হইবার হইয়াছে, আর ওনাম মুখে আনিও না। যে হরিনাম শ্রবণমাত্র আমার মনে প্রাণে আগুন জ্বলিয়া উঠে ; তুমি আমার পুত্র, প্রাণাধিক স্নেহের ধন, তোমার কি সেই হরিনাম করা সাজে ? তাই বলি বাপ, আর মনে মনেও ওনাম করিও না।—কেমন আমার কথা রাখিবে ত ?—আমার কথার উত্তর দাও।"

প্রহ্লাদ অতি কাতরকণ্ঠে বলিল,—"পিতঃ আমি আপনার নিতান্ত হতভাগ্য সন্তান, তাই আপনাকে ক্লেশ দিতেছি। আমি কেমনে মধুমাখা হরিনাম ভুলিয়া যাইব ? যদি দেখান যাইত দেখাইতাম, আমার হৃদয়, মন ও প্রাণের মধ্যে হরি ছাড়া আর

কিছুই নাই, হরি আমার স্মৃতির সূতায় সূতায় গাঁথা। চোখ বুজিলেই যাঁর রাঙ্গা পা দুখানি আমার মনে জাগিয়া উঠে, যে হরিনামগানে মনঃপ্রাণ আপনি দিবানিশি ডুবিয়া থাকে, আমি কেমন করিয়া সে হরিনাম ছাড়িব? আমার মনে লয়,—পিতাও আমার সেই হরির ছায়া, মাও আমার যেন সেই হরিরই মায়া; হরি আমার ভাই, হরি আমার বন্ধু, হরি আমার প্রাণসখা; বিদ্যা বুদ্ধি সমস্তই আমার সেই হরি। কেমন করিয়া পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিব, কেমনে তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিব?"

প্রহ্লাদের কথা শুনিয়া কশিপুর মস্তকে যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, সমস্ত শরীরে জ্বলন্ত আগুনের স্রোত বহিল, তিনি আরক্তনয়নে গর্জ্জিয়া উঠিলেন; কহিলেন,—"কি এতদূর! বিনা শিক্ষায়, এমন শিশুর মুখে এরূপ উত্তর কিছুতেই সম্ভবপর নহে। এই দুই ভণ্ড ব্রাহ্মণই প্রহ্লাদের প্রাণে এই বিষ বীজ বপন করিয়াছে। জানি, ব্রাহ্মণজাতি অর্থলোভী ও কৃতঘ্ন; বুঝিলাম, হরিনামে কোন স্থানে আমার প্রকৃতই কোন একটা প্রবল শত্রু আছে; সে ভয়বশতঃ আমার সম্মুখীন হইতে সাহস না পাইয়া, অর্থ দ্বারা এই দুই বিশ্বাসঘাতক কপট ব্রাহ্মণকে হাত করিয়া আমার সর্ব্বনাশের সূত্রপাত করিয়াছে। এই প্রভুদ্রোহী লুব্ধ ব্রাহ্মণ দুইটাকে এখনই উচিত শাস্তি প্রদান করিব।—কৈ কে এখানে আছে, এই দুই ব্রাহ্মণাধমকে হাতে গলে বাঁধিয়া কারাগারে লইয়া যাও, পরে ইহাদিগকে শূলে চড়াইয়া ইহাদিগের

প্রাণদণ্ড করিব।" অমনি দুইটা ভীমমূর্ত্তি দৈত্য আসিয়া বজ্র আটনিতে ষণ্ড ও অমর্কের হাত ধরিল। ব্রাহ্মণদ্বয় থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন এবং রুদ্ধকণ্ঠে আধ উচ্চারিতস্বরে কহিলেন—"মহারাজ বিচার করিয়া প্রাণদণ্ড করুন। আমরা চিরদিন আপনার অন্নে প্রতিপালিত, আপনার চির-আশ্রিত আজ্ঞাবহ কিঙ্কর। আমাদিগের দ্বারা এই রাজদ্রোহিতা সম্ভবপর কিনা, একবার অনুসন্ধান করিয়া দেখুন।" ইহার পরে প্রহ্লাদের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"তোমার জন্য বিনা অপরাধে দুইটা ব্রাহ্মণের প্রাণদণ্ড হয়। প্রহ্লাদ, এই কি তোমার মনে ছিল বাপ ?" প্রহ্লাদ অমনি করযোড়ে পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল,—"পিতঃ, এ ব্রাহ্মণদ্বয়ের কোন অপরাধ নাই ; ইহাঁরা আমাকে হরিনাম শিক্ষা দেন নাই, বরং আমি হরিনাম করিতাম বলিয়া ইহাঁরা আমাকে যতদূরসম্ভব কঠোর শাসন করিয়াছেন ; ইহাঁরাও হরিদ্বেষী।" রক্ষী পুরুষদ্বয় অমনি ষণ্ডামার্কের হাত ছাড়িয়া দিল।

হিরণ্যকশিপু কহিলেন—"তবে তুই ও পাপনাম কোথায় কাহার কাছে শিখিলি বল্।" প্রহ্লাদ কহিল—"পিতঃ, অমন কথা বলিবেন না ; হরিনাম পাপ নহে, সুধামাখা হরিনাম পুণ্যের প্রস্রবণ, আনন্দের উৎস ; আমি আপনি হরিনাম শিখিয়াছি। হরি নিজেই আমাকে শিক্ষা দিয়াছেন ; হরিই আমার হরিনামের গুরু। আপনি বিনা দোষে ব্রাহ্মণ দুজনের দণ্ড করিবেন না।" "কি পাষণ্ড, তুই আপনি হরিনাম শিখিয়াছিস্ ? হরি তোর গুরু ! কি স্পর্দ্ধা !—

কি নির্ভীকতা !” এই বলিয়া দানবরাজ মন্ত্রীর পানে তাকাইয়া কহিলেন,—“কি আশ্চর্য্য! মন্ত্রিন্, শুনিলে ত,—বালক কি বলিতেছে শুনিলে ত ? তবে কি সত্য সত্যই হরি নামক সেই শূকরটা কোন স্থানে লুকাইয়া থাকিয়া, এই শিশুকে কুশিক্ষা দিতেছে ; না কোন কারণে ওর মাথার দোষ ঘটিয়াছে ?” মন্ত্রী কহিলেন,—“মহারাজ, অনুমতি হয়ত আমি প্রহ্লাদকে দুইটি কথা বলিয়া দেখি।” হিরণ্য কহিলেন,—“বৃথা প্রয়াস ! এ দুর্বৃত্ত কিছুতেই পথে আসিবার নহে।” মন্ত্রী প্রহ্লাদের নিকট যাইয়া বলিলেন,—“রাজকুমার, হরিনামে কোন জীব জগতে নাই ; সে কেমন করিয়া তোমাকে শিক্ষা দিবে ? তুমি ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখিয়াছ। পুত্রের পক্ষে পিতার আজ্ঞাপালন অবশ্য কর্ত্তব্য, পিতার আদেশে সে স্বপ্ন ও হরিনাম ভুলিয়া যাও।”

প্রহ্লাদ বলিল,—“মন্ত্রী মহাশয়, আপনাদিগেরই ভ্রম ; আপনারাই ঘুমের ঘোরে চক্ষু থাকিতে অন্ধ। আমি যাঁহাকে সর্ব্বক্ষণ চক্ষে দেখিতে পাই; যাঁহার ভুবনমোহন মুর্ত্তি দেখিয়া এবং মধুমাখা কথা শুনিয়া আপনাকে ভুলিয়া যাই, যাঁহার স্নেহে আত্মহারা হইয়া, সেই শ্রীপদে মনঃপ্রাণ সপিয়া দিয়াছি ; সে হরি মিথ্যা স্বপ্ন !” বলিতে বলিতে প্রহ্লাদের চিত্ত কি এক অপূর্ব্ব ভাবে আবিষ্ট হইয়া উঠিল, সে পিতার দিকে চাহিয়া নির্ভয়ে বলিল,—“হরি আমার প্রভু, আমি হরির চিরদাস। দাস কি কখন প্রভুকে ভুলিয়া থাকিতে পারে, পিতঃ ?”

হিরণ্যকশিপু আর শুনিতে পারিলেন না, ক্রোধভরে উন্মত্তবৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং বিদ্যুদ্‌বেগে কটিস্থিত কোষ হইতে অসি খুলিয়া লইয়া, আবার অমনি, "না—স্বহস্তে নয়" এই বলিয়া থামিয়া গেলেন; কহিলেন,—"আর না যথেষ্ট হইয়াছে, পিতৃদ্রোহী কুলাঙ্গার চুপ কর্, আর তোর ওপাপ কথা শুনিতে ইচ্ছা করি না। তুই আমার পুত্র নহিস্, শত্রু। জগজ্জয়ী হিরণ্যকশিপু, তার পুত্র হরির ক্রীতদাস! এ অসহ্য! রাণী কয়াধূর দিকে চাহিয়া অনেক সহিয়াছি, আর সহ্য করিব না। মন্ত্রিবর, এ দৈত্যকুলের কণ্টককে অঙ্কুরেই উন্মূলন করিতে হইবে। দেখি ওর হরি ওকে কিরূপে রক্ষা করে।"

এই বলিয়া তিনি প্রলয়কালীন মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন; তাঁহার ক্রোধে স্বর্গে দেবগণ চমকিয়া উঠিলেন; পৃথিবী কম্পিত হইল; সভাস্থ সমস্ত লোক ভয়ে আড়ষ্টবৎ হইয়া রহিল। দৈত্যরাজ পার্শ্ববর্ত্তী একটি সৈনিককে আদেশ করিলেন—"তুমি এখনই দুরাত্মাকে মশানে লইয়া যাও, এবং হাত পা শক্ত করিয়া বাঁধিয়া জল্লাদের হাতে সপিয়া দাও, জল্লাদকে বলিও,—আমার আদেশ এই মুহূর্ত্তে ইহার মাথা কাটিয়া, ছিন্ন মুণ্ড আমার নিকটে লইয়া আসুক। যাবৎ আমি ইহার শোণিত দর্শন না করিব, তাবৎ অনাহারে এই অবস্থায় এইখানেই থাকিব।"

আদেশপ্রাপ্তিমাত্র দানবরক্ষী দৃঢ় মুষ্টিতে প্রহ্লাদকে ধরিল। প্রহ্লাদ পিতার দিকে চাহিয়া কহিল,—"পিতঃ, মরিব তাহাতে দুঃখ

নাই, বরং সুখ আছে ; হরির প্রদত্ত প্রাণ হরিকেই ফিরাইয়া দিয়া মনে শান্তিলাভ করিব। কিন্তু এই দুঃখ রহিল, পুত্রের কাজ পিতার চরণ সেবা করিবার সময় পাইলাম না।"

হিরণ্যকশিপু গর্জ্জিয়া উঠিলেন,—"দূর হ পাপাত্মা!" রক্ষীর দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"হা করিয়া কি দেখিতেছিস্? এখনই এ পাপকে আমার চক্ষুর সম্মুখ হইতে দূরে লইয়া যা।" দৈত্যসৈনিক প্রহ্লাদকে আর কথা বলিবার অবসর প্রদান করিল না, যমদূতের ন্যায় আক্রমণ পূর্ব্বক শিশুকে নির্দ্দয়রূপে টানিয়া লইয়া চলিল। সভাস্থ জনতা চারিদিকে ছুটিয়া পালাইতে লাগিল; ষণ্ড কুটিলনেত্রে প্রহ্লাদের পানে তাকাইয়া বলিলেন—"কত বুঝাইলাম, কত বার বলিলাম, প্রহ্লাদরে হরিনাম করিস্ না। তখন শুনিলে না, এখন ফল ভোগ কর।" অমর্ক বলিল,—"কিন্তু ভাই ছেলেটা কথা রক্ষা করিয়াছে; ওর প্রাণের ভয় নাই, আপন প্রাণ দিয়াও আমাদিগকে প্রাণে বাঁচাইয়া দিয়াছে।" এইরূপ কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে তাঁহারা দ্রুতগতিতে আশ্রম অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

প্রহ্লাদের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে, মুহূর্ত্ত মধ্যে এই ভীষণ সংবাদ দৈত্যরাজধানীর সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। সমস্ত নগর ভীত, বিস্মিত, নিস্তব্ধ ও নীরব। কাহারও প্রাণদণ্ডের আদেশ হইলে, সেই নিষ্ঠুর দৃশ্য দেখিবার নিমিত্তও সচরাচর বধ্যভূমিতে বহুলোকের সমাগম হইয়া থাকে। কিন্তু আজ জনপ্রাণী ঘরের বাহির হইতেছে না। দানবরাজ পিতা হইয়াও অবোধ শিশু, কমনীয়মূর্ত্তি পুত্র প্রহ্লাদের প্রাণদণ্ড করিতেছেন ; শিশুর কোন দোষ নাই ; সে ঈশ্বরে ভক্তিমান্ ও হরিনাম করিতে ভালবাসে, এই অপরাধে এই নিষ্ঠুর দণ্ড ! এ রহস্য সাধারণের বুঝিবার সাধ্য নাই, সকলেই ভয়ে ও বিস্ময়ে আপন আপন ঘরে মাথা লুকাইয়াছে। অনেকে মনে নিদারুণ ক্লেশ অনুভব করিতেছে ; অনেকে আপনার প্রাণের জন্য ভীত হইয়া পড়িয়াছে। যাহারা দানবরাজের কঠোরশাসনেও এখন পর্য্যন্ত আন্তরিক ঈশ্বর-ভক্তি সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে পারে নাই, যাহারা এখনও প্রকাশ্যে নাস্তিকতার ভাণ করিয়া গোপনে গোপনে ভগবানের নাম করিতে অভ্যস্ত, তাহারা একবারে নিরাশ হইয়া পড়িল ; নির্দ্দয় ষণ্ডামার্ক অথবা কোন্ রাজ-অনুচর কোন্ সূত্রে তাহাদিগের মনের ভাব বুঝিতে পাইয়া কি সর্ব্বনাশ ঘটায়, এই আশঙ্কায় কোথায় পলাইবে, কোথায় যাইয়া প্রাণরক্ষার পথ করিবে, ভাবিয়া আকুল হইয়া উঠিল।

এদিকে কশিপুর কঠোর আজ্ঞা পালনের নিমিত্ত প্রহরিবেষ্টিত জল্লাদেরা প্রহ্লাদকে জনশূন্য রাজপথ দিয়া মশানে লইয়া যাইতেছে। বেলা দুই প্রহর। শিশু এ পর্য্যন্ত জলবিন্দু মুখে দেয় নাই। হাত দুখানি দড়ী দিয়া শক্ত করিয়া বাঁধিয়া লওয়া হইয়াছে। মালকোচা-পরা, গালপাট্টা-আটা, দাড়ি, গোঁফ ও চুলে উভঝুটি-বাঁধা, কপালে রক্ত চন্দনের রেখা, মুখে ভ্রূকুটি-আঁকা, কৃষ্ণবর্ণ বিকটমূর্ত্তি দুইটা জল্লাদ, দুই পাশে খোলা তরবারি লইয়া চলিয়াছে। পাছে শিশু কোন ফাঁকে পলাইয়া যায়, এই সন্দেহেই যেন তাহারা এক একবার হাতের শক্ত বাঁধ আরও কসিয়া লাগাইতে চেষ্টা করিতেছে। প্রহ্লাদ জল্লাদ দুইটার পানে ফিরিয়াও চাহিতেছে না। হাতের ঐ কঠোরবন্ধনের প্রতিও তাহার দৃক্‌পাত নাই। সে ধীরে ধীরে জল্লাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছে, আর এক একবার ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া কাহার যেন দেখা পাইতেছে,—শিশু যেন কাহার মধুমাখা অভয়বাণী শুনিতে পাইয়া প্রাণে আশ্বস্ত রহিতেছে। এইরূপে তাহারা মশানে যাইয়া উপস্থিত হইল।

এই সময় সেই-ভীষণ মশানে এলোচুলে ও আলুথালুবেশে এক রমণী ছুটিয়া আসিলেন। জল্লাদ ও প্রহরিগণ দেখিয়াই চিনিতে পাইল,—রমণী অন্য কেহ নহেন, স্বয়ং মহারাণী কয়াধূ। তাহারা সসম্ভ্রমে সরিয়া দাঁড়াইল। রাণী কহিলেন,—"একি, তোরা আমার অবোধ প্রহ্লাদ,—এই দুধের শিশুকে এমন করিয়া বাঁধিয়া এখানে আনিয়াছিস্ কেন? বাছার আমার মুখখানি বেদনায়

শুকাইয়া গিয়াছে, আহা কচি হাত দুখানি একবারে লাল হইয়া উঠিয়াছে যে! তোরা কি ছেলের বাপ নহিস্‌রে নিষ্ঠুর!" তাহারা করযোড়ে প্রণাম করিয়া কহিল,—"মা আমরা কি করিব, মহারাজের আজ্ঞা।" রাণী কহিলেন,—"বুঝিয়াছি, হায় এতদিনে বুঝিয়াছি, পুরুষের প্রাণ কি কঠিন! নিষ্ঠুর পুরুষজাতি, নির্দ্দয় পিতা, সন্তানের ব্যথা বুঝিতে অক্ষম!" ইহার পর তিনি প্রহ্লাদকে ধরিয়া "আয় অভাগিনীর ধন, দুঃখিনীর নয়নমণি, আয় আমার বুকে আয় পোড়াপ্রাণ শীতল করি।" এই বলিতে বলিতে তাহাকে বুকে আবরিয়া লইলেন, এবং উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—"আয় বাপ আমার সঙ্গে, আমি তোকে অন্তঃপুরে লুকাইয়া রাখিব, দেখি সেখানে কে তোকে স্পর্শ করিতে পারে?" এই বলিয়া তিনি জল্লাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"আমি তোদের রাজরাণী তোদিগকে অনুমতি করিতেছি, এখনই প্রহ্লাদের হাতের বন্ধন খুলিয়া দে। আর যদি রাজার ভয়ে তোরা এতই ভীত হইয়া থাকিস্‌, শিশুর পরিবর্ত্তে আমাকেই না হয় বাঁধিয়া ঐ মশানে লইয়া যা এবং আমার মাথা কাটিয়া নিয়া সেই রক্তে তোদের রাজাকে স্নান করা, তার পর, তোদের যা প্রাণে চায় করিস্‌।" জল্লাদেরা দ্রুতহস্তে বন্ধন খুলিয়া দিল।

প্রহ্লাদ বন্ধনমুক্ত হইয়া মায়ের বুকে মাথা রাখিয়া দুইহাতে মায়ের চোখের জল পুছাইতে পুছাইতে বলিল,—"মা, তুমি এমন করিয়া কাঁদিও না; জল্লাদকে প্রভুর আজ্ঞা পালন করিতে দাও;

নৈলে ওদের প্রাণদণ্ড হইবে। মা, একবার হরি বল না; আমার মত একবার প্রাণ ভরিয়া হরি বলিয়া ডাক, প্রাণ জুড়াইবে; দেখিও কোন দুঃখ থাকিবে না; তোমার কান্না আমার বুকে যেরূপ ব্যথা দিতেছে, বন্ধনে হাতে তেমন ব্যথা লাগে নাই মা। আমি হরি বলিয়া ডাকিয়াছি, আর অমনি সকল যন্ত্রণা দূর হইয়া গিয়াছে; অমনি সেই কমল-আঁখি আমার সম্মুখে আসিয়া মধুমাখা স্বরে বলিয়াছেন,—"এইত বাছা আমি আসিয়াছি;" এই বলিয়া, এই তোমারই মত আমারে কোলে অবরিয়া লইয়াছেন, আমি তখন সমস্ত ভুলিয়া হরিকেই মা বলিয়া ডাকিয়াছি, মনে লইয়াছে জল্লাদ আমার কি করিবে?"

রাণী প্রহ্লাদের কথা শুনিয়া মাথায় ও বুকে করাঘাত পূর্ব্বক অধিকতর উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে কাঁদিতে লাগিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে সহসা ক্রুদ্ধ সিংহিনীর ন্যায় গর্জ্জিয়া উঠিয়া নির্দ্দয় ও নিষ্ঠুর বলিয়া যেই পতির উদ্দেশ্যে দুর্ব্বাক্য বলিবার উপক্রম করিলেন, অমনি প্রহ্লাদবদ্য গ্রভাবে মায়ের মুখ চাপিয়া ধরিয়া কহিল;—"ছি, মা অমনকথা মুখে আনিও না, আমার শোকে অধীর হইয়া পতিনিন্দারূপ মহাপাপে ডুবিও না মা। তুমি পতিনিন্দা করিলে, আমার হরি রুষ্ট হইবেন, তাহা হইলে কখন আর সে চরণ দর্শন করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারিবে না। নিদয় নিঠুর বলিয়া আমার পিতাকে মন্দ বলিও না। তুমি অন্তঃপুরে যাও, মশান কি মা তোমার উপযুক্ত স্থান? ঘরে যাইয়া পিতাকে বলিও মা, 'তোমার আজ্ঞায়

জল্লাদ প্রহ্লাদের গলা কাটিয়াছে, তবু তোমার প্রহ্লাদ তাহার অবাধ্য জিহ্বায় হরিনাম করা ছাড়ে নাই, পিতা আমার শোকে যদি হরিনাম করিতে শিখেন, তাহা হইলে আমার এ মৃত্যু সার্থক হইবে। মা তুমি জল্লাদদিগকে আর বাধা দিও না। আমি যখন পিতৃ-আজ্ঞা পালন করিতে পারিলাম না, তখন আমার মরণই মঙ্গল। প্রহ্লাদের কথা শেষ হইতে না হইতেই, মন্ত্রী দুর্ম্মদ ও কতিপয় পরিচারিকাসহ, মহারাজ হিরণ্যকশিপু স্বয়ং প্রচণ্ডমূর্ত্তিতে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; তাঁহার নয়নযুগল হইতে যেন জ্বলন্ত অনলশিখা ছুটিয়া পড়িতে লাগিল, তিনি বজ্রনির্ঘোষে কহিলেন,—"রাণি একি!—এই কি তোমার উচিত?"

এ তিরস্কারের উত্তর প্রদান কে করিবে? রাণী হঠাৎ ঐরূপ উগ্রমূর্ত্তিতে হিরণ্যকশিপুকে আসিতে দেখিয়াই আড়ষ্টবৎ হইয়াছিলেন, এক্ষণে একবারে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন। রাণীর এই অবস্থা দেখিয়া দানবরাজ আর কিছু বলিলেন না। তাঁহার ইঙ্গিতক্রমে পরিচারিকাগণ তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া অন্তঃপুরে লইয়া চলিল। অতঃপর তিনি, জল্লাদ দ্বারা দ্রুত কার্য্যসম্পাদনার্থ মন্ত্রীকে উপদেশ দিয়া যেমন বেগে আসিয়াছিলেন, তেমনই বেগভরে চলিয়া গেলেন, প্রহ্লাদের পানে একবার ফিরিয়াও চাহিলেন না।

একাদশ পরিচ্ছেদ

ঘরে ফিরিবার সময় দানবরাজ দেখিতে পাইলেন,—বৃদ্ধা জননী দিতি 'প্রহ্লাদ প্রহ্লাদ' বলিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে পরিচারিকা সহ মশানের পথে চলিয়াছেন। ইহা দেখিয়া তিনি যার পর নাই বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইলেন এবং রুক্ষস্বরে জননীকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন,—"ছি, মা একি, ফিরিয়া অন্তঃপুরে চল; তোমরাই আবদার দিয়া একটা অবোধ শিশুকে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছ; ওর আবদারে দৈত্যকুলের গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়াছে! মানসম্ভ্রম একবারে রসাতলে যাইতে বসিয়াছে! আমি অবাধ্য ছেলেটাকে একটুকু শাসন করিতেছি, তোমরাই আবার সেই শাসনের পথেও বাধা দিতে চলিয়াছ! ছি, এ তোমার পক্ষে নিতান্তই অন্যায়। হরিনাম ছাড়িলে আর উহার কোন ভয় থাকিবে না। শিশু মৃত্যুভয়ে নিশ্চয়ই হরিনাম ত্যাগ করিবে; তুমি কোন চিন্তা করিও না, নিশ্চিন্তমনে ঘরে ফিরিয়া যাও।" এইরূপে আধ কঠোর আধ স্তোকবাক্যে দিতিকে বাধ্য করিয়া ফিরাইয়া আনিলেন। অতঃপর অন্তঃপুরের সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করা হইল; দ্বারে দ্বারে প্রহরী সমস্ত দিনরাত্রির জন্য খাড়া রহিল। মাতা দিতি ও রাণী কয়াধূ এইরূপে অন্তঃপুরে বন্দিনী হইয়া রহিলেন।

মন্ত্রী মশানে আছেন। পাছে প্রহ্লাদ হরিনাম না ছাড়ে আর ক্ষীণপ্রাণ জল্লাদ শিশুরাজকুমার প্রহ্লাদের উপর অস্ত্রাঘাত

করিতে অসমর্থ হয়, পাছে সে ফিরিয়া আসিয়া আবার সেই অশ্রাব্য হরিনামে,—সেই অসহ্য গরল উদ্গারে তাঁহার প্রাণ মন ঝালাপালা করিয়া তুলে, এই আশঙ্কায় সেনাপতি দেবদলনকেও বহুসৈন্য সামন্তসহ মশানে প্রেরণ করা হইয়াছে। তাঁহার প্রতি উপদেশ রহিয়াছে যে, প্রয়োজন বোধ করিলে, তিনি সৈন্যদ্বারা প্রহ্লাদকে ঘেরিয়া লইয়া তীক্ষ্ণ বাণাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া মারিয়া ফেলিবেন। প্রহ্লাদকে হয় হরিনাম, না হয় প্রাণ, এ দুইয়ের এক অবশ্যই ত্যাগ করিতে হইবে।

বেলা অপরাহ্ন হইয়া আসিল, মশান হইতে কেহই ফিরিয়া আসিল না। দৈত্যরাজ চিন্তিত ও বিচলিত হইয়া উঠিলেন। তিনি একাকী আপন কক্ষে রহিয়া একবার উঠিতেছেন, একবার বসিতেছেন, আবার সেই নির্জ্জন কোঠায় পাদচারণা করিতেছেন। এক একবার প্রহ্লাদের সেই স্নেহমাখা মুখ সেই কাতর অথচ সরল দৃষ্টি মনে করিয়া তাঁহার অপরাধ বালচাপল্য বলিয়া মার্জ্জনা করা যায় কিনা ভাবিতেছেন, আবার তার হরিনামগান সেই অবাধ্যতার কথা মনে করিয়া করে কর মর্দ্দন ও দন্তে দন্ত ঘর্ষণ পূর্ব্বক পদাঘাতে মাটি কাঁপাইয়া তুলিতেছেন; আর যেন পুত্রের শোণিতপিপাসায় তৃষিত ব্যাঘ্রের মত উন্মত্ত হইয়া উঠিতেছেন।

তিনি যাঁহাদিগের আগমনপ্রতীক্ষা করিতেছিলেন, কতক্ষণ পরে তাঁহারা আসিলেন। দ্বারে মন্ত্রী ও সেনাপতি উপস্থিত, দৌবারিক এই সংবাদ প্রদান করিবামাত্র তাঁহাদিগকে সেই নির্জ্জন

কক্ষে ডাকিয়া আনা হইল। তাঁহারা মহারাজকে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন; মুখে কোন কথা সরিল না। তাঁহাদিগের বিস্মিত ও বিষণ্ণ মুখ দেখিয়া মহারাজ ব্যস্ততার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমরা কথা কহিতেছ না কেন?—প্রহ্লাদ কৈ?—অথবা তাহার ছিন্ন মুণ্ড কোথায়?" তাঁহারা বলিলেন,—"প্রহ্লাদ নিহত হয় নাই, আমরা মহারাজের আজ্ঞাপালনে অসমর্থ হইয়াছি।"

হিরণ্যকশিপু সহসা হর্ষোৎফুল্লমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"প্রহ্লাদ কি তবে হরিনাম ছাড়িয়াছে?—শিশু কি মৃত্যুর ভয়ে অবশেষে সুবুদ্ধির পথ লইয়াছে? প্রহ্লাদ কোথায় এখন?"

মন্ত্রী বলিলেন,—"প্রহ্লাদ মশানে প্রহরীর রক্ষণাধীন আছে। প্রহ্লাদ হরিনাম ছাড়ে নাই, বরং সে এখন হরিনামগানে অধিকতর উচ্ছ্বসিত।" রাজা বিরক্তির সহিত বলিলেন,—"তবে তোমরা এখনও উহাকে জীবিত রাখিয়াছ কেন?" এই বলিয়া সেনাপতির পানে তাকাইয়া একটু ব্যঙ্গভাবে কহিলেন—"তুমিও কি তবে সেনাপতি, মাতা দিতি ও রাণী কয়াধূর মত বালকের ভেল্‌কিতে ভুলিয়া আমার আজ্ঞাপালনে অবহেলা করিয়াছ?"

সেনাপতি বলিলেন,—"মহারাজ, তা নয়,—আমরা আপনার আজ্ঞাপালনার্থ প্রাণপণ করিয়াছি; কিন্তু পারি নাই। প্রহ্লাদ অস্ত্রের অবধ্য, তাই বিস্মিত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া মহারাজের নিকট উপস্থিত হইয়াছি।" এই বলিয়া ভগ্ন তরবারি দুই খণ্ড

রাজার সম্মুখে রাখিয়া কহিলেন,—"এই দেখুন জল্লাদের ভগ্ন তরবারি, এই দেখুন আমার বাণশূন্য তূণীর।"

মহারাজ কথার মর্ম্মগ্রহ করিতে না পারিয়া ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ব্যাপার কি খুলিয়া বল, আমি তোমাদিগের ভাব দেখিয়া ও কথা শুনিয়া কিছুই যে বুদ্ধিস্থ করিতে পরিতেছি না ; শীঘ্র বল কি হইয়াছে।"

মন্ত্রী বলিলেন,—"আমরা আজ যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহাতে আমাদিগের বুদ্ধি লোপ পাইয়াছে ; সে বিচিত্র কাহিনী শুনিলে আপনিও আমাদিগের মতই বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইবেন। আপনি যখন চলিয়া আসেন, তখন, আপনি শুনিতে পান নাই, প্রহ্লাদ উদ্দেশে করপুটে আপনাকে প্রণাম করিয়া বলিল,—"পিতঃ, অবাধ্য পুত্র মৃত্যুকালে তোমার চরণ স্পর্শ করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিতে সাহস পাইল না, উদ্দেশে প্রণাম করিলাম, সন্তানের অপরাধ ক্ষমা করিও।" ইহার পরে জল্লাদকে ডাকিয়া বলিল,—"ভাই ঘাতুক, আর আমার হাত বাঁধিও না, একবার আমাকে করযোড়ে আমার হরিকে ডাকিতে দাও। আমি পলাইব না, এস্থান হইতে একটুকুও নড়িব না, নির্ভয়ে পিতার আজ্ঞা পালন করিয়া এ তুচ্ছতনু ত্যাগ করিব। একটু অপেক্ষা কর, আমি একবার হরিকে ডাকিয়া লই। তোমরা প্রস্তুত হইয়া থাক, আমি বলিলেই অস্ত্রাঘাত করিও।"

এই বলিয়া প্রহ্লাদ জানু পাতিয়া বসিল এবং করযোড়ে

ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া—"কোথায় হরি দীনবন্ধু দয়াল হরি, এ সময় কোথায় রহিলে ইত্যাদি কথা বলিয়া এমনই মধুমাখা কাতরস্বরে ডাকিতে লাগিল যে, হরিনামক কোন সজীব পদার্থ যদি থাকিয়া থাকে, সে অমন ডাকে মোহিত না হইয়া পারে না। ডাকিতে ডাকিতে চোখের জলে বালকের বুক ভাসিয়া গেল! এই সময় সেনাপতি মহাশয় সৈন্যসামন্ত লইয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন।

প্রহ্লাদ কিছুক্ষণ এইভাবে ডাকিয়া চোখ বুজিয়া বসিল; স্থিরভাবে বসিয়া বলিল,—"মন্ত্রী মহাশয়, এইত ভক্তবৎসল দয়াময় হরি আমার সম্মুখে, এখন আর আমার মরণে ভয় নাই। ঘাতুক, এখন তোদের প্রভুর আজ্ঞা পালন কর্; আমার কাটা মাথাটা বাবার পায়ে ফেলিয়া দিস্। মন্ত্রী মহাশয়, পিতাকে বলিবেন, প্রহ্লাদ হরিনাম করিতে করিতে আপনার আজ্ঞা পালন করিয়াছে।" এই বলিয়া একটু নীরবে থাকিয়া আবার বলিল,—"ঘাতুক আর বিলম্ব করিস্ না; বাবা বিলম্ব দেখিলে অসন্তুষ্ট হইবেন। ভাই পারিস্ যদি হরিবোল হরিবোল বলিয়া অস্ত্রাঘাত কর্, মন্ত্রী মহাশয় অন্তিম সময়ে আমার কানের কাছে, একবার হরিনাম করুন।"

জল্লাদ দুইটা প্রহ্লাদের ভাব দেখিয়া কি এক রকম হইল এবং মরার মত নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল। শেষে সেনাপতি মহাশয়ের তাড়না ও আমার ভয়প্রদর্শনে উহাদের চৈতন্য হইল এবং একজন সবলে তরবারির আঘাত করিল। কিন্তু আশ্চর্য্য, কি বিস্ময়কর ব্যাপার! লোহার উপরে লোহার আঘাত পড়িলে যেরূপ শব্দ হয়,

সেই রূপ শব্দ হইল এবং শিশুর কোমল কণ্ঠে ঠেকিয়া তরবারিটা দ্বিখণ্ড হইয়া পড়িয়া গেল! প্রহ্লাদের স্কন্ধে প্রহারের একটু চিহ্নও পড়িল না! প্রহ্লাদ মনের আনন্দে হরিবোল হরিবোল বলিতে থাকিল। আমরা ইহা দেখিয়া ক্ষণকাল কি করিব কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না। অবশেষে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া সেনাপতি মহাশয় সৈন্যদ্বারা প্রহ্লাদকে ঘেরিয়া ফেলিলেন, এবং চারিদিক হইতে তাহার উপর বাণ নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু একটি শরও বালকের অঙ্গে বিদ্ধ হইল না। আমরা দেখিলাম, ধূমার বরণ অথচ স্বচ্ছ একটা ছায়ার মত আবরণ বালককে ঢাকিয়া রহিয়াছে; আর সেই আবরণে ঠেকিয়া বাণগুলি মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় উথরিয়া উথরিয়া পড়িতেছে! প্রহ্লাদ এই আক্রমণ ও শরনিক্ষেপের বিষয় কিছুই যেন বুঝিতে পারিল না; সে আপন মনে হরিবোল হরিবোল বলিয়া নৃত্য করিতে করিতে কোন্ এক অদৃশ্য জনের সঙ্গ পাইয়াই যেন সমস্ত বিস্মৃত হইয়া রহিল!!"

সেনাপতি বলিলেন,—"মহারাজ, মন্ত্রী মহাশয় যাহা বলিলেন তাহার একবর্ণও অতিরঞ্জিত নহে। যে অস্ত্রে ইন্দ্রের বজ্র ব্যর্থ হইয়াছিল, যে সকল অস্ত্রপ্রভাবে ইন্দ্র, চন্দ্র, যম ও বরুণ প্রভৃতি স্বর্গ ছাড়িয়া পাতালে আশ্রয় লইয়াছিলেন, আমি ক্রমে সেই সমস্ত অস্ত্র প্রয়োগ করিয়াছি, তাহার কোনটিই শিশুর অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারে নাই। মহারাজ, এ অলৌকিক ব্যাপার আমরা বুদ্ধিস্থ করিতে অক্ষম; এখন আপনি কর্ত্তব্য স্থির করুন।"

এই কাহিনী শুনিয়া দানবরাজ একবারে স্তম্ভিতভাবে বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার ক্রোধে রক্তবর্ণ নেত্রদ্বয় বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। তিনি চিরবিশ্বাসভাজন মন্ত্রী ও সেনাপতির বাক্যেও যেন সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিলেন না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন,—"তোমরা এ কি বলিতেছ! ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে নিশ্চিতই সেই দুর্বৃত্ত হরি কোন কৌশলে তোমাদের চক্ষে ধূলি দিয়া এইরূপে প্রহ্লাদের প্রাণ রক্ষা করিয়াছে। তোমরা অন্ধের ন্যায় কার্য্য করিয়াছ! তোমরা কেন আমার পরম শত্রুকেও অত নিকটে পাইয়া তাহার প্রতি লক্ষ্য করিলে না, অথবা আমাকেই বা কেন সংবাদ দিলে না?"

মন্ত্রী কহিলেন,—"আমরা হরিকে দেখিতে পাই নাই; হরি নামক কোন দেব, কি মানব সেখানে আসে নাই। প্রহ্লাদ মন্ত্রজীবী; সে মন্ত্রবলে সমস্ত অস্ত্র ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। অস্ত্রাঘাতে প্রহ্লাদের মৃত্যু হইবে না।"

হিরণ্যকশিপু একটু চিন্তা করিয়া কহিলেন,—"তোমাদিগের অনুমান সত্য হইতে পারে। অস্ত্রে যদি প্রহ্লাদের মৃত্যু না হয়; তবে অন্য উপায় অবলম্বন করা যাউক; ঐরাবতবংশজাত আমার যে মদমত্ত হস্তী আছে,—যে ক্ষেপা হাতীর কাছে নিত্য পরিচর্য্যা-কারী মাহুতেরও প্রাণ-রক্ষা হয় না, সেই হস্তীকে মদ খাওয়াইয়া অধিকতর উত্তেজিত করিয়া লইয়া দুর্বৃত্ত প্রহ্লাদকে উহার

পদতলে নিক্ষেপ কর, দেখি কোন্ মন্ত্র কিরূপে উহাকে রক্ষা করে ; চল, আমি নিজে ইহা প্রত্যক্ষ করিব এবং যদি সম্ভবপর হয়, হরির সমস্ত কল, কৌশল ও চাতুরী ব্যর্থ করিয়া দিব।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

একদিকে উচু পাহাড়। পাহাড়ের পাশে সমতল মাঠ। অদ্য প্রভাতে এই মাঠে দানবরাজের সমস্ত হস্তী আনিয়া সারি বাঁধিয়া দাঁড় করান হইয়াছে। করিশ্রেণীর মাঝখানে আকারে সকল হস্তী অপেক্ষা বড়, দ্বিতীয় আর একটা পাহাড়ের মত, পূর্ব্বকথিত ঐরাবতসন্তান মদোন্মত্ত হস্তী মাহুত কর্ত্তৃক চালিত হইয়া কখনও বেগে শুঁড় ঘুরাইয়া ফিরাইয়া গর্জ্জন, কখন বা ক্রোধভরে তর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া বিশাল দন্ত দ্বারা ভূমি বিদীর্ণ করিতেছে। যে সকল নিষ্ঠুরপ্রকৃতি দানব কৌতুক দেখিবার নিমিত্ত ঐ রঙ্গভূমিতে উপস্থিত হইয়াছিল, তাহারাও ক্ষিপ্ত করীর নিরঙ্কুশ আস্ফালনে ভীত হইয়া আপন আপন প্রাণ লইয়া দূরে দূরে সরিয়া পড়িতেছে।

মহারাজ হিরণ্যকশিপু সপারিষদ পর্ব্বতের অঙ্গে অঙ্গ হেলাইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। প্রহ্লাদ রক্ষিগণকর্ত্তৃক আনীত হইয়াছে। অনাহারে অনিদ্রায় বালকের মুখখানি শুকাইয়া গিয়াছে! সে ঢল ঢল চোখে এক এক বার পিতার পানে তাকাইতেছে, এক

একবার ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া যেন কাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। কিন্তু বালকের এই চাউনি দেখিলে, যাঁহার হৃদয়ে স্নেহের সমুদ্র উথলিয়া উঠে, সে মাতা কয়াধূ এখন কোথায়? যাহার কেহ নাই, তাহার হরি আছেন। এই প্রাণসঙ্কটে নিঃসহায় বালকের একমাত্র সহায় ও সম্বল তাহার কচি প্রাণে গাঁথা হরি। তাই সে মাতৃক্রোড়স্থিত অবগণ্ড শিশুর ন্যায় নির্ভয় ও নিঃশঙ্ক।

হিরণ্যকশিপুর ললাটে দুর্ভাবনার রেখাপাত হইয়াছে। দুইটি চক্ষু ক্ষোভে, দুঃখে ও ক্রোধে জবাদলের ন্যায় রক্তবর্ণ। তিনি গভীরকণ্ঠে কহিলেন,—"মাহুত, আর বিলম্ব কেন, আমার আদেশ অনুসারে কার্য্য কর।"

মাহুত কহিল—"রাজকুমার, মহারাজের কথা রাখুন; হরিনাম ত্যাগ করিলে, মহারাজ এখনই আপনাকে বুকে তুলিয়া লইয়া গৃহে গমন করিবেন। নচেৎ ঐ ক্ষেপা হাতীর পায়ের নীচে পড়িয়া পায়ের পেষণে বা দাঁতের আঘাতে এই সোণার শরীর চূর্ণ চূর্ণ বা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবে।"

প্রহ্লাদ বলিল,—"ভাই মাহুত, তুমি বাতাসের সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পার কি? জীব যেমন বায়ু ছাড়া হইয়া বাঁচিতে পারে না, হতভাগ্য প্রহ্লাদও তেমন হরি ছাড়া হইয়া ক্ষণকাল বাঁচিয়া থাকিতে পারে না! হরি যদি সহায় থাকেন, ঐ দারুণ করীও আমার অরি হইবে না। আর যদিই হয়, তাতেই বা ক্ষতি কি মাহুত? আমি এই মাটির শরীর হাতীর পায় ফেলিয়া

দিয়া জগজ্জীবন হরির কোলে লুকাইয়া থাকিব। সেখানে হাতী আমার লাগ পাইবে না, দাঁত দিয়াও চিড়িতে পারিবে না।"

হিরণ্যকশিপু কহিলেন,—"আর না, আর সহ্য হয় না; সত্বরে উহাকে হাতীর পার তলে ফেলিয়া দে।"

মাহুত যেই প্রহ্লাদকে ধরিল, প্রহ্লাদ যেই নয়ন মুদিয়া "প্রহ্লাদের জীবনধন হরি কোথায় রহিলে হে" বলিয়া ডাকিল, অমনি মত্ত হস্তী ভীমবেগে শুণ্ড আস্ফালন পূর্ব্বক গর্জ্জিয়া আসিতে লাগিল; সে বেগ দেখিয়া মাহুত স্থির থাকিতে পারিল না, সেও পাছে প্রহ্লাদের সঙ্গে সঙ্গে নিষ্পেষিত হয়, এই ভয়ে প্রহ্লাদকে ছাড়িয়া সরিয়া পড়িল। হিরণ্যকশিপু মহাক্রোধে ঐ ভীরু পলাতক মাহুতকেও ধরিয়া আনিয়া প্রহ্লাদের সঙ্গে সঙ্গে হাতীর পায় নিক্ষেপ করিতে আদেশ করিলেন।

প্রহ্লাদ বলিল,—"পিতঃ, প্রাণভয়ে ভীত অজ্ঞ মাহুতের প্রতি ক্রোধ করিবেন না; এই আমি আপনি করীর পদতলে পড়িতেছি।"—এই বলিয়া সে নির্ভয়ে ভীষণ করীর আগমন-পথে আপনার মাথা পাতিয়া দিল, ক্ষিপ্ত হস্তীও চক্ষের পলকে তাহার উপর আসিয়া পড়িল!" সকলে ভাবিল, এবার আর প্রহ্লাদের রক্ষা নাই; অনেকে এই ভীষণ দৃশ্য অসহ্য মনে করিয়া নয়ন মুদিয়া মুখ ফিরাইল। কিন্তু ফল অন্যরূপ হইল,—হাতী গর্জ্জিয়া আসিয়াও প্রহ্লাদের গায় পদ ক্ষেপ করিল না, পা উঠাইয়া একটু পিছে সরিল, এবং অতিধীরে ও অতিপ্রশান্ত-

ভাবে প্রহ্লাদকে শুঁড়ে জড়াইয়া আপন কাঁধে তুলিয়া লইয়া যেন কতই আনন্দে ডগমগ হইয়া হিরণ্যকশিপুর দিকে চলিল। হিরণ্যকশিপু অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। সমস্ত লোক বিস্ময়ে স্তম্ভিত হইল। হস্তী প্রহ্লাদকে স্কন্ধে লইয়াই একবারে মেষের মত প্রশান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিল। সেনাপতি কহিলেন,—'প্রহ্লাদের মৃত্যু নাই।' মন্ত্রী বলিলেন,—'প্রহ্লাদ কি যাদু মন্ত্রে হস্তীকেও বশ করিয়া ফেলিয়াছে!'

হিরণ্যকশিপু অতঃপর একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিলেন,—"এসকল কিছু নয়, এই হস্তী সর্ব্বদাই প্রহ্লাদকে পৃষ্ঠে লইয়া ভ্রমণ করিতে অভ্যস্ত, তাই পূর্ব্ব অভ্যাসবশতঃ হস্তী উহাকে আক্রমণ না করিয়া কাঁধে তুলিয়া লইয়াছে; যা হউক, মাহুত, তুই প্রহ্লাদকে করীপৃষ্ঠ হইতে শীঘ্র নামাইয়া আন্।" এই বলিয়া পার্শ্ববর্ত্তী সৈনিকের প্রতি আদেশ করিলেন,—"তোমরা এখনই দুরন্ত বালককে হাতে গলে বাঁধিয়া ঐ পর্ব্বতের চূড়ায় লইয়া যাও, এবং ঐস্থান হইতে উহাকে নিম্নস্থ পাষাণখণ্ডের উপর সবলে ফেলিয়া দাও, দেখি কেমন করিয়া কোন্ মন্ত্রবলে উহার প্রাণরক্ষা হয়।" মাহুত প্রহ্লাদকে অমনি করিপৃষ্ঠ হইতে নামাইয়া আনিল; কিন্তু সৈনিকেরা কি ভাবিয়া একটু ইতস্তত করিতেছে দেখিয়া হিরণ্যকশিপুর গর্জ্জিয়া উঠিলেন,—"কি তোরা ইতস্ততঃ করিতেছিস্ কেন? এ আমার পুত্র নহে, শত্রু। তোরা নির্ভয়ে ও নিঃসঙ্কোচে এই পুত্ররূপী মর্ম্মাঘাতী রিপুর

প্রাণসংহারপূর্ব্বক তোদের রাজার মান, সম্ভ্রম, প্রভুত্ব ও সম্পদ্ রক্ষা কর্।”

ইহার পর আর তাহারা ইতস্ততঃ করিল না, প্রহ্লাদকে ধরিয়া রাজার আদেশ অনুসারে হাতে গলে বন্ধন করিল। প্রহ্লাদ নিশ্চেষ্ট ও নিস্পন্দ ;—নয়নযুগল মুদ্রিত, মুখে কথা নাই ; শ্বাস প্রশ্বাসও যেন প্রায় নিরুদ্ধ। তাহারা নির্জীব শবদেহের ন্যায় প্রহ্লাদকে বাঁধিয়া লইয়া পর্ব্বতে আরোহণ করিতে আরম্ভ করিল। কোন দিকে কোন লোক নাই, অথচ কে যেন মাথার উপর দিক হইতে বড়ই মধুমাখা স্বরে কহিল,—“ভয় নাই শিশো, এইত আমি তোর সঙ্গে সঙ্গেই আছি বাপ।” গতিপথে বারংবার তাহারা অদৃশ্য জীবের এই উক্তি শুনিয়া শুনিয়া চমকিয়া উঠিতে লাগিল ; তাহারা কিছুই স্থির করিতে পারিল না ; কিন্তু আপনি কেমন একটা ভীতির ভাব সঞ্চারিত হইয়া তাহাদিগকে বিচলিত করিয়া তুলিল। তথাপি কর্ত্তব্যপরায়ণ ভৃত্য প্রভুর আজ্ঞাপালনে বিরত হইল না। পর্ব্বতের উচ্চ চূড়ায় আরোহণ পূর্ব্বক নিম্নস্থ উপলখণ্ড লক্ষ্য করিয়া নির্দ্দয়ভাবে প্রহ্লাদকে সবলে নিক্ষেপ করিল।

প্রহ্লাদ চক্ষু মেলিল না, কেবল হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল বলিতে বলিতে উর্দ্ধদেশ হইতে পড়িতে লাগিল। সকলে সবিস্ময়ে উর্দ্ধদিকে চাহিয়া দেখিল,—প্রহ্লাদের দেহ নিক্ষপ্ত বস্তুর ন্যায় বেগে ছুটিয়া পড়িতেছে না, পাখী যেরূপ ডানায় ভর করিয়া ধীরে

ধীরে উচ্চ আকাশ হইতে নীচে নামিয়া আসে, প্রহ্লাদও যেন বায়ুতে ভর করিয়া সেইরূপ অতি ধীরে ধীরে নামিয়া আসিতেছে; যত নিকটে আসিতে লাগিল, ততই তাহার কাতরকণ্ঠনিঃসৃত দূরশ্রুত মধুমাখা হরিনামগান, স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতরভাবে প্রান্তরে দণ্ডায়মান লোকদিগের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। অবশেষে প্রহ্লাদের দেহখানি কেহ যেন অতিসাবধানে ধরিয়া উপলখণ্ডের উপর রাখিয়া দিল; অমনি হাতের এবং গলার বাঁধও আপনি খসিয়া পড়িল। প্রহ্লাদ দ্রুতবেগে উঠিয়া নাচিয়া নাচিয়া হরিনাম গাইতে গাইতে পিতার দিকে অগ্রসর হইল। প্রহ্লাদকে তাঁহার দিকে আসিতে দেখিয়া হিরণ্যকশিপু, সহসা সর্প সম্মুখবর্ত্তী হইলে যেমন হয়, তেমনি ভাবে চকিতে পশ্চাৎদিকে সরিয়া পড়িলেন।

আজি তাঁহার নির্ভীক নয়নে পলক পড়িল, তিনি বস্তুতই স্তম্ভিত, বিস্মিত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন; ক্ষণকালও আর সে স্থানে অপেক্ষা না করিয়া প্রহ্লাদকে কারাগারে নিয়া আবদ্ধ করিয়া রাখিবার নিমিত্ত প্রহরীর প্রতি আদেশ প্রদান পূর্ব্বক সপারিষদ গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার মুখে আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

এই ঘটনার পরে হিরণ্যকশিপু, মন্ত্রী, সেনাপতি ও কতিপয় বিশ্বস্ত পারিষদ সহ নিভৃত মন্ত্রণাগৃহে যাইয়া বসিলেন। সকলেই নীরব ও নিস্পন্দ। দানবরাজ যার পর নাই চিন্তিত, উদ্বিগ্ন ও বিষণ্ণ। কিছুক্ষণ পরে মন্ত্রী কহিলেন,—"মহারাজ আমার বিবেচনায় প্রাণনাশের জন্য আর বৃথা চেষ্টা না করিয়া প্রহ্লাদকে চির দিন কারাগারে আটকাইয়া রাখাই ভাল। প্রহ্লাদ নির্জ্জন কারাগারে থাকিয়া হরি বোল হরি বোল বলে বলুক, লোকে তাহা শুনিবে না; সুতরাং অন্যের মনে ভক্তির ভাব জাগিয়া উঠিবার কোনই আশঙ্কা থাকিবে না। সেনাপতি মহাশয়, কি বলেন?" সেনাপতি বলিলেন,—"আমার নিকটও ইহাই সঙ্গত বোধ হইতেছে।"

হিরণ্যকশিপু তাঁহাদিগের এ পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারিলেন না, একটা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন,—"তোমরা এই অস্বাভাবিক নূতন কাণ্ডের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পার নাই, তাই এই অসার উক্তি করিতেছ। যে দেবাধম মায়াবী হরি মায়াবলে বরাহ সাজিয়া, দাদা হিরণ্যাক্ষকে সহসা অসতর্ক অবস্থায় আক্রমণ পূর্ব্বক হত্যা করিয়াছে, সেই দুর্ব্বৃত্তই এই দৈত্যকুলের ওছা বালকটাকে হাত করিয়া নূতন প্রণালীর মায়ার খেলা দেখাইতেছে। প্রকাশ্যভাবে আমার সম্মুখে আসিতে সাহস পায় না, কি অজ্ঞাত কৌশলে অদৃশ্য থাকিয়া আমার সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিতেছে। যে

কোন উপায়ে হউক, হরির এই মায়ার ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া দিতে,—প্রহ্লাদকে হত্যা করিতেই হইবে ; নচেৎ কিছুতেই দানবরাজ্য, দৈত্যকুল ও আমার শান্তি নাই। তাই বলি যে কোন প্রকারে পার, এই পিতার অবাধ্য দুর্ব্বৃত্ত বালকটাকে হত্যা কর, ইহাই আমার কথা।”

মন্ত্রী বলিলেন,—“এ পর্য্যন্ত কোন উপায়েইত উহাকে হত্যা করা গেল না। লোকে ভয়ে ও উৎপীড়নে হরিনাম ও ভক্তির ধর্ম্ম ত্যাগ করিতেছিল ; কিন্তু হরিনাম করিলে অস্ত্রাঘাতেও মৃত্যু হয় না, ইহা প্রত্যক্ষ করিয়া, প্রহ্লাদের অনুকরণে, এক্ষণ বহুলোক আবার সাহসপূর্ব্বক প্রকাশ্যে হরিনাম করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমি এই কারণেই বারংবার প্রহ্লাদকে হত্যা করিবার নিমিত্ত বৃথা চেষ্টা করিয়া সেই সাহস বাড়াইয়া দেওয়া সঙ্গত মনে করিতেছি না। হত্যার উপায় আর আছেই বা কি ?”

হিরণ্যকশিপু কহিলেন,—“একটা অঙ্গুলির ভরও যে বালকের প্রাণে সয় না, কি বিড়ম্বনা, আমরা প্রাণপণ করিয়াও সেই শিশুটাকে হত্যা করিতে না পারিয়া চক্ষে অন্ধকার দেখিতেছি! হত্যার উপায় সম্বন্ধে তুমি কি বল হে সেনাপতি ?”

সেনাপতি বলিলেন,—“অস্ত্র আমার সম্বল, সেই অস্ত্র যখন ব্যর্থ হইয়াছে, তখন আমার আর বলিবার কথা কিছু নাই।”

দৈত্যরাজ ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন,—“এক কর্ম্ম কর, আমি নাগলোক জয় করিয়া উজ্জ্বলমণিভূষিত যে কয়েকটা কাল

নাগ ও কালনাগিনীকে ধরিয়া ভূগর্ভস্থ অন্ধকারময় গহ্বরে বন্দী করিয়া রাখিয়াছি, প্রহ্লাদকে সেই গহ্বরে অনাহারে আবদ্ধ করিয়া রাখ। সর্পদংশনে অথবা অনাহারে নিশ্চিত উহার মৃত্যু হইবে। যদি ইহাতেও অভীষ্টসিদ্ধি না হয়, তাহা হইলে, উহার হত্যাবিষয়ে তোমাদের বুদ্ধিতে আর যাহা লয়, তাহাই করিও। ফলকথা প্রহ্লাদের মৃত্যু হওয়া আবশ্যক। প্রহ্লাদ বাঁচিয়া আছে, এই সংবাদ লইয়া আর কেহ আমার কাছে আসিও না ; পার যদি উহার মৃত্যুসংবাদ লইয়া আসিও ; নচেৎ আমার কাছে আসিবার প্রয়োজন নাই। আমি এখন হইতে দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা, ও উদ্বেগকে সঙ্গী করিয়া নির্জ্জনে বাস করিব। কিন্তু একটি কথা, প্রহ্লাদকে বাঁচাইবার নিমিত্ত সেই কৃষ্ণ বা হরিটা যদি আসিয়া উপস্থিত হয়, অথবা তোমরা যদি কোন সূত্রে তার কোন সন্ধান পাও, অমনি আমাকে সংবাদ দিবে। এ ভিন্ন আমার কাছে, আর কোন কথা লইয়া আসিবার আবশ্যক কিছু দেখিতেছি না ; আর দ্বিরুক্তি করিও না, যাও তোমরা আমার আজ্ঞাপালনে প্রাণপণে যত্ন কর।”

ইহার পরে সকলে দানবরাজকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন পূর্ব্বক তাঁহার নিষ্ঠুর আদেশপালনার্থ প্রস্থানপর হইলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

মন্ত্রী ও সেনাপতি ভীষণমূর্ত্তি চারি জন সশস্ত্র দৈত্যপ্রহরী সহ প্রহ্লাদকে লইয়া, সঙ্কীর্ণ সিঁড়িপথে ভূগর্ভস্থ একটা প্রস্তরনির্ম্মিত গৃহে অবতরণ করিলেন। সেখানে বাতাস চলিবার নিমিত্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকিলেও, কোন দিক হইতে আলোপ্রবেশের পথ ছিল না। দিবসেও উহা ঘোর অন্ধকারময়। তাঁহারা আলোর সাহায্যে সেই গৃহমধ্যস্থিত, দৃঢ়লৌহময় জালে বেষ্টিত একটা কুঠরীর দ্বারে উপস্থিত হইলেন। কুঠরীর ভিতরে অধিকতর গাঢ় অন্ধকার। মানুষের পায়ের শব্দ পাইয়াই কুঠরীতে আবদ্ধ শতাধিক বিষধর সর্প ফোঁস ফোঁস করিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল। নিষ্ঠুর প্রহরিগণ ঐ সর্পপূর্ণ আঁধার কুঠরীতে প্রহ্লাদকে ঠেলিয়া ফেলিবার উপক্রম করিলে, বালকের শরীরের রোমগুলি খাড়া হইয়া উঠিল, সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল। নিরাশ্রয় শিশু যেন দয়ার ভিখারী হইয়া পিতার মন্ত্রী ও সেনাপতির মুখপানে ছল ছল চোখে চাহিয়া রহিল!

মন্ত্রী কহিলেন,—"বৎস, এখনও সুপথে এস, ভাল চাও ত হরিনাম ত্যাগ কর, আমরা তোমাকে মাথায় তুলিয়া লইয়া মহারাজের সমীপে গমন করি। রত্নসিংহাসনে পিতার স্নেহময় কোলে তোমার স্থান হউক। নচেৎ, সাপের ঐ ফোঁস ফোঁস শব্দ শুনিতেছ ত, তোমার পিতার আদেশে এই অন্ধকারময় গহ্বরে

তোমাকে অনাহারে ঐ সকল সাপের সঙ্গে বাস করিতে হইবে। সাপের বিষে বা অনাহারে মৃত্যু নিশ্চিত ; হরিনাম ছাড়িবে কি না বল।”

অমনি বালকের ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তাহার ছল ছল চোখ দুইটি হইতে এক দিব্য জ্যোতিঃ ফুটিয়া পড়িল, তম্মুহূর্ত্তেই সে কাতর দৃষ্টি, সে রোমাঞ্চ, সে কম্প সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইল। বালক তেজোভরে ঘাঁড় বাঁকাইয়া দাঁড়াইল এবং ধীরগভীরভাবে কহিল,—“মন্ত্রী ও সেনাপতি মহাশয়, বালক বলিয়া অবহেলা করিবেন না, আমার কথার উত্তর দান করুন। আমি বলহীন অসহায়, কিন্তু আপনারা আপনাদিগের প্রভুর আদেশে আমাকে মহাবলশালী সশস্ত্র প্রহরীদ্বারা ঘেরিয়া লইয়া আসিয়াছেন এবং এই অন্ধকারময় গর্ত্তে সাপের মুখে ফেলিয়া দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। বেশ কথা। এখন জিজ্ঞাসা করি, আপনারা আমার কাকুতি মিনতিতে ভুলিয়া, অথবা কোন উচ্চ সিংহাসনে স্থান পাইবার আশা পাইয়া কিংবা কোন রূপ নিশ্চিত মৃত্যুর ভয়ে ভীত হইয়া, আমাকে ছাড়িয়া দিতে পারেন কি ? দয়ার দায়ে, প্রলোভনে বা মৃত্যুভয়ে, প্রভুর আজ্ঞা লঙ্ঘন পূর্ব্বক আমাকে ছাড়িয়া দিয়া আপনারা বিশ্বাসঘাতকতা করিতে প্রস্তুত হইবেন কি ?” উভয়েই বলিলেন,—‘তাকি আর হয় বাছা ?’ প্রহ্লাদ বলিল,—“তবে আমাকে হরিনাম ছাড়িতে বলিতেছেন কেন ? হরি আমার প্রভু, হরি আমার সর্ব্বস্ব ; যত্নে রক্ষা করিব বলিয়াই প্রভু আমাকে এই

নাম দিয়াছেন, কিরূপে তাহা ত্যাগ করিয়া বিশ্বাসঘাতক হইব ? আপনারা এই গহ্বরে আমাকে সাপের মুখে নিক্ষেপ করিয়া আপনাদের প্রভুর আদেশ পালন করুন, আমিও এই প্রাণ যাঁহার দান, তাঁহারই চরণে উহা ফিরাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হই।" এই বলিয়া করযোড়ে হরিকে সম্ভাষণ পূর্ব্বক কহিল—"এসময়ে দীনবন্ধু হরি কোথায় রহিলে ? একবার দেখা দাও, সেই ভয়হারী মধুর মূর্ত্তিতে একবার আমার সম্মুখে দাঁড়াও। তুমি নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, দুর্ব্বলের বল, পথভ্রান্তের পথ, অন্ধের আলো। হরি বোল হরি বোল, হরি বোল।" এই বলিতে বলিতে শিশু আপনি ঐ কুঠরীর দ্বার উদ্ঘাটন পূর্ব্বক নির্ভয়ে সেই অন্ধকারে প্রবেশ করিল ; প্রহরিগণও দ্রুতহস্তে দরোজার তালা বন্ধ করিয়া দিল।

কুঠরীতে প্রবেশ করামাত্রই শত শত ফণী ও ফণিনী ফণা বিস্তার করিয়া প্রহ্লাদের দিকে ছুটিয়া আসিল ; ফণা বিস্তার করা হেতু ফণস্থিত মণিসমূহের আলোক চারিদিকে ছুটিয়া পড়িল, যেন একসঙ্গে কি মন্ত্রবলে, শতাধিক উজ্জ্বল প্রদীপ জ্বলিয়া অন্ধকারময় স্থানটিকে আলোকিত করিয়া তুলিল ! সর্পগণ গর্জ্জিয়া আসিল, কিন্তু সেনাপতি ও মন্ত্রী মহাশয় দেখিয়া বিস্মিত হইলেন,—কোন সর্প প্রহ্লাদকে দংশন করিল না। প্রহ্লাদ সর্পদিগকে কহিল,—"আয় ভাই সর্পগণ, আমাকে দংশন করিবি কর্ ; যিনি তোদের দাঁতে শত্রুদমনের জন্য হলাহল বিষ এবং মাথায় উজ্জ্বল মণি আঁকিয়া দিয়াছেন, এই ত তোদের মাথায় তাঁহারই পদচিহ্ন মণির আলোকে

ঝল মল করিতেছে, বলিতে পারিস্ ভাই, তোদের সেই প্রাণকৃষ্ণ, সে হরি কোথায়? তোরা পাইয়াছিলি, সর্পের স্বভাবদোষে হারাইয়াছিস্। আয় আবার তোদের সেই কালীয়দমন ভুবনমোহন হরিকে ডাকি, আয় হরিবোল হরিবোল বলিয়া তোদের সঙ্গে তেমনি ভাবে নৃত্য করি; তাহা হইলে আমিও আজি তোদের মত সেই পদচিহ্ন শিরে ধরিয়া কৃতার্থ হইব।" সর্পগুলি যেন প্রহ্লাদের কথা মানিয়া লইল। প্রহ্লাদ হরি বোল হরি বোল বলিয়া করতালি দিয়া নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলে, উহারাও ফণা মেলিয়া হেলিয়া দুলিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে নৃত্যের অভিনয় করিতে লাগিল। মন্ত্রী ও সেনাপতি অনেকক্ষণ অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া এই নৃত্য দর্শন ও হরিনামগান শ্রবণ করিয়া অবশেষে নিরাশমনে গৃহে ফিরিয়া গেলেন। তাঁহারা বুঝিলেন, হরি যার রক্ষক, সাক্ষাৎ মৃত্যু-স্বরূপ তক্ষকও তাহার সেবক। তাঁহাদিগের অবিশ্বাসী পাষাণ প্রাণেও, যেন ভক্তির ভাব তাঁহাদিগের অজ্ঞাতসারে আপনা আপনি একটু অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল!

এক দুই করিয়া ক্রমে সাত দিন অতীত হইয়া গেল, প্রহ্লাদ অনাহারে এইস্থানে আবদ্ধ রহিয়াছে। মন্ত্রী ও সেনাপতি বারংবার আসিতেছেন এবং তাহার সংবাদ লইতেছেন। তাঁহারা কোন সময় দেখিতেন, প্রহ্লাদ ধ্যানস্থ হইয়া বসিয়া আছে, তাহার চারি দিকে ফণীর মাথায় মণির প্রদীপ জ্বলিতেছে। কখন দেখিতে পাইতেন, প্রহ্লাদ শয়ন করিয়া আছে, কোন ফণী তাহার শিয়রের,

কোন ফণী পার্শ্বের বালিশে পরিণত; কতিপয় ফণী ফণা বিস্তার করিয়া তাহাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে! কখন কখন দেখিতেন,—প্রহ্লাদ হরিনাম গান করিতে করিতে সর্পদল সহ নৃত্য করিতেছে। শিশু যেন কাহার কি ভাবে বিভোর; ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কষ্ট নাই। সপ্তাহকালব্যাপী অনাহারেও প্রহ্লাদ বিন্দুমাত্র দুর্ব্বল হইল না। মন্ত্রী ও সেনাপতি আসিতেন ও যাইতেন, সে তাঁহাদের পানে ফিরিয়াও চাহিত না।

মন্ত্রী প্রভৃতি বুঝিলেন,—হরি হউক, বা যেই হউক, কোন এক অদৃশ্য শক্তি নিশ্চিতই প্রহ্লাদকে রক্ষা করিতেছে; কিন্তু সে কে, তাহার কি রূপ, এবং কি কৌশলে উহার প্রাণ রক্ষার ব্যবস্থা হইতেছে, তাঁহারা কোনপ্রকারেই ইহার কোন সন্ধান পাইলেন না।

সপ্তাহকালব্যাপী অনাহারের পরে তাঁহারা প্রহ্লাদকে বিষমাখা অন্নদানের সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহারা নিশ্চিত বুঝিয়াছেন, প্রহ্লাদ মরিবে না, তথাপি বিষান্নভক্ষণে কিরূপ অবস্থা দাঁড়ায়, ইহা পরীক্ষা করাই তাঁহাদিগের উদ্দেশ্য। যাহা অধঃকরণ অথবা নাসাপথে যাহার ঘ্রাণ গ্রহণমাত্রই মৃত্যু হয়, তাঁহারা বহু অন্বেষণে সেই শ্রেণীর অতি তীব্র বিষ সংগ্রহ করিয়া উহা অন্নের সঙ্গে মিলাইলেন এবং পাচকের যোগে ঐ বিষান্ন কারাগৃহে লইয়া গিয়া কহিলেন—"বাবা প্রহ্লাদ কয় দিন অনাহারে রহিয়াছ, তোমার কষ্ট দেখিয়া তোমার পিতার প্রাণে দয়ার উদয় হইয়াছে;

তোমার জন্য তিনি এই অন্নব্যঞ্জন পাঠাইয়া দিয়াছেন। দ্বার খুলিয়া দিতেছি, তুমি বাহিরে আসিয়া এই উৎকৃষ্ট অন্ন মনের আনন্দে ভক্ষণ কর। আহারের পরে আমরা তোমাকে তোমার পিতার কাছে লইয়া যাইব, তিনি তোমার সকল দোষ, সকল অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।”

প্রহ্লাদ নয়নমুদ্রিত করিয়া কার কি ভাবে ডগমগ হইয়া আছে, মন্ত্রী ও সেনাপতির কথা তাহার কাণে প্রবেশ করিল না; বাহিরে আসিবে কি, সে একবার চোখ মেলিয়াও চাহিল না। মন্ত্রী ও সেনাপতি বারংবার বলিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের সমস্ত যত্ন ও চেষ্টা নিষ্ফল হইল।

মন্ত্রী অতঃপর কাহারও দ্বারা অন্নের থালা ঐ কারাকুঠরীর ভিতরে প্রহ্লাদের সম্মুখে নিয়া রাখিবার কল্পনা করিলেন। কিন্তু সর্পভয়ে কেহই একাজে অগ্রসর হইল না। তখন তিনি অনন্যোপায় হইয়া প্রহ্লাদের ধাইমাকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন,—“ধাই তুমি যে প্রহ্লাদকে অমন যত্নে প্রতিপালন করিয়াছ, সেই প্রহ্লাদ, তাহার পিতার আদেশে অনাহারে এই কারাগারে আছে, তুমি যদি সাহস করিয়া ঐ কুঠরীতে যাইয়া প্রহ্লাদকে এই অন্ন খাওয়াইয়া আসিতে পার, তাহা হইলে শিশুর প্রাণরক্ষা হইতে পারে; সাপের ভয়ে অন্য কেহই সাহস করিয়া ওখানে যাইতে চাহে না। ধাত্রী প্রহ্লাদকে আপন প্রাণ অপেক্ষাও বেসী ভাল বাসিত। “আহা বাবা আমার অনাহারে

রহিয়াছে, আর আমরা নানা উপচারে পোড়া উদরের সেবা করিতেছি! ধিক্ মহারাজের নিষ্ঠুর প্রাণে, পিতা হইয়াও তাঁহার মনে একবিন্দু দয়া হইতেছে না! খায় আমাকে সাপে খাইবে, আর সাপে খাইবেই বা কেন, এসকল সাপের প্রাণেও দয়া আছে, কৈ এরাত আমার বাছার কোনই অনিষ্ট করিতেছে না!" এই বলিয়া ধাত্রী অন্নের থালা লইয়া মুক্তদ্বার-পথে কুঠরীতে প্রবেশ করিল।

"প্রহ্লাদ, বাবা, এই যে তোর ধাই মা, তোর জন্য, খাবার নিয়া আসিয়াছে; একবার চক্ষু মেলিয়া চাও, দুইটি ভাত খাও বাবা, আহা অনাহারে চাঁদমুখ খানি শুকাইয়া গিয়াছে যে!" এই বলিয়া ধাই অন্নের থালা প্রহ্লাদের সম্মুখে রাখিল।

প্রহ্লাদ ধাইমার কণ্ঠস্বর শুনিয়াই চক্ষু মেলিয়া চাহিল এবং "একি! ধাই মা তুই এখানে আসিয়াছিস্?" এই বলিয়া সতৃষ্ণনয়নে অন্নের পানে তাকাইয়া রহিল,—"তোর আনা খাবার বস্তু অবশ্যই খাইব। কিন্তু এ অন্ন তুই প্রস্তুত করিয়াছিস্, না মন্ত্রী মহাশয় দিয়াছেন?" ধাত্রী বলিল,—"মন্ত্রীই ইহা আমাদ্বারা তোমার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন।" প্রহ্লাদ একটু হাসিয়া বলিল,—"তুই যে হাতে ক্ষীর, সর, ননী এবং আরও কত সুমিষ্ট বস্তু খাওয়াইয়া আমাকে প্রতিপালন করিয়াছিস্, সেই হাতের বিষান্নও আমার কাছে অমৃত; দাও, ধাইমা খাই। কিন্তু তুমি জান না, এ যে মন্ত্রীর প্রদত্ত বিষমাখা অন্ন।"

"হা নির্দ্দয়, হা পাপিষ্ঠ মন্ত্রী, তোর এই কাজ! তবে বাবা তুমি ইহা খাইও না, আমি তোমার জন্য এখনই উৎকৃষ্ট খাবার বস্তু লইয়া আসিতেছি।" ধাত্রী এই বলিয়া মন্ত্রীর দিকে কটমট চোখে দৃষ্টিপাত করিয়া অভিসম্পাত ও গালি দিতে দিতে যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথে নক্ষত্রবেগে চলিয়া গেল। মন্ত্রী অমনি কুঠরীর দরোজা বন্ধ করিয়া দিলেন।

এ কয় দিন শ্রীহরির চরণচিন্তায় বালক আত্মবিস্মৃত হইয়াছিল, ক্ষুধাতৃষ্ণার যাতনা কিছুমাত্রও অনুভব করে নাই। ধাত্রীর আগমনে, তাহার সে ধ্যান ভঙ্গ হইল। সম্মুখে অন্নের থালা, উদরে অসহ্য ক্ষুধার জ্বালা, আর সহিয়া থাকা অসম্ভব হইয়া উঠিল। প্রহ্লাদ বুঝিয়াছিল, তাহার প্রাণনাশে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ পিতার আজ্ঞাবহ মন্ত্রী স্নেহ বা দয়াবশতঃ তাহার জন্য খাদ্য আনয়ন করে নাই। যাহাকে অনাহারে রাখিয়া হত্যা করা তাহাদিগের সঙ্কল্প, তাহাকে আদর করিয়া নানা উপচারে আহার করাইবে, ইহা কখনও বিশ্বাসযোগ্য কথা নহে। তাহারা নিশ্চিতই আমাকে আরও তাড়াতাড়ি মারিয়া ফেলিবার নিমিত্ত বিষমাখা অন্ন আনিয়াছে। যাহাই হউক, ক্ষুধার জ্বালা আর সহ্য করিতে পারিতেছি না। না খাইয়া ধীরে ধীরে একটু একটু করিয়া মরা অপেক্ষা, বিষভক্ষণে দ্রুত মরিয়া যাওয়াই ভাল। বাবার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হউক, আমিও শ্রীহরির চরণে স্থান পাইয়া কৃতার্থ হই। শিশু এইরূপ সাহসিক যুক্তির আশ্রয় লইয়া আহার

করিতে বসিল। সেনাপতি ও মন্ত্রী বহির্দ্দেশ হইতে আগ্রহের সহিত তাহা দেখিতে লাগিলেন। প্রহ্লাদ হরিকে নিবেদন করিয়া না দিয়া, কোন বস্তুই আহার করিত না। আজ সে জানিয়া ও বুঝিয়া হরিকে বিষান্ন নিবেদন করিয়া দিতে কষ্ট বোধ করিল। ভক্তজনেরা উৎকৃষ্ট উপাদেয় বস্তু সকল যত্নে সংগ্রহ পূর্ব্বক যাঁহার শ্রীপাদপদ্মে উৎসর্গ করিয়া দিয়া কৃতার্থ হয়, প্রহ্লাদ আজ তাঁহাকেই বিষ দান করিবে কিরূপে? অথবা হতভাগ্য প্রহ্লাদের বিষইত অভ্যকার খাদ্য। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাহার চোখে জল আসিল। এই সময়, সেই ন্যক্কারজনক মন্ত্রী ও সেনাপতি জালের ফাঁক দিয়া দেখিতে পাইলেন, একটি শ্যামবর্ণ বালক কোথা হইতে আসিয়া প্রহ্লাদের নিকটে বসিল; বালকের মাথায় ময়ূর পুচ্ছের চূড়া, গলে বনফুলের মালা; তাহার ভুবনমোহন রূপের ছটায় সমস্ত গৃহ যেন আলোকিত হইল; তাঁহার উজ্জ্বল চক্ষুর জ্যোৎস্নামাখা মধুর দৃষ্টি যাহার উপর পড়িল, তাহাই যেন হাসিয়া উঠিল! মন্ত্রী ও সেনাপতি দেখিয়া মোহিত হইলেন।

প্রহ্লাদকে বিষান্ন নিবেদন করিতে হইল না। বালক কতই যেন মধু ঢালিয়া দিয়া, কতই যেন স্নেহে গলিয়া, প্রহ্লাদের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল,—"প্রহ্লাদ, ভাই একবার চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখ, আমি আসিয়াছি। আর ভয় কি? এ বিষান্ন নহে, স্বর্গের সঞ্জীবনী সুধা, আমিও খাই, তুমিও খাও।" এই

বলিয়া সেই বাল-গোপাল মূর্ত্তি আপনি অন্ন খাইল, প্রহ্লাদের মুখেও সেই প্রসাদী অন্ন তুলিয়া দিল! প্রহ্লাদ মনের আনন্দে ভোজন করিল।

সেনাপতি কহিলেন,—"মন্ত্রী মহাশয়, দেখিতেছেন কি? এই সেই কৃষ্ণ, মহারাজের পরম শত্রু হরি, আর উপেক্ষা করা উচিত নহে, আমি এখনই মহারাজকে লইয়া আইসি।" মন্ত্রী বলিলেন,—"যে ভয়ঙ্কর বিষ প্রয়োগ করা হইয়াছে, এতুজন এই মুহূর্ত্তেই মৃত্যু-মুখে পতিত হইবে, আর যদি একান্ত বিষভক্ষণেও মৃত্যু না হয়, আপনি ব্রহ্ম-অস্ত্র প্রয়োগ করিবেন। আপনার এ সময় এস্থান ত্যাগ করা কিছুতেই কর্ত্তব্য নহে।" মহারাজের সমীপে জনৈক দ্রুতগামী প্রহরী পাঠাইয়া দিতেছি। মন্ত্রীর আজ্ঞায় অমনি একজন প্রহরী তীরবেগে চলিয়া গেল।

এদিকে প্রহ্লাদের ভোজন শেষ হইলে, গোপালমূর্ত্তি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, প্রহ্লাদও সঙ্গে সঙ্গে উঠিল এবং আনন্দে করতালি দিয়া হরিনাম কীর্ত্তন ও গোপালের চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতে লাগিল। সর্পগুলিও ফণা বিস্তার পূর্ব্বক শত শত মণির প্রদীপ জ্বালিয়া প্রহ্লাদের সঙ্গে সঙ্গে নাচিতে আরম্ভ করিল। মন্ত্রী ও সেনাপতি মোহিত, বিস্মিত ও স্তম্ভিত! তাঁহারা বুঝিলেন,—বিষান্নভোজনেও উহাদিগের মৃত্যু হইবার নহে। সেনাপতি অতঃপর ধনুকে টঙ্কার দিয়া ব্রহ্ম-অস্ত্র যুড়িলেন;

কিন্তু অস্ত্র ছুটিল না ; তাঁহার জড়ীভূত ও অবসন্ন হস্ত হইতে উহা খসিয়া পড়িয়া গেল !

এই সময় ক্রোধোদ্দীপ্ত হিরণ্যকশিপু প্রলয়ঝটিকার ন্যায় মহাবেগে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। আসিয়াই কহিলেন,—"কৈ সে কৃষ্ণ, আমার ভ্রাতৃহন্তা সে পামর কোথায় ? এই গদাঘাতে এখনই সেই দুর্ব্বৃত্ত মায়াবী হরির সকল মায়া চূর্ণ করিয়া দিব।" বলিতে বলিতে দানবরাজ যেই ঐ কুঠরীর নিকটবর্ত্তী হইলেন, অমনি কাহার কি অলক্ষ্য ও অজ্ঞাতশক্তিবলে, কারাগৃহ থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল এবং চক্ষের পলকে এক সঙ্গে কোটি বজ্রগর্জ্জনের ন্যায় ভীষণশব্দে কারাগৃহের ছাদ চূর্ণ চূর্ণ হইয়া উড়িয়া গেল ! সমস্ত স্থান অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল ; সেই অন্ধকারে গোপালমূর্ত্তি অদৃশ্য হইলেন ! বন্দী নাগগণও উন্মুক্ত ছাদের পথে চারিদিকে ছুটিয়া পলায়ন করিল ! এই আকস্মিক ঘটনা ও ভীষণ শব্দে প্রহ্লাদ ও হিরণ্যকশিপু ভিন্ন ঐ স্থানের অন্য সমস্ত ব্যক্তিই মূর্চ্ছিত ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল।

হিরণ্যকশিপু অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। "দয়া করিয়া আমার পিতাকে একবার দেখা দাও ঠাকুর", এই বলিয়া প্রহ্লাদ করযোড়ে কাকুতি করিয়া হরিকে ডাকিতে লাগিল। হিরণ্যকশিপু কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না, কেবল কাণে শুনিলেন, কে যেন ঊর্দ্ধদেশ হইতে জলদগম্ভীরকণ্ঠে কহিল,—"বৎস, তোমার এসাধ অচিরেই পূর্ণ হইবে। তোমার পিতা

একদিন অবশ্যই আমার দেখা পাইবেন। কিন্তু এখন নয়,—এ মূর্ত্তিতে নয়। যে আমাকে যে ভাবে চিন্তা করে, আমি সেই ভাবেই তাহাকে দেখা দিয়া থাকি। কালপূর্ণ হইলে, তোমার হরি অরি-ভাবেই তোমার পিতার সম্মুখীন হইবেন।” এই কথা শেষ হওয়া মাত্রই আকাশে ভয়ঙ্কর বজ্রধ্বনি হইল!

ঐ কণ্ঠস্বর ও উক্তি, আর এই আকস্মিক বজ্রের গর্জ্জন শব্দ শুনিয়া, বুঝিলেন না কেন, হিরণ্যকশিপুর চিরনির্ভীক্ প্রাণ সহসা কাঁপিয়া উঠিল! তিনি ক্ষণকাল নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন। ছাদবিদারণের ভয়ঙ্কর শব্দে চারিদিক হইতে বহু লোক ঐ স্থানে ছুটিয়া আসিয়াছিল। দানবরাজ কিছুক্ষণ পরে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া সংজ্ঞাশূন্য মন্ত্রী, সেনাপতি ও প্রহরীদিগকে উপযুক্ত লোকের সাহায্যে যথাস্থানে প্রেরণ করিলেন। প্রহ্লাদকে কারাগারে পাঠান হইল। হিরণ্যকশিপু চিন্তিতচিত্তে ও ধীরপাদবিক্ষেপে আপন প্রাসাদ অভিমুখে চলিয়া গেলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

হিরণ্যকশিপুর প্রাণে বিন্দুমাত্র শান্তি নাই। অমন স্নেহের ধন পুত্র প্রহ্লাদ পুত্র নহে—মর্ম্মান্তিক শত্রু,—ভ্রাতৃঘাতী হরির কিঙ্কর বা গুপ্তচররূপে তাঁহার গৃহে অধিষ্ঠিত! পুত্র হইতে মহাভয়ের কারণ উপস্থিত হইয়াছে! এই পুত্ররূপী দ্বিতীয় শত্রুকে যেরূপে পারা যায়, সংহার করা আবশ্যক। যদি প্রহ্লাদের হত্যাপ্রক্রিয়ায় কোন সূত্রে হরির সন্ধান পাওয়া যায়, তাহাকেও ধৃত ও শূলে বিদ্ধ করিয়া শত্রুতা উদ্ধার করিতেই হইবে। কিন্তু মহামায়াবী হরির মায়াকৌশল ভেদ করা, একপ্রকার অসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। অস্ত্র বা বিষপ্রয়োগ, হস্তীপদে নিক্ষেপ বা উচ্চ পর্ব্বত হইতে ভূপাতন, হরির কি অদ্ভুত কৌশলে, ইহার কিছুতেই প্রহ্লাদের কিছু হইল না, হিংস্রক-স্বভাব কালসর্পও উহাকে দংশন করিল না; হরির কি মন্ত্র-প্রয়োগে সমস্ত ব্যর্থ হইয়া গেল; অবশেষে বন্দী নাগগণও বহুমূল্য ফণমণি লইয়া, কি এক আকস্মিক অলৌকিক কাণ্ডে মুক্তি লাভ করিয়া কোথায় অদৃশ্য হইল! তবে কি সত্য সত্যই লোকে যা বলে, সকলের উপরে পরমেশ্বর বা জগদীশ্বর নামে একটা কেহ আছে এবং এই দুর্ব্বৃত্ত হরিটাই কি সেই পরমেশ্বর? এইরূপ চিন্তার বশে দানবরাজ এক একবার ভীত, উদ্বিগ্ন ও ঈষৎ বিকল হইতেছেন, আর বার ক্ষণকাল পরেই,—"আমি কি

পাগল, এই মিথ্যা চিন্তা ও অলীক কল্পনার আশ্রয়ে ভুয়া ঈশ্বর গড়াইয়া মিছামিছি অধীর হইয়া পড়িতেছি," এই বলিয়া হোঃ হোঃ শব্দে আপনা আপনি বিকট হাস্য করিয়া নির্জ্জন বাসগৃহ প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিতেছেন। কিন্তু এইরূপ হাস্য বা এই চিন্তার স্রোতে তাঁহার মনের ভাবনা বা উদ্বেগ ভাসিয়া যাইতেছে না। তাঁহার নিষেধ সত্ত্বেও উহা দ্বিগুণবলে আসিয়া তাঁহাকে আকুল ও অধীর করিয়া ফেলিতেছে !

মন্ত্রী ও সেনাপতি তাঁহার প্রধান সহায় ও অবলম্ব। তাঁহারা কারাগৃহে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন; কিন্তু সংজ্ঞালাভের পর কোন্ পথে কোথায় অদৃশ্য হইয়াছেন, তাহার আর কোনই সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। বিষ্ণুর সহিত শত্রুতা ও প্রহ্লাদের হত্যানুষ্ঠানকল্পে যাহারা তাঁহার সহায় অনুচর ও সহচর, তাহাদিগের অধিকাংশই আজি নিরুৎসাহ ও নিরুদ্যম হইয়া পড়িয়াছে। মাতা দিতি বিরূপা; রাণী কয়াধূর সম্মুখীন হইতে তাঁহার সাহস নাই; রাণীও পুত্রপক্ষপাতিনী; সুতরাং সর্ব্বাংশে তাঁহার বিরুদ্ধচারিণী। দানবরাজ চক্ষে অন্ধকার দেখিতেছেন।

এক্ষণ তাঁহার একমাত্র সহায় ও সহকারী দুই ঋষিভ্রাতা ষণ্ড ও অমর্ক। তাঁহারা সম্প্রতি প্রহ্লাদকে হত্যা করার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা অদ্য যজ্ঞকুণ্ডের জ্বলন্ত অনলে তাহাকে আহুতি প্রদান করিতেছেন। যদি হরি বা বিষ্ণু তাহার সাহায্যার্থ উপস্থিত হয়, তাহাকেও তাঁহারা অভিচার

মন্ত্রবলে আকর্ষণ পূর্ব্বক যজ্ঞানলে ভস্মীভূত করিতে সঙ্কল্পবদ্ধ হইয়াছেন। দূতের পর দূত যজ্ঞস্থানে যাইতেছে ও সংবাদ লইয়া আসিতেছে। মহারাজ এই অবস্থায় সন্দিগ্ধ ও শঙ্কিতমনে যজ্ঞের ফলাফল প্রতীক্ষা করিতেছেন। কতকক্ষণ পরে সাগরতটের দিকে একটা কলরব শুনা যাইতে লাগিল, হিরণ্যকশিপু কাণ পাতিয়া শুনিলেন; শুনিয়া তাঁহার বোধ হইল যেন সেই তুমুল কোলাহলের মধ্যে হরি নামের হুহুঙ্কার উত্থিত হইতেছে! তিনি ব্যাপার জানিবার নিমিত্ত একান্ত ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন এবং দৌবারিককে দ্রুতপদে ঘটনাস্থানে প্রেরণ করিলেন।

—o—

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

ষণ্ডামার্কের বাটীর সম্মুখস্থ প্রান্তরে প্রকাণ্ড যজ্ঞকুণ্ডে শত জিহ্বায় আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। আগুনের তেজে, কেহই নিকটে ঘেষিতে পারিতেছে না। ষণ্ডামার্ক আজি প্রহ্লাদকে যজ্ঞানলে আহুতি প্রদান করিবেন। তাহাকে স্নান করাইয়া ঘৃতাক্ত কৌশিক বস্ত্র পরাইয়া, মালাচন্দনে সাজাইয়া, বলিদানের পশুর ন্যায়, ঐ স্থানে লইয়া আসা হইয়াছে। ষণ্ড ও অমর্ক মন্ত্র পাঠ করিয়া এক একবার যজ্ঞকুণ্ডে আহুতি দিতেছেন, আরবার অভিচারমন্ত্রপূত ঘৃত দ্বারা তাহার সমস্ত শরীর অভিষিক্ত করিতেছেন।

নগরের প্রায় সমস্ত লোক দর্শকরূপে সেই ভয়ঙ্কর স্থানে সমবেত হইয়াছে; ইতি পূর্ব্বে প্রহ্লাদের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড দেখিবার নিমিত্ত লোক-সমাগম হয় নাই। কতক লোক ভয়ে, কতক লোক দয়ার উদ্রেকে ঘরের বাহির হইত না। এক্ষণ সে ভয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। হরি যাহার সহায়, স্বয়ং যমও তাহাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ নহে। প্রহ্লাদকে কেহই হত্যা করিতে পারিবে না, সর্ব্বসাধারণের মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছে; সুতরাং প্রহ্লাদ আজি আগুনেও পুড়িয়া মরিবে না; কিন্তু হরি কিরূপে তাহাকে অগ্নিকুণ্ড হইতে উদ্ধার করেন, এই বিস্ময়কর অদ্ভুত দৃশ্য দেখিবার উদ্দেশ্যেই আজি ষণ্ডামার্কের গৃহসান্নিধ্যে জন-সমুদ্র

উথলিয়া উঠিয়াছে। ভীরু ও সন্দিগ্ধমনা ব্যক্তিগণ, ষণ্ডামার্কের আস্ফালন, আয়োজন ও উদ্যোগ দেখিয়া আজ বুঝিবা প্রহ্লাদের রক্ষা নাই, এই ভাবিয়া সঙ্কুচিত ও ভীত হইয়া একটু সরিয়া পড়িবার উদ্যোগ করিতেছে ; কিন্তু দৃঢ়বিশ্বাসী ভক্তিমান্ ব্যক্তিরা "রাখে হরি, মারে কে" এই প্রচলিত অশ্বাসবাক্যে তাহাদিগকে আশ্বস্ত করিয়া ফিরাইয়া আনিতেছে।

যথাসময়ে আনুপূর্ব্বিক অনুষ্ঠান সমস্ত শেষ করিয়া প্রহ্লাদকে ঐ অগ্নিকুণ্ডের নিকটে আনা হইল। প্রহ্লাদ কহিল,—"গুরুদেব এসকল কি করিতেছেন, আমাকে কি করিতে হইবে অনুমতি করুন।"

ষণ্ড কহিলেন,—"আমরা তোমার আচার্য্য, শিক্ষাদাতা গুরু ; আমাদিগের কথা রক্ষা করা তোমার একান্তই কর্ত্তব্য। তুমি আমাদিগের অনুরোধে এই অনল সাক্ষী করিয়া শপথ কর যে,— আর কখন হরি নাম মুখে আনিবে না।"

প্রহ্লাদ বলিল—"ছি ছি, গুরুদেব, এমন কথা বলিবেন না, লোকে আপনাদিগকে পাষণ্ড নাস্তিক বলিয়া নিন্দা করিবে ; বরং বলুন, আপনাদিগের চরণতলে এখনই প্রাণত্যাগ করিব, তথাপি হরিনাম ত্যাগ করিব না।"

অমর্ক বলিলেন,—"লোকে নাস্তিক বলে বলুক ; লোকে নাস্তিক বলুক, ইহাইত আমরা চাই ; নাস্তিক নামেই আমরা গৌরব মনে করি। তুই হরিনাম ত্যাগ করিবি কিনা বল্। নচেৎ

এই জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে এখনই তোকে ফেলিয়া দিয়া, আমরা আমাদিগের অভিচার-যজ্ঞে পূর্ণাহুতি প্রদান করিব।"

প্রহ্লাদ বলিল,—"তাই না হয় করুন। আহা এমন দিন কি আমার হইবে! এ অগ্নিত আমার প্রাণারাধ্য ধন সেই শ্রীহরিরই তেজোময় তনু, আপনাদিগের মন্ত্রবলে সর্ব্বযজ্ঞেশ্বর হরির তেজোময় অঙ্কে কি এ হতভাগ্য স্থানপ্রাপ্ত হইবে!—এমন সৌভাগ্য কি আমার হইবে, দেব?"

ষণ্ডামার্ক কহিলেন,—"এ সৌভাগ্যের ফল এখনই ফলিতেছে দেখ্?" এই বলিয়া তাঁহারা উচ্চে অভিচার মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে প্রহ্লাদকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিবার নিমিত্ত সবলে সাপটিয়া ধরিলেন; কিন্তু উভয় ভ্রাতা প্রাণপণ করিয়াও তাহাকে তুলিতে বা নাড়িতে চারিতে পারিলেন না! অনেক চেষ্টার পর উভয়ে গলদঘর্ম্মকলেবরে হাঁপাইতে হাঁপাইতে একে অন্যের পানে তাকাইয়া কহিলেন,—"একি ব্যাপার, অ্যা একরত্তি দুধের ছেলেটা ওজনে এত ভারী!"

অমর্ক ষণ্ডের কর্ণে কর্ণে বলিলেন,—"রও দাদা, কৌশলে কর্ম্ম করা যাউক।" এই বলিয়া প্রহ্লাদকে কহিলেন,—"দেখ বাছা প্রহ্লাদ, আমরা তোমার হরিনামের মাহাত্ম্য অনেকটা বুঝিয়াছি; আর একটা পরীক্ষা বাকি। তুমি যদি হরিনামের গুণে এই অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াও দগ্ধ না হও, অক্ষতশরীরে উঠিয়া আসিতে পার, তাহা হইলে আর কথা নাই, এখনই আমরা গুরু

হইয়াও তোমার কাছে হরিনাম গ্রহণপূর্ব্বক শিষ্যের শিষ্য হইব। তোমার বাবাও তা হইলে হরিনামে দীক্ষিত হইবেন।"

ষণ্ড বলিলেন,—"অমর্ক যাহা বলিতেছে, একবর্ণও মিথ্যা নহে। তুমি এখনই এই অগ্নি কুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া পড়।"

বুদ্ধিমান্ বালক, প্রহ্লাদের নিকট তাঁহাদের দুরভিসন্ধি প্রচ্ছন্ন রহিল না। কিন্তু সে প্রকাশ্যে বলিল—"গুরুর আদেশ শিরোধার্য্য।" এই বলিয়া প্রহ্লাদ অগ্নিকুণ্ডের দিকে অগ্রসর হইল এবং ধীরপাদক্ষেপে অগ্নিকুণ্ড প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক করযোড়ে ঊর্দ্ধমুখে দাঁড়াইয়া কাতরকণ্ঠে কহিল,—"কোথা হরি দীনবন্ধু এসময় একবার আমার সম্মুখে দাঁড়াও, আমি প্রাণ ভরিয়া তোমায় দেখি; তোমার ঐ ভুবনমোহন রূপ দেখিতে দেখিতে আর হরিবোল হরিবোল বলিতে বলিতে গুরুর আজ্ঞায় এই জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশ করি; যদি তোমার ইচ্ছা হয়, আমার এই মাটির শরীর পুড়িয়া ছাই হইয়া যাউক, আর যদি তোমার দয়া হয়, এই অনল শীতল ও স্নিগ্ধ হইয়া আমাকে আলিঙ্গন করুক; আমি এই পবিত্র যজ্ঞানলে স্নান করিয়া উঠিয়া গুরুর কাণে মধুর হরিনাম প্রদান করি; আমার মানবজীবন সার্থক হউক।" বলিতে বলিতেই শিশুর মুখখানি প্রফুল্ল হইয়া উঠিল; চক্ষে আনন্দধারা বহিল। সে অধিকতর ব্যগ্রভাবে কহিল,—"ঐত আমার হরি, অগ্নিকুণ্ডমধ্যে দাঁড়াইয়া ঐত বাহু প্রসারিয়া আমাকে ডাকিতেছেন, তবে আর বিলম্ব কেন?" ইহার পর, দুগ্ধপোষ্যশিশু দীর্ঘ সময়ের পরে মাকে

দেখিতে পাইলে, যেমন আগ্রহের সহিত তাঁহার কোলে ঝাঁপ দিয়া পড়ে, প্রহ্লাদও তেমনি প্রাণের আবেগে "হরি বোল" "হরি বোল" বলিতে বলিতে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া পড়িল! ষণ্ড ও অমর্ক দুই জনে অমনি দুই কলশী ঘৃত অগ্নিকুণ্ডে ঢালিয়া দিলেন।

সকলে সবিস্ময়ে দেখিল—চারিদিকে ধা ধা করিয়া আগুন জ্বলিতেছে, আর মাঝখানে সমুজ্জ্বল শ্যামকান্তি অন্য একটি বালক প্রহ্লাদকে বুকে আবরিয়া রাখিয়াছে! প্রহ্লাদও ঐ মূর্ত্তির বুকে মাথা রাখিয়া নয়ন মুদিয়া মৃদু মৃদু কি যেন কহিতেছে! এই অলৌকিক ও অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া দর্শকরূপে উপস্থিত জনসমূহ উচ্চৈঃস্বরে হরি বোল হরি বোল বলিয়া উঠিল।

এই বুঝি হরি প্রহ্লাদকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছেন, এই সিদ্ধান্ত করিয়া ষণ্ড ও অমর্ক অভিচারমন্ত্রবলে, প্রহ্লাদের সঙ্গে সঙ্গে হরিকেও পোড়াইয়া মারিবার সঙ্কল্প করিলেন। এই উদ্দেশ্যে অমনি অনলে আহুতি প্রদান করা হইল; কিন্তু ফল দাঁড়াইল বিপরীত;—আহুতি প্রদান মাত্রই অগ্নি দ্বিগুণতেজে জ্বলিয়া উঠিয়া ষণ্ড ও অমর্কের দিকেই লেলিহান জিহ্বা বাড়াইয়া দিল! ষণ্ড ও অমর্ক হাতের সমিধ ও হবি দূরে ফেলিয়া দিয়া ত্রাহি রবে পলায়ন করিলেন; অনলশিখাও বক্রভাবে ধপ ধপ করিয়া লাফাইয়া লাফাইয়া কিছু দূর পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের অনুসরণ করিল! "নিষ্ঠুর ও পাষণ্ড ব্রাহ্মণদ্বয় কোথায় পলাইতেছে, উহাদিগকে ধরিয়া আনিয়া আগুনে ফেলিয়া দাও" জনতার মধ্য হইতে

শতকণ্ঠে এই উক্তি হইলে, কতকগুলি লোক বেগে ষণ্ডামার্কের পশ্চাৎ ধাবিত হইল। ষণ্ডামার্ক থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ পূর্ব্বক প্রাণ রক্ষা করিলেন।

যথাসময়ে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইলে, অনলমধ্যে দৃশ্যমান শ্যামসুন্দর মূর্ত্তি অদৃশ্য হইল, প্রহ্লাদও হরিনাম করিতে করিতে অগ্নিকুণ্ড হইতে বাহির হইয়া আসিল! সকলে দেখিল বালকের এক গাছি কেশও সে জ্বলন্ত অনলে দগ্ধ হয় নাই। প্রহ্লাদ বাহিরে আসিয়াই;—"আমার গুরুদ্বয় কোথায় লুকাইলেন" বলিয়া তাঁহাদিগের কথা জিজ্ঞাসা করিল এবং যাহার দিকে চক্ষু পড়িল, তাহাকেই গদ্‌গদকণ্ঠে কহিল,—"দিন ফুরাইয়া আসিল, ভাই, কবে আর হরিনাম করিবে?" ইহার পর, "ভাই একবার হরি বল, হরি বল, হরি বল" এই বলিয়া করতালি দিয়া মনের আনন্দে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে সমবেত জনসমুদ্রও উন্মত্তবৎ হরিবোল হরিবোল হরিবোল বলিয়া তার-স্বরে গর্জ্জিয়া উঠিল; মহাশব্দে দশদিক পরিপূর্ণ হইয়া গেল। এই শব্দ শুনিয়াই হিরণ্যকশিপু চমকিয়া উঠিয়া সংবাদ জানিবার জন্য দৌবারিক প্রেরণ করিয়াছিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

দৌবারিক ঊর্দ্ধশ্বাসে ফিরিয়া আসিল; আসিয়াই হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল,—"মহারাজ, রাজকুমারের মৃত্যু হয় নাই। কুমার আপনি আচার্য্য ঠাকুরদের কথায় যজ্ঞকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁর গায়ের একগাছি রোঁয়াও আগুনে পোড়া যায় নাই। নগরের সমস্ত লোক এখন হরিনামে ক্ষেপিয়া উঠিয়া রাজকুমারের সঙ্গে নৃত্য করিতেছে,—মহারাজ ঐ শুনুন, ঐ শুনুন—হরিধ্বনি।" হিরণ্যকশিপু ত্রস্তব্যস্তভাবে অমনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সত্যই প্রহ্লাদ আগুনে পড়িয়াও পোড়া যায় নাই? কি আশ্চর্য্য! আচ্ছা ভাল, ষণ্ডামার্ক এখন কোথায়?" দৌবারিক বলিল,—"ঠাকুর দুজন প্রাণ লইয়া পলাইয়া গিয়াছেন; কতক গুলি লোক ক্ষেপিয়া উঠিয়া গালি দিতে দিতে তাঁহাদিগকেই ধরিয়া আগুনে ফেলিয়া দিবার উপক্রম করিয়াছিল। ঐ শুনুন মহারাজ, লোকের কলরব আরও নিকটে শুনা

হিরণ্যকশিপু হুহুঙ্কার পূর্ব্বক ভীমরবে গর্জ্জিয়া উঠিলেন এবং উলঙ্গ কৃপাণকরে লইয়া কক্ষভ্রষ্ট অমঙ্গল গ্রহের ন্যায়, ঝটিকা বেগে ধাবিত হইলেন।

রাজপ্রাসাদের একদিকে সমুদ্র, দুই দিকে পর্ব্বত; সম্মুখভাগে দুর্জ্জয় দুর্গ। দুর্গের বাহিরে নগর। হিরণ্যকশিপু এই দুর্গদ্বার

দিয়া বাহিরে আসিলেন ; বাহিরে আসিয়া দেখিলেন,—সমুদ্রের পাড়ে মানুষের আর একটা সমুদ্রস্থষ্টি হইয়াছে ; কলরবে কর্ণ বধির হইয়া যাইতেছে। এই কলরবের প্রধান শব্দ করতালি সহকারে 'হরি বোল' 'হরি বোল' ধ্বনি। পূর্ব্বে হরিধ্বনি শুনিলে হিরণ্যকশিপুর মনে বিজাতীয় ক্রোধ ও ঘৃণার উদয় হইত। এখন ক্রোধের সঙ্গে সঙ্গে বিষম একটা আতঙ্কের ভাব জাগিয়া উঠিয়াছে। অতগুলি লোক একত্র হইয়া তাঁহার নিষেধ-আজ্ঞায় অবজ্ঞা প্রদর্শন পূর্ব্বক, তাঁহারই রাজধানীতে স্পর্দ্ধার সহিত হরিনাম গান করিতেছে, আর তাঁহারই পুত্র ইহার পথ-প্রদর্শক ! এ অপমান, এ দুঃখ দানবরাজের পক্ষে অসহ্য ও মর্ম্মান্তিক। তিনি একবারে ক্ষিপ্তের ন্যায় ভীষণ খড়গ ঘুরাইয়া সেই জনসমুদ্রের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। খড়গাঘাতে বহুলোক আহত ও নিহত হইল, অবশিষ্ট ছত্রভঙ্গ হইয়া চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। নগরের সর্ব্বত্র হা হুতাশ ও হাহাকার শব্দ উত্থিত হইল। লোকগুলি সরিয়া পড়িলেই হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে দেখিতে পাইলেন। ক্ষুধিত ব্যাঘ্র সম্মুখে শিকার পাইলে, যে ভাবে তৎপ্রতি ধাবিত হয়, তিনিও সেই ভাবে প্রহ্লাদের দিকে ধাবিত হইলেন। প্রহ্লাদ হঠাৎ পিতার কৃত এই আক্রমণ, লোকের আর্ত্তনাদ শ্রবণ এবং এই হত্যাকাণ্ড দর্শন করিয়া একবারে আড়ষ্ট ও স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছিল ; তাহার মুখে একটি কথাও ফুটিল না ; দানবরাজকে অমন সংহারমূর্ত্তিতে আসিতে দেখিয়াও

নড়িল না বা কোন দিকে সরিয়া যাইতে চেষ্টা করিল না। "দুর্ব্বৃত্ত, দেখি আজি কে তোরে রক্ষা করে", এই বলিয়া হিরণ্যকশিপু শিশুর কচি বুকে সবলে পদাঘাত করিলেন! বালক দারুণ প্রহারে বহু দূরে ছুটিয়া পড়িয়া, সংজ্ঞাশূন্য হইল; তাহার মুখ দিয়া ঝলকে ঝলকে রক্তপাত হইতে লাগিল; তথাপি নির্দ্দয় পিতার প্রাণে বিন্দুমাত্র দয়ার সঞ্চার হইল না! হিরণ্য-কশিপু একলম্ফে মৃতপ্রায় শিশুর নিকটস্থ হইলেন এবং চুল ধরিয়া সেই সংজ্ঞাশূন্য শিশুকে তুলিয়া লইয়া ভীষণ খড়গাঘাতে দ্বিখণ্ড করিবার উপক্রম করিলেন। এই করুণ দৃশ্য দেখিয়া পলায়মান জন-স্রোতও মোহমুগ্ধের ন্যায় স্তম্ভিত হইয়া রহিল। কতিপয় ব্যক্তি সাহসপূর্ব্বক দৌড়িয়া ক্রুদ্ধ দানবের সম্মুখীন হইয়া কহিল,—"মহারাজ, ক্ষান্ত হউন, ক্ষান্ত হউন, এই মৃতপ্রায় শিশুর অঙ্গে খড়গাঘাত করিবেন না।" হিরণ্যকশিপুর কোন দিকে দৃক্পাত নাই, তিনি বেগে খড়গ উঠাইয়া কোপ হাকিলেন,—এই সময় কোথা হইতে উন্মাদিনীর ন্যায় এক রমণী ছুটিয়া আসিয়া পশ্চাৎ দিক হইতে দানবরাজের উত্থিত হস্ত ধরিয়া ফেলিলেন এবং আকুলকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—"মহারাজ, একি সর্ব্বনাশ! স্বহস্তে পুত্রহত্যা! নিষ্ঠুর, একি করিতেছ! মহারাজ পায় ধরি, অস্ত্রত্যাগ কর; দয়া করিয়া দুঃখিনীকে তাহার পুত্রধন ভিক্ষা দাও মহারাজ।" বিস্মিত দানবরাজের হস্ত হইতে প্রহ্লাদের সংজ্ঞাশূন্য দেহ মাটিতে পড়িয়া গেল। হঠাৎ ঐস্থানে অমন ভাবে রাণী

রাণী কয়াধূ দানবরাজের উত্থিত খড়্গ সাপটিয়া ধরিলেন

৯৮ পৃষ্ঠা।

কয়াধূকে দেখিতে পাইয়া তিনি চমকিয়া উঠিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন,—"একি রাণি! তুমি! তুমি এখানে কিরূপে আসিলে?"

পাঠকবর্গের বোধ হয় স্মরণ আছে, হিরণ্যকশিপু বধ্যভূমি হইতে রাণীকে অন্তঃপুরে পাঠাইয়া সেই অন্তঃপুরেই প্রহরী-বেষ্টিত বন্দিনীর ন্যায় রাখিয়াছিলেন। অদ্য প্রহ্লাদ অগ্নিকুণ্ডে পড়িয়াও হরিনামের মাহাত্ম্যে পুড়িয়া মরে নাই, এই সংবাদ মুহূর্ত্তেকে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। অন্তঃপুররক্ষক প্রহরিগণ এই সংবাদ এবং অদূরে ভীষণ হরিধ্বনি শুনিয়া কেমন এক রকম আত্মহারার মত হইয়া পড়ে; তাঁহারা রাণীর কাতরক্রন্দনে মুগ্ধ হইয়া দ্বার খুলিয়া দিয়া পলায়ন করিয়াছে; রাণী সেই মুক্তদ্বারপথে বহির্গত হইয়া প্রহ্লাদকে দেখিবার নিমিত্ত উচ্ছ্বসিত-প্রাণে দৌড়িয়া আসিয়াছেন। আসিয়াই এই ভীষণ কাণ্ড দেখিতে পাইয়া দানবরাজের উত্থিত খড়্গ সাপটিয়া ধরিলেন এবং পরক্ষণেই ভয়ে ও দুঃখে একান্ত অভিভূত হইয়া পড়িলেন!

রাণী কশিপুর প্রশ্নে কোন উত্তর করিলেন না। "আহা আমার সোণার চাঁদ ধূলায় গড়াগড়ি যাইতেছে!" এই বলিয়া ব্যস্ত-ভাবে প্রহ্লাদের ভূপতিত দেহখানি কোলে তুলিয়া লইলেন; কোলে তুলিয়া উহা নিশ্চল ও নিস্পন্দ দেখিতে পাইয়া, একবারে অধীর হইয়া পড়িলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহিলেন, "হা নির্দ্দয়, হা নিষ্ঠুর কি করিয়াছ, নিদারুণ পদাঘাতে বাছাকে একবারে মারিয়া ফেলিয়াছ! প্রহ্লাদ প্রহ্লাদ অভাগিনীর

জীবনধন, কৈ গেলিরে বাপ, একবার হরিবোল হরিবোল বলিয়া চক্ষু মেলিয়া চাও বাবা! আহা মুখ হইতে ধারায় রক্ত পড়িতেছে! হায় কি করি, কোথায় যাই, অসহায়ের সহায়, দুর্ব্বলের বল দীনবন্ধু হরি তুমি এসময় কোথায় রহিলে?" এইরূপে রাণী অধিকতর আকুলপ্রাণে কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন।

এদিকে প্রহ্লাদের সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। প্রহ্লাদ চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া উঠিয়া বসিল এবং দুই হাতে জননীর চোখের জল পুছাইতে পুছাইতে বলিল,—"মা তুমি কাঁদিও না; এই দেখ তোমার প্রহ্লাদ যেমন ছিল, তেমনি আছে। আমি হঠাৎ ক্ষণকালের তরে হরিনাম ভুলিয়া গিয়াছিলাম, তাই বাবার পদাঘাত আমার বুকে বড় লাগিয়াছিল। যে প্রহারে পর্ব্বতের বুক বিদীর্ণ হয়, আমি তাহা কিরূপে সহিব মা? এই মাত্র দয়াল হরি আসিয়া 'ওঠ্‌রে প্রহ্লাদ ওঠ্‌' বলিয়া যেই ব্যথার স্থানে, তাঁহার পদ্মফুলের মত নরম ও রাঙ্গা হাত খানি বুলাইলেন, অমনি সমস্ত ব্যথা বেদনা ও যন্ত্রণা দূর হইয়া গেল! তাই বলি মা আর কাঁদিও না, একবার আমার মত হরিবোল হরিবোল বলিয়া ডাক।"

রাণী কয়াধূ প্রহ্লাদের মুখে বারংবার চুম্বন করিয়া তাহাকে একবারে বুকে চাপিয়া রাখিলেন এবং হরিবোল হরিবোল বলিতে বলিতে ব্যাধভীতা কুরঙ্গীর ন্যায় কশিপুর নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইতে চেষ্টা করিলেন।

"কি রাণি, তুমিও হরিনাম করিতেছ? পত্নী হইয়া পতির

মর্ম্মঘাতী শত্রুর শরণ লইতেছ! না এ অসম্ভব!" এই বলিয়া আরক্তনেত্র হইয়া দৃঢ়মুষ্টিতে খড়গ ধারণ পূর্ব্বক কশিপু রাণীর গতিপথ রোধ করিয়া দাঁড়াইলেন।

রাণী কহিলেন,—"হরিদ্বেষী নিষ্ঠুর মহারাজ, যদি হরিনাম করিয়া অপরাধিনী হইয়া থাকি, এখনই আমাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেল, নিশ্চয় জানিও আমার দেহে প্রাণ থাকিতে আর আমি কিছুতেই আমার প্রহ্লাদকে ছাড়িয়া যাইতেছি না"

কশিপু মহাক্রোধে খড়গ উত্তোলন করিয়াও আবার অমনি থামিয়া গেলেন, কহিলেন,—"না হইল না, কশিপু কাপুরুষ হইতে পারিল না! প্রহ্লাদ পুত্র হইয়াও আমার শত্রুর আশ্রিত মহাশত্রু, উহার প্রাণ দণ্ডের আদেশ করিয়াছিলাম, কিন্তু প্রহ্লাদ কি মন্ত্রবলে অস্ত্র ও অনলের অবধ্য, তাই এই ভয়ঙ্কর শত্রুর স্বহস্তে নিধন-উদ্দেশ্যে অনিচ্ছায় অগ্রসর হইয়াছিলাম। ভালই হইয়াছে, স্বহস্তে শিশু হত্যা করিয়া কলঙ্কিত হই নাই। তুমি পতিদ্বেষিণী ও সেই শত্রুপক্ষাশ্রিত পুত্রের পক্ষপাতিনী তুমিও বধার্হ সন্দেহ নাই। কিন্তু যে বাহুবলে শতবার ইন্দ্রের বজ্র ব্যর্থ, সুরলোক বিধ্বস্ত ও নাগলোক উৎসন্ন হইয়াছে, সেই বাহু আজি স্ত্রীহত্যা বা শিশুহত্যায় নিযুক্ত হইবে! না, হিরণ্যকশিপু হইতে এ হেন কাপুরুষতা কখন সম্ভবপর নহে।" এই বলিয়া খড়গ কোষ-নিবদ্ধ করিয়া রাখিলেন; কিন্তু পথ ছাড়িয়া দিলেন না। অপেক্ষাকৃত ধীর ও স্থিরভাবে কহিলেন,—"রাণি, এখনও বলি

প্রহ্লাদকে ছাড়িয়া অন্তঃপুরে চলিয়া যাও। আমার মান গিয়াছে, গর্ব্ব, অভিমান, খ্যাতি-প্রতিপত্তি সমস্ত গিয়াছে! এই দুর্বৃত্ত কুপুত্রের কৃতকর্ম্মে এখন প্রাণ যাইতে বসিয়াছে! তাই বলি রাণি, আর লোক হাসাইও না, অন্তঃপুরে চলিয়া যাও।"

কয়াধূ কহিলেন,—"মহারাজ পায় ধরি, পথ ছাড়িয়া দাও; আমি আর রাণী নই, পথের ভিখারিণী। আমি আর অন্তঃপুরে সে কারাগারে ফিরিয়া যাইব না। প্রহ্লাদকে বুকে লইয়া বনবাসিনী হইব; বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা মাগিয়া খাইব। পথ ছাড়িয়া দাও, তোমার চক্ষুর শূল, তোমার দৃষ্টি পথের বাহিরে চলিয়া যাউক। প্রাণ দণ্ড না করিতে পারিলে, নির্ব্বাসন দণ্ড কর, তাহা হইলে হরিদ্বেষী তুমি আর হরিনাম শুনিয়া জ্বালাতন হইবে না; আমরাও মাতাপুত্রে বিজনবনে মনের সাধে হরিনাম করিয়া জীবন যাপন করিব।"

"কি হরিনাম—হরিনাম করিয়া জীবন যাপন করিবি, দূরহ পিশাচী এখনই আমার দৃষ্টি পথের বাহিরে চলিয়া যা"; এই বলিয়া কশিপু ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।

এই সময় প্রহ্লাদ মায়ের গলা ধরিয়া বলিল,—"মা তোমার প্রহ্লাদের কথা রাখ, তুমি পতিত্যাগ করিয়া সতীধর্ম্মে পদাঘাত করিও না মা, ঘরে ফিরিয়া যাও; তোমার আশীর্ব্বাদে হরি আমাকে রক্ষা করিবেন। তুমি অন্তঃপুরে যাইয়া পূজনীয় পতিদেবের আজ্ঞাধীন হইয়া থাক, তা না হইলে হরি রুষ্ট হইবেন;

পতিদ্বেষিণীর পুত্র বলিয়া হয়ত দয়াল হরি আর আমার পানে ফিরিয়াও চাহিবেন না। হরি ছাড়া হইয়া জীব কি তিলার্দ্ধও বাঁচিয়া থাকিতে পারে, মা? তুমি পিতার কথা রাখ, অন্তঃপুরে যাও।"

কশিপুর ভ্রাতুষ্পুত্র কালনাভ নিকটে দাঁড়াইয়াছিল; সে বলিল,— "তাত, প্রহ্লাদ সহ রাণী মাকে এইরূপে যথেচ্ছ চলিয়া যাইতে দেওয়া সঙ্গত হইবে কি? কশিপু কহিলেন,—"না কখনও নহে। কিন্তু বিনা বলপ্রয়োগে রাণীকে পথে আনা যাইবে না।" এই বলিয়া তিনি আবার প্রচণ্ডমূর্ত্তিতে রাণীর পথ রোধ করিয়া বজ্রমুষ্টিতে তাঁহার হস্ত ধারণ করিলেন। তাঁহার সকরুণ প্রার্থনা ও কাকুতি মিনতিতে কর্ণপাতও করিলেন না। পুত্রবৎসলা দুঃখিনী কয়াধূর কাতর ক্রন্দন ও মর্ম্মবিদারী আর্ত্তনাদে কশিপুর পাষাণ প্রাণ বিন্দুমাত্রও আর্দ্র হইল না; তিনি বলপূর্ব্বক রাণীর ক্রোড় হইতে প্রহ্লাদকে কাড়িয়া আনিয়া জল্লাদের হাতে সমর্পণ করিলেন। ইহার পরে পার্শ্ববর্ত্তী ভ্রাতুষ্পুত্র বৃক ও কালনাভকে কহিলেন,—"তোরা আর ইহাকে তোদের পিতৃব্যপত্নী বা দৈত্য রাজের পট্টমহিষী মনে করিস্ না, ইহাকে রাজদ্রোহিণী অপরাধিনীর ন্যায় বলপূর্ব্বক ধরিয়া নিয়া অন্তঃপুরকারাগারে আবদ্ধ করিয়া রাখ্! আমি আর ইহার মুখদর্শন করিব না।"

তাঁহারা অতঃপর রোরুদ্যমানা কয়াধূকে সবলে ধরিয়া অন্তঃপুরে লইয়া গেল।

হিরণ্যকশিপু নিকটস্থ একটা বৃহৎ শিলাখণ্ড দেখাইয়া জল্লাদদিগকে বলিলেন,—"তোরা এখনই এই কুলাঙ্গার পাষণ্ডের গলায় এই প্রস্তর বাঁধিয়া ইহাকে ঐ উচ্চ পর্ব্বত হইতে সমুদ্রগর্ভে ফেলিয়া দে। দুর্ব্বৃত্ত জলমগ্ন ও জন্মের মত আমার চক্ষুর অন্তরাল হইলে, আমি এখান হইতে গৃহে গমন করিব। যদি লইয়া যাইবার সময় কিংবা সমুদ্রে নিক্ষেপ করিবার কালে, কেহ আসিয়া বাধা প্রদান করে, অমনি সংবাদ দিবি, আমি সদ্য উহার প্রতিকার করিয়া দিব।"

প্রহ্লাদ করযোড়ে কহিল,—"পিতঃ আমি পিতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া ঘোর অপরাধে অপরাধী হইয়াছি; আমার প্রাণদণ্ড করুন। কিন্তু মা আমার সতী, সাধ্বী, প্রতিব্রতা; তিনি কখনও পতিদ্বেষিণী নহেন। কিন্তু মার প্রাণ সন্তানস্নেহে স্বভাবতই আত্মহারা হইয়া পড়ে। তাই তিনি আপনার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে আপনার চরণে অধম সন্তানের এই প্রার্থনা, আপনি দয়া করিয়া আমার সরলপ্রাণা দুঃখিনী জননীর অপরাধ মার্জ্জনা করুন।" কশিপু প্রহ্লাদের কথায় কোন উত্তর না দিয়া জল্লাদদিগকে সত্বর আজ্ঞানুরূপ কার্য্য করিবার নিমিত্ত তাড়না করিতে লাগিলেন।

তাহারা দ্রুতহস্তে প্রহ্লাদের গলদেশে বৃহৎ পাষাণখণ্ড লোহার শিকল দিয়া শক্ত করিয়া বাঁধিল; ইহার পরে হাত দুইখানি পশ্চাৎ দিকে নিয়া বাঁধিবার উপক্রম করিলে প্রহ্লাদ বলিল,

—"ভাই, একটু অপেক্ষা কর্।" এই বলিয়া করপুটে সে পিতার উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া বলিল,—"পিতঃ, দাসের শেষ প্রণাম গ্রহণ করুন।" কশিপু বলিলেন,—"প্রণাম আমাকে কেন, তুই যার ক্রীতদাস, সেই হরিকে প্রণাম করিলেইত হয়। দেখিব হরি, কোন্ কৌশলে এখন তোকে রক্ষা করে?" প্রহ্লাদ তেমনি স্থির, ধীর ও কাতরকণ্ঠে কহিল,—"আপনাকে প্রণাম করিলেও পিতঃ সেই হরিকেই প্রণাম করা হইবে। জগতে হরি ছাড়া জীব নাই; পিতাও আমার হরি, মাও আমার হরি, হরি আমার জগন্ময়।"

ইহার পরে, "মা তোমার স্নেহ-আশীর্ব্বাদই প্রহ্লাদের জীবন সম্বল" এই বলিয়া শিশু উদ্দেশে মায়ের চরণে প্রণত হইল এবং হাত দুইখানি জল্লাদের পানে বাড়াইয়া দিয়া বলিল,—"ভাই জল্লাদ এখন হাত বাঁধিয়া ফেল।"

জল্লাদগণ বন্ধনকার্য্য শেষ করিয়া প্রহ্লাদকে বহিয়া লইয়া পর্ব্বতে আরোহণ করিতে লাগিল। প্রহ্লাদ "হরিবোল, হরিবোল হরিবোল" বলিয়া নয়নযুগল মুদ্রিত করিয়া কহিল,—"প্রাণের ঠাকুর আমার, এসময় কোথায় রহিলে হরি! ইচ্ছাময়, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক, এ হতভাগ্যকে তোমার ঐ স্নিগ্ধ জলময় ক্রোড়ে স্থান দান কর; দেব, মার দুঃখ আর আমার সহ্য হইতেছে না!" বলিতে বলিতে তাহার মুদ্রিত নয়নপ্রান্ত হইতে যেন গঙ্গা ও যমুনার দুইটি ধারা গড়াইয়া পড়িল!

জল্লাদগণ, পর্ব্বত চূড়ায় আরোহণ পূর্ব্বক কি যেন ভাবের

আবেগে বিভোর হইয়া পড়িল এবং নয়ন জলে ভাসিতে ভাসিতে আর অস্ফুটস্বরে হরিবোল হরিবোল বলিতে বলিতে পাষাণবদ্ধ প্রহ্লাদের দেহ সমুদ্রবক্ষে নিক্ষেপ করিল। উহা উল্কা পিণ্ডের ন্যায় ছুটিয়া পড়িয়া চক্ষের পলকে সমুদ্রগর্ভে অন্তর্হিত হইল! এইরূপে কয়াধূর অঞ্চলের নিধি, প্রাণসর্ব্বস্বধন স্নেহ-পুতুলের অকালে বিসর্জ্জন হইয়া গেল! দৈত্যরাজ ক্ষণকাল স্থিরনেত্রে চাহিয়া রহিলেন; প্রহ্লাদের আর কোন চিহ্নই লক্ষিত হইল না। তিনি তখন নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হইলেন, এবং চিত্তে যেন অপরিসীম শান্তি অনুভব করিয়া ধীরপাদবিক্ষেপে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

বুকে পাষাণ বাঁধিয়া প্রহ্লাদকে সাগরজলে নিক্ষেপ করা হইয়াছে; প্রহ্লাদ সমুদ্রের গর্ভে ডুবিয়া মরিয়াছে; মুহূর্ত্ত মধ্যে এই দুঃসংবাদ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল! যে শুনিল, সেই বিস্মিত ও দুঃখিত হইল এবং প্রকৃত তত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত সাগর তটের দিকে ছুটিয়া আসিল। যে অনলে পোড়ে নাই, অস্ত্রে কাটা যায় নাই, বিষে ঢলিয়া পড়ে নাই, সেই আজ জলে ডুবিয়া মরিল! অনেকেই ইহা বিশ্বাস করিতে পারিল না। অনেকে মনে করিল—তবে বুঝি বা হরি কোন কারণে বিরূপ হইয়া প্রহ্লাদকে ত্যাগ করিয়াছেন! এইরূপ নানা জল্পনা কল্পনা করিয়া পঙ্গ পালের মত নগরের লোক সকল সাগর পাড়ে আসিয়া সম্মিলিত হইল।

প্রহ্লাদের খেলার সাথী, সহপাঠী ও বাল্য সহচরেরাও দৌড়িয়া

আসিয়া যে স্থানে প্রহ্লাদকে ফেলিয়া দিয়াছিল, সেইস্থান দেখাইয়া দেখাইয়া একে অন্যের নিকট দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিল। অবশেষে তাহারা উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল,—"তুমি আমাদেরে ফেলিয়া কোথায় গেলে ভাই প্রহ্লাদ! তোমার অদৃষ্টে কি শেষ এই ছিল! তুমি না জানি ভাই, জলে পড়িয়া, হরি হরি বলিয়া কত ডাকিয়াছ, কত কাঁদিয়াছ, হরিও কি তবে তোমার পিতার মত নিদয় হইলেন? অসহায় বালকের পানে একবার ফিরিয়াও চাহিলেন না! আমাদিগকে তুমি হরিনাম শিখাইয়াছিলে ভাই, আমরা আর ওনাম মুখে আনিব না।"

বালকেরা এইরূপে বিলাপ পরিতাপ করিতেছে, এই সময়, তাহারা শুনিতে পাইল কে যেন ক্ষীণকণ্ঠে কহিতেছে,—"হরি বল হরি বল ভাই সকল, প্রহ্লাদ মরে নাই; শ্রীহরির চরণ-ভেলায় ভর করিয়া এই দেখ্‌রে ভাই তোদের প্রহ্লাদ পাষাণ সহ সাগর জলে ভাসিতেছে, আর ঢেউয়ের দোলায় দুলিয়া দুলিয়া করতালি দিয়া হরিনাম গাইতেছে! বল ভাই সবে হরিবোল হরিবোল, হরিবোল।"

বালকেরা দূর হইতে শ্রুত এই আধ অপরিস্ফুট উক্তি শুনিয়া চমকিয়া চাহিল,—চাহিয়া দেখিল সত্য সত্যই প্রহ্লাদ সাগরের জলে প্রকাণ্ড পাষাণফলকে বসিয়া ভাসিয়া আসিতেছে! পায়ের শিকল ও হাতের বাঁধ খসিয়া পড়িয়াছে! প্রহ্লাদ মনের আনন্দে করতালি দিয়া হরিনাম গান করিতেছে!

অমনি প্রহ্লাদ জীবিত আছে, প্রহ্লাদ মরে নাই, মরে নাই,

চারিদিকে এই আনন্দধ্বনি উঠিল। চক্ষুর নিমেষে আর একটা প্রকাণ্ড ঢেউ আসিয়া পাষাণ সহ প্রহ্লাদকে বেগে ভূমির উপর রাখিয়া দিল! প্রহ্লাদ পাষাণফলক হইতে নামিয়া আর্দ্রগাত্র ও আর্দ্রবস্ত্রে যেই হরিনাম করিতে করিতে তীরে উঠিল, আর অমনি শত শত কণ্ঠে এক সঙ্গে হরিধ্বনি হইল। সমবেত লোকসমূহ মুগ্ধ ও বিস্মিত! তুমুল কোলাহলে দশদিক্ নিনাদিত হইয়া উঠিল!

দেখিতে দেখিতে নিরুদ্দেশ মন্ত্রী মহাশয় কোথা হইতে উন্মত্তের মত ছুটিয়া আসিয়া ঐ জনতার মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং প্রবেশ করিয়াই প্রহ্লাদকে মাথায় তুলিয়া লইয়া হরিবোল হরিবোল বলিয়া নাচিতে লাগিলেন। ষণ্ড ও অমর্ক আসিয়া কহিলেন,—"বাছা প্রহ্লাদ তো হইতে আমাদিগের অজ্ঞান-অন্ধকার দূর হইয়াছে এবং তো হইতেই জগতের সার বস্তু মধুমাখা হরিনামের আলোক পাইয়া আমরা কৃতার্থ হইয়াছি। তোর গুরু আজি সত্যই তোর হরিনামের মন্ত্রশিষ্য।" এই সময় সেনাপতি দেবদলনও সমগ্র দানব সেনাসহ আসিয়া সেই মহাসঙ্কীর্ত্তনে যোগদান করিলেন! মুহূর্ত্ত মধ্যে নগরের বালক বৃদ্ধ যুবা ও বনিতা সমস্ত লোক হরিনামে উন্মাদিত হইয়া উঠিল! বিরাট জনতার মনে কোন ভয় নাই, ভাবনা নাই, মুখে অন্য শব্দ নাই, অন্য কথা নাই, কেবল হরিনাম, হরিকথা ও জয়ধ্বনি। জন-সমুদ্র ক্রমে হরিনামে উথলিয়া উঠিয়া যেন দৈত্যরাজপুরীটাকে গ্রাস করিবার নিমিত্তই সেই দিকে প্রলয়বেগে প্রবাহিত হইল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

অনেকদিন পরে, হিরণ্যকশিপু আজি একটু নিরুদ্বেগ ও অপেক্ষাকৃত একটু নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। তিনি শান্তিপ্রদ বিশ্রামসুখের আশায় আপন কক্ষে প্রবেশ করিলেন। পুত্র প্রহ্লাদকে তিনি সাগরগর্ভে ডুবাইয়া হাঙ্গর কুম্ভীরের গ্রাসে ফেলিয়া দিয়া আসিয়াছেন। পুত্ররূপী মহাশত্রু বিনষ্ট হইয়াছে। তিনি সতর্ক ও সশস্ত্র হইয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান ছিলেন বলিয়া মায়াবী হরি আসিয়াও এ যাত্রায় প্রহ্লাদকে রক্ষা করিতে সাহস পায় নাই; ইহাও সামান্য সুখ বা কম গৌরবের কথা নহে। তিনি আজি চিত্তে প্রসন্ন ও প্রফুল্ল। পুত্রশোক বা প্রহ্লাদের মৃত্যুজনিত দুঃখ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তিনি স্বভাবতঃ স্নেহশূন্য বা শোক দুঃখের অতীত ছিলেন না। কিন্তু প্রহ্লাদের সম্বন্ধে দীর্ঘকাল, ঘৃণা, ক্রোধ ও ভয়ের ভাব পোষণ করিতে করিতে তৎসম্পর্কে তাঁহার হৃদয় পাষাণের ন্যায় কঠোর হইয়া গিয়াছিল; তাই পিতার প্রাণ লুকাইয়াও পুত্রের জন্য এক ফোঁটা অশ্রুত্যাগ করে নাই। তিনি প্রহ্লাদের মৃত্যুতে চিত্তে একপ্রকার শান্তি ও আরামই অনুভব করিতেছিলেন।

এক্ষণ তাঁহার মনের এক ভাবনা, কিরূপে শোকাতুরা রাণী কয়াধুকে প্রবোধ দিয়া পথে আনা হইবে; দ্বিতীয় আর এক ভাবনা চার চক্ষে কোথায় কিরূপে, ভ্রাতৃহন্তা ভীষণ শত্রু হরির দেখা

পাওয়া যাইবে। যাবৎ না হরির শোণিতে পৃথিবী প্লাবিত হইতেছে তাবৎ কশিপুর আর পূর্ণ শান্তির আশা কোথায় ?

এসময় সেনাপতি ও মন্ত্রী কোথায় লুকাইয়া রহিলেন, সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদের সন্ধান লইতে হইতেছে। তাঁহারা থাকিলে, তাঁহাদিগকে লইয়া বসিয়া এক্ষণকার কর্ত্তব্য বিষয়ে সুষ্ঠু উপায় অবধারণ করা যাইতে পারিত। দানবরাজ এইরূপে বিশ্রামের ভাবে আছেন। বেলা অপরাহ্ণ হইয়া আসিয়াছে। তিনি অধিকতর স্থির, ধীর ও প্রশান্ত মনে বসিয়া আশার তুলিকায় ভাবি সুখশান্তির একটা পট আঁকিয়া তুলিতেছিলেন; এই সময় দৌবারিক কম্পিতকলেবরে দৌড়িয়া আসিয়া কহিল,—"মহারাজ, সর্ব্বনাশ সর্ব্বনাশ ঐ শুনুন গণ্ডগোল ও কোলাহল! রাজকুমারের মৃত্যু হয় নাই! তিনি সমুদ্র হইতে উঠিয়া হরিনাম গাইতে গাইতে এই দিকেই আসিতেছেন; নগরের সমস্ত লোক তাঁহার সঙ্গে; এমন কি আপনার সৈন্যসামন্তগণও রাজকুমারের সহিত যোগ দিয়া হরিবোল হরিবোল বলিয়া পাগলের মত নাচিয়া নাচিয়া আসিতেছে! তাহাদের মনে কি বলা যায় না, কি আজ্ঞা হয় ?" হিরণ্যকশিপু কহিলেন,—"মিথ্যা কথা, অলীক স্বপ্নকল্পনা নিশ্চয়ই এ তোর চক্ষের ধান্ধা; আমি স্বচক্ষে প্রহ্লাদকে সমুদ্রের অতল জলে ডুবিয়া যাইতে দেখিয়া আসিয়াছি।" এই বলিয়া একটু নীরবে থাকিয়াই চমকিয়া উঠিলেন,—"সত্যইত তুমুল কোলাহল শুনা যাইতেছে! সত্যইত জয় জয় রব ও

হরিধ্বনি শ্রুত হইতেছে! কি বিস্ময়কর,—ভয়ানক ব্যাপার!” বলিতে বলিতে হিরণ্যকশিপু ভীষণ অসি নিষ্কোষিত করিয়া উগ্রমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক মহাবেগে ধাবিত হইলেন। সেই ত্রিলোক-ত্রাস প্রচণ্ডবপুর ভয়াবহ দৃশ্য, সেই প্রলয়ঙ্কর হুহুঙ্কার, সেই পর্ব্বতবিদারী দুর্জ্জয় বেগ, নিরস্ত্র জনতা সহ্য করিতে পারিল না; দানবরাজকে দেখিতে পাইয়াই ছিন্নভিন্ন হইয়া চারিদিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল!

দানবরাজ সহসা প্রিয়মন্ত্রী, সসৈন্য সেনাপতি ও আচার্য্য পুত্র ষণ্ডামার্ককেও সেই মর্কটের দলে মিলিয়া প্রহ্লাদের সঙ্গে হরিকীর্ত্তনে মত্ত দেখিতে পাইলেন! দেখিয়া প্রথম বিস্মিত ও তারপর যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইলেন। কিন্তু সাংঘাতিক আঘাতে উদ্ধত হইয়াও আবার কি ভাবিয়া থামিয়া রহিলেন। আগ্নেয় গিরির গর্ভস্থ বহ্নি গুহামধ্যেই নিবদ্ধ রহিল; কেবল মাত্র উহার একটা শিখা ধক্ ধক্ করিয়া নয়ন-পথে ছুটিয়া পড়িয়া নিবিয়া গেল! দানবরাজ হোঃ হোঃ শব্দে একটা বিকট হাসি হাসিয়া ঈষৎ ব্যঙ্গভাবে কহিলেন,—“মন্ত্রিন্, এই তোমার সুবুদ্ধির শেষ পরিণাম! সেনাপতি দেবদলন, আজ তোমার দেবদলন নাম সার্থক হইল! স্বর্গজয়ী বীর আজি একটা একগুঁয়ে ও অবাধ্য দুষ্ট বালকের মন্ত্রশিষ্য! ষণ্ড ও অমর্ক এই তোমাদিগের গুরুগিরি! এই তোমাদিগের অভিচারযজ্ঞের শেষ অভিনয়! বুঝিয়াছি, হায় এতদিনে ভাল করিয়া বুঝিয়াছি, বিষে, অস্ত্রে, অনলে ও জলে কেন

প্রহ্লাদের মৃত্যু হয় নাই! যা হউক, আগে প্রহ্লাদের সঙ্গে দুইটি কথা বলিয়া লই, তার পর তোমাদের সঙ্গে মনের আনন্দে হরিকীর্ত্তন ও প্রেমালাপ করিব।" এই বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগপূর্ব্বক হিরণ্যকশিপু ক্ষণকাল স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। তাঁহার মনে ভয়, বিস্ময় ও ক্রোধ একসঙ্গে প্রবলবেগে ক্রীড়া করিতেছিল; কিন্তু তিনি আপাততঃ এই ক্রূরভাবনিচয় মনের গহ্বরে চাপিয়া রাখিয়া প্রকাশ্যে কপট ও কৃত্রিম ব্যবহারই বর্ত্তমান অবস্থায় সঙ্গত মনে করিলেন।

সকল উপদ্রব, সকল অশান্তি, সমস্ত বিস্ময়কর কাণ্ডের মূল-দুর্বৃত্ত হরি; তাঁহার সেই মর্ম্মঘাতী পরম রিপু হরি কোথায় লুকাইয়া আছে, ইহাদিগের নিকট হইতে স্তোকবাক্যে তাহার সন্ধান লইয়া অগ্রে হরিকে নির্য্যাতন পূর্ব্বক পরে এই সকল বিশ্বাসঘাতক কৃতঘ্নের উপযুক্ত দণ্ডবিধান করা যাইবে। মনে মনে এই সিদ্ধান্ত করিয়া তিনি প্রহ্লাদকে বড় আদরের সহিত নিকটে টানিয়া আনিলেন এবং স্নেহভরে তাহার হাতখানি ধরিয়া কহিলেন,—"বৎস প্রহ্লাদ, আমি এতদিনে বুঝিয়াছি, হরিই জগতের কর্ত্তা; হরির আশ্রয় ভিন্ন জীবের আর অন্যগতি নাই। তুই পুত্র হরিনামে সদাই উন্মত্ত, পত্নী সেই পথের পথিক, মন্ত্রী সেনাপতি, আচার্য্যপুত্র ষণ্ডামার্ক, সৈন্য সামন্ত এবং আমার লোকজন সমস্ত একে একে হরিনামের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে; আমি আর বাকি থাকি কেন? আমিও আজি হইতে, বৎস, পুত্রেরই মন্ত্রশিষ্য হইব স্থির করিয়াছি।"

হিরণ্যকশিপু এই কথা বলিবা মাত্রই চারিদিক্ হইতে জয়ধ্বনি উত্থিত হইল। মন্ত্রী বলিলেন,—"ধন্য মহারাজ হিরণ্যকশিপু;" সেনাপতি কহিলেন—"আজ আমরা কৃতার্থ হইলাম।" ষণ্ডামার্ক,—"জয় মহারাজের জয়, জয় শ্রীহরির জয়" বলিয়া সানন্দে সংবর্দ্ধনা করিলেন।

হিরণ্যকশিপু ঈষৎ হাসিয়া প্রহ্লাদকে সম্ভাষণ করিয়াই বলিতে লাগিলেন,—"কিন্তু অগ্রে তোর হরি কেমন, কোথায় থাকেন, আমাকে বল্; আমি একবার তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা করি। তাঁহাকে দেখিলে যদি আমার প্রাণে ভক্তির উদয় হয়, তাহা হইলে, আমি এই মুহূর্ত্তেই তাঁহার শরণ লইয়া কৃতার্থ হইব। খাটি জানিস্ তোর মত বুদ্ধিমান্ পুত্রের পিতা,—ত্রিলোকজয়ী হিরণ্যকশিপু কখনও অদৃশ্যজনে পূজা করিতে সমর্থ নহে। তাই বলি, যদি জানিস্ হরি কোথায় আছেন, বল্।" প্রহ্লাদ পিতার কথায় যার পর নাই প্রফুল্ল হইয়া বলিল—"পিতঃ হরি কেমন, মুখের কথায় কেহই তাঁহার স্বরূপ বুঝাইয়া বলিতে পারে না। মনের চক্ষে তাঁহাকে দেখিতে চেষ্টা করিলে, অবশ্যই একদিন তাঁহার দেখা পাইবেন। হরি জলে, স্থলে, অনলে, অনিলে, সূর্য্য, চন্দ্র ও গ্রহনক্ষত্রে সর্ব্বত্র সর্ব্বক্ষণ বিরাজমান আছেন; আপনার প্রাণের মধ্যে খুঁজিলেও তাঁহার দেখা পাইবেন।"

হিরণ্যকশিপু ক্রোধমিশ্রিত বিদ্রূপের ভাব বহুকষ্টে চাপিয়া রাখিয়া কহিলেন,—"প্রাণের মধ্যে খুঁজিব? কৈ সেখানেত কিছুই দেখিতে পাইতেছি না।" এই বলিতে বলিতেই তাঁহার মুখ একটু গম্ভীর হইয়া উঠিল, আপনা আপনি বলিলেন,—"তাইত,—ওকি!

অতি সূক্ষ্ম, মানুষের আকৃতি, চারি খানি হাত, হাতে নখর, সিংহের মত বিকট মুখ! ওকে? ও কাকে দেখিতেছি? ঐ কি হরি?" বলিতে বলিতেই তাঁহার নয়নযুগল বিস্ফারিত, বর্ণ বিবর্ণ হইয়া উঠিল; তিনি শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া ভয়বিকম্পিত কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন,—"এআবার কি? কি ভয়ঙ্কর, কি ভীষণ মূর্ত্তি! পা মাটিতে, মাথা আকাশে,—বিকট মুখ, দীর্ঘ নখর, রক্তবর্ণ নেত্র, মাথায় ও ঘাড়ে জটা, জটার আঘাতে নক্ষত্রগুলি ছুটিয়া পড়িতেছে! ঐত, ঐত নখ বিস্তার করিয়া এই দিকেই আসিতেছে যে, কোথায় যাই, কি করি?—অ্যা একি!" ইহার পর দুই হাতে চক্ষু রগড়াইয়া চাহিয়া বলিলেন—"কৈ না—কিছুইত না! একি দিবাস্বপ্ন, অলীককল্পনা! একি দেখিলাম!" এই বলিয়া ক্লান্তকলেবরে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন এবং এতগুলি লোকের সম্মুখে হঠাৎ এই চিত্তবৈকুল্য ও দুর্ব্বলতা প্রদর্শন হেতু যেন একটু লজ্জিত ও জড়সর হইয়া ক্ষণকাল নীরবে রহিলেন। এই সময় সূর্য্য অস্তগত ও সন্ধ্যা উপস্থিত হইল।

অতঃপর দানবরাজ একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং পুনরায় প্রহ্লাদকে বলিলেন,—"প্রাণের মধ্যে তোর হরি কোথায় লুকাইয়া আছেন, আমি তাহা দেখিতে পাইতেছি না। হরি যদি বাহিরে কোন স্থানে থাকিয়া থাকেন, আমাকে দেখাইয়া দাও।" এই বলিয়া সম্মুখস্থ একটা স্ফটিকস্তম্ভের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক কহিলেন,—"তোর হরি সর্ব্বত্র থাকেন বলিয়াছিস্, বল্ দেখি এই স্ফটিকস্তম্ভের মধ্যেও কি তবে তোর হরি আছেন?"

প্রহ্লাদ বিনীতভাবে বলিল,—"এ স্তম্ভমধ্যেও হরি আছেন বই কি পিতঃ?" হিরণ্যকশিপু পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সত্যই এই স্তম্ভমধ্যে তোর হরি?"

প্রহ্লাদ যেই বলিল,—'হাঁ', অমনি দৃপ্তদানব ক্ষিপ্তের ন্যায় প্রচণ্ড বেগে ঐ স্তম্ভের দিকে ধাবিত হইলেন। "কি এতদূর সাহস, হিরণ্যকশিপুর ভ্রাতৃহন্তা দারুণ রিপু এত নিকটে লুকাইয়া রহিয়াছে! আর, শত ধিক্ আমাকে, আমি নিশ্চিন্তমনে নিদ্রা যাইতেছি!" এই বলিয়া ঐ স্তম্ভের উপর ভীমবেগে পদাঘাত করিলেন। স্তম্ভ সশব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িল; উহার মধ্য হইতে দেখিতে দেখিতে কোটি বজ্রনাদে গর্জ্জিয়া এক ভয়াবহ নৃসিংহমূর্ত্তি বহির্গত হইল! তাহার প্রলয়গর্জ্জনে প্রহ্লাদ ও হিরণ্যকশিপু ভিন্ন সমস্ত লোক মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া পড়িল। প্রহ্লাদ এবং হিরণ্যকশিপুও স্তম্ভিত ও নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন। পৃথিবী থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। হিরণ্যকশিপু ক্ষণপূর্ব্বে দিবাস্বপ্নে যে মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে আকুল হইয়াছিলেন, দেখিলেন এ সেই মূর্ত্তি! নৃসিংহদেব আক্রমণে উদ্যত হিরণ্যকশিপুকে ধরিয়া তাঁর সেই পর্ব্বতপ্রমাণ বিরাট দেহটাকে, একটা পুতুল খেলার পুতলের মত, জানুর উপর তুলিয়া লইলেন! জানুর উপর রাখিয়া খরনখরে চক্ষের পলকে তাঁহার উদর বিদীর্ণ করিয়া লেলিহান রসনায় তাঁহার শোণিত পান এবং অন্ত্রগুলি টানিয়া বাহির করিয়া মালার ন্যায় গলদেশে পরিধান করিলেন! কশিপুর প্রাণ বিকট আর্ত্তনাদ সহকারে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইল। এইরূপে সায়াহ্নকাল অতীত হইতে না হইতেই ক্রোধান্ধ দর্পিত দানবরাজের দানবলীলার সমস্ত অভিনয় শেষ হইয়া গেল!

ভীত ও শোকার্ত্ত প্রহ্লাদ দেখিলেন,—কশিপুর ভয়াবহ দানবতনু হইতে বহির্গত হইয়া এক জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ ঊর্দ্ধলোকে আরোহণ করিতেছেন। যাইবার সময় সেই পুরুষ প্রহ্লাদকে সস্নেহে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"বৎস প্রহ্লাদ, তোরই গুণে

আমি আজি পরমপদ লাভ করিলাম। আমি আজীবন অরিভাবেই হরিকে চিন্তা করিয়া ক্রোধ ও বিদ্বেষের আগুনে আহুতি দিয়াছি; আজ তাঁহাকে অরিভাবেই লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলাম। বৎস, তুমি ভক্তির অমৃত দিয়া হরির সাধনা করিতেছ, তোমার ইহলোক ও পরলোক অমৃতময় হইবে; আশীর্ব্বাদ করি, তোমা হইতে দৈত্যগণের ত্রিকুল উদ্ধার হউক, তুমি দৈত্যদেশে ভক্তির রাজ্য বিস্তার পূর্ব্বক পৃথিবীকে কৃতার্থ ও আপনার জন্ম সার্থক কর।” এই উক্তি শ্রবণের পরে প্রহ্লাদ আর তাঁহাকে দেখিতে পাইল না, দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক অশ্রুসিক্তনয়নে ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়া করপুটে প্রণাম করিল।

অতঃপর নৃসিংহদেব সৌম্যমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক প্রহ্লাদকে আশ্বাসপ্রদান করিলেন। প্রহ্লাদ আকুলপ্রাণে তাঁহার স্তব করিল। তিনি প্রহ্লাদকে বিনা যাচনায় বহুবর প্রদান করিলেন। সমস্তলোকের প্রাণে চেতনা ফিরিয়া আসিল। প্রহ্লাদের প্রার্থনায় দিতি ও কয়াধূ শ্রীহরির শ্রীচরণ দর্শন করিয়া নয়ন, মন ও জীবন সার্থক করিয়া লইলেন। অবশেষে কশিপুর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদনার্থ প্রহ্লাদকে আদেশ ও উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক নৃসিংহদেব সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন। প্রহ্লাদ অতঃপর যথাসময়ে দৈত্যরাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া বহু বৎসর পৃথিবী পালন ও সর্ব্বত্র ভক্তি ধর্ম্মের বিস্তার করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। অন্তিমে দিতি ও কয়াধূর ঊর্দ্ধগতি লাভ হইল। হিরণ্যকশিপুর ভবিষ্যৎ বাণীর এক বর্ণও ব্যর্থ হইল না।

সম্পূর্ণ।